জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ
ব্রাদার সুব্রতলিও রোজারিও সিএসসি
সিস্টার শেফালী
বেভা মার্টিন হীরা মন্ডল

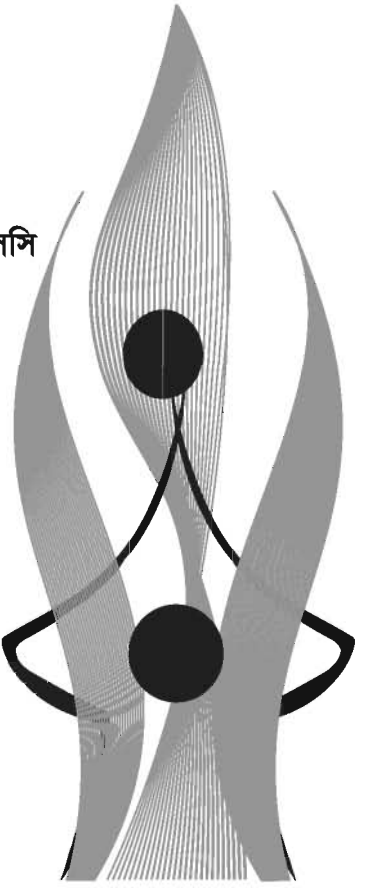

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

ডমিয়ন নিউটন পিনারু

সমন্বয়কারী

শাহীনূর বেগম

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও **নৈতিক শিক্ষা** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য রয়েছে শিক্ষক সংস্করণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে **খ্রিষ্টধর্ম** ও **নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নেই । তবে শিক্ষকবৃন্দের জন্য রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক,। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোকে বিকশিত করার বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সংস্করণসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১। পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক সে পাঠটি উপস্থাপন করবেন সেটি কয়েকবার পড়বেন।

২। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।

৩। শিক্ষক সংস্করণে দেয়া অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল দেখে নিবেন।

৪। শিক্ষক সংস্করণে বর্নিত শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।

৫। পাঠ্যপুস্তকে দেয়া ছবি/চিত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি শিক্ষক সংস্করণে উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

৬। পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।

৭। ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে শিখনফল অর্জনে সচেষ্ট হবেন।

৮। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন মন্ডলীতে নামের বানান ও অনুবাদ শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১-১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	১১-১৮
তৃতীয় অধ্যায়	পবিত্র আত্মা	১৯-২৭
চতুর্থ অধ্যায়	আদি পিতামাতা	২৮-৩৮
পঞ্চম অধ্যায়	পবিত্র বাইবেল	৩৯-৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা	৫০-৫৯
সপ্তম অধ্যায়	পাপ	৬০-৬৯
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতা যীশু	৭০-৮২
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মার অবতরণ	৮৩-৯০
দশম অধ্যায়	খ্রিষ্টমণ্ডলী	৯১-৯৯
একাদশ অধ্যায়	পাপস্বীকার , খ্রিষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ	১০০-১১০
দ্বাদশ অধ্যায়	বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম	১১১-১১৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল	১১৯-১৩২
চতুর্দশ অধ্যায়	স্বর্গ ও নরক	১৩৩-১৪৩
পঞ্চদশ অধ্যায়	খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র	১৪৪-১৫৬
ষোড়শ অধ্যায়	বন্যা ও খরা	১৫৭-১৬৭
সপ্তদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ	১৬৮-১৭৬

প্রথম অধ্যায়

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিরই এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যেমন, একটি ফলের বীজকে তিনি সৃষ্টি করেছেন যেন এটি থেকে একটি গাছ হয়। গাছটি যেন যথাসময়ে বড় হয়ে ফল দেয়। সেই ফল খেয়ে যেন মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বাঁচতে পারে। ঈশ্বর আমাদের ও একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সেই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানব। এরপর আমরা আমাদের উৎস ও শেষ গন্তব্যস্থলের বিষয়েও জানব। এই পৃথিবীতে আমরা কীভাবে ঈশ্বরের দেখানো পথে চলতে পারি সেই বিষয়েও আলোচনা করব।

আমাদের উৎস

আমাদের উৎস হলেন ঈশ্বর। তাঁর কোনো শুরুও নেই শেষও নেই। তিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল থাকবেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সব জানেন। তিনি সব জায়গায় আছেন। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করার পর, তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু তাঁর মুখের কথায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মধ্যে ঈশ্বর দেহ, মন ও আত্মা দিয়েছেন। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ভালো–মন্দ বেছে নেওয়ার শক্তিও তিনি দিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা আত্মা পেয়েছি। আমাদের আত্মা ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য। ঈশ্বরের আত্মার সাথে আমাদের আত্মার একটা সংযোগ আছে। প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। তখন আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে ও তাঁর ইচ্ছা জানতে পারি। ভালো ও মন্দ বুঝতে পারি। তা জেনে ভালো পথে চলার সিদ্ধান্তও নিয়ে থাকি। ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি। এভাবে আমাদের সঠিক নৈতিক জীবন গড়ে ওঠে।

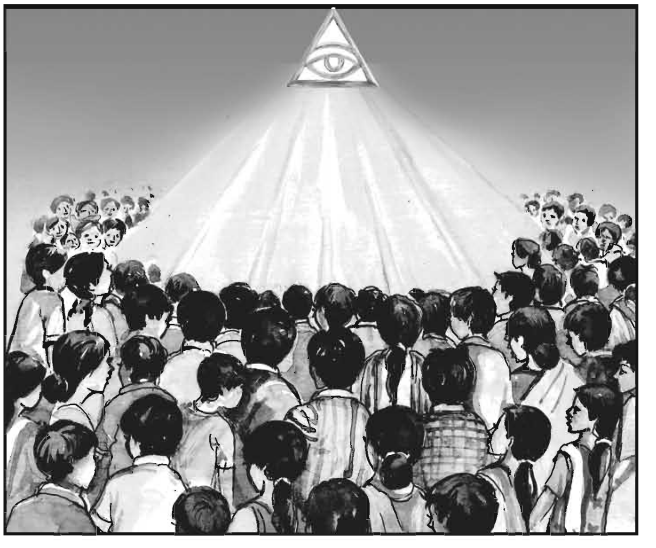

আমাদের উৎস ও গন্তব্য ঈশ্বর

আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল

আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ঈশ্বর। আমরা যে উৎস থেকে এই পৃথিবীতে এসেছি, সেই উৎসের কাছেই আমরা একদিন ফিরে যাব। আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে যাব। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে রেখেছেন তাঁর গৌরবের জন্য। তিনি আমাদের সর্বদা পালন ও রক্ষা করেন।

পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আমরা অনেক আনন্দ করতে পারি। এই সুযোগ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি আমাদের বিভিন্ন রকমের গুণ দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি। পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সেবা কাজ করি। আমাদের নিজ নিজ দেহ, মন ও আত্মার যত্নও নিতে পারি। এভাবে আমরা শেষ গন্তব্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য একদিন আমাদের ডাক আসবে। সেদিন যেন আমরা যোগ্যভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে পারি। অর্থাৎ আমরা যেন এমন একটি পথে চলতে পারি, যে পথ আমাদেরকে আমাদের উৎসের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

ঈশ্বরের দেখানো পথ

আমাদের শেষ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দেখানো পথে চললে আমরা অবশ্যই তাঁর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হব। ঈশ্বরের দেখানো পথ হলেন তাঁরই একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিষ্ট। যীশু নিজেই বলেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" (যোহন ১৪:৬)।

কোন পথে যাব?

যীশুর দেখানো পথ তথা যীশুকে জানতে হলে আমাদের পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে হবে। পুরাতন নিয়মে যীশুর আগমনের বিষয় বলা হয়েছে। আর নতুন নিয়মে যীশুর জীবন, কথা ও কাজ সম্পর্কে লেখা রয়েছে। এখানে রয়েছে পাপ পরিহার করে পবিত্র পথে চলার জন্য ঈশ্বরের বিভিন্ন আজ্ঞা ও নির্দেশ। ঈশ্বরভক্তজনরা কীভাবে তাঁর পথে চলেছেন সেগুলোও এখানে লেখা আছে। এ বিষয়গুলো ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রার্থনাপূর্ণভাবে পাঠ করলে আমরা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে জানতে পারি। এগুলো মেনে চললে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। তাঁর সাথে মিলিত হয়ে আমরা অনন্ত সুখ লাভ করতে পারি।

কী শিখলাম

আমাদের উৎস হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকবেন তিনিই শেষ গন্তব্যস্থল।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি প্রশংসামূলক প্রার্থনা লেখ।

নিচের গানটি একসাথে গাও

এই পথে যেতে যেতে ছন্দবিহীনভাবে পথ খুঁজে খুঁজে মরি হায়।
তবু কেন বারে বারে এই পাপ–অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে মরি হায়।
আমি সত্য, পথ, আমি জীবন।
আমা দিয়ে না আসিলে, যীশু বলেছেন (৩ বার) হবে মরণ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) ঈশ্বর আমাদেরকে একটি ---------- উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন।
(খ) ঈশ্বর ----- ও সব জানেন।
(গ) ঈশ্বর শুধু মুখের কথায় আমাদের ----- করেছেন।
(ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা ----- পেয়েছি।
(ঙ) আমাদের আত্মা ঈশ্বরের মতোই------।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আমাদের উৎস হলেন	ক) ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য।
খ) আমাদের আত্মা	খ) রক্ষা করেন।
গ) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে রেখেছেন	গ) ঈশ্বর।
ঘ) ঈশ্বর আমাদের	ঘ) তাঁর গৌরবের জন্য।
	ঙ) বিভিন্ন গুণ দিয়েছেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল

(ক) মানুষ (খ) ঈশ্বর (গ) স্বর্গ (ঘ) পৃথিবী

৩.২ পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আনন্দ করার সুযোগ আমরা পেয়েছি–

ক) দিয়াবলের কাছ থেকে (খ) শিক্ষকের কাছ থেকে

(গ) বাবা–মার কাছ থেকে (ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে

৩.৩ যীশুকে জানতে হলে আমাদের কী পড়তে হবে?

(ক) বাইবেল (খ) বাংলা বই (গ) ম্যাগাজিন (ঘ) পত্রপত্রিকা

৩.৪ কে আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল থাকবেন?

(ক) মানুষ (খ) দিয়াবল (গ) ঈশ্বর (ঘ) স্বর্গদূত

৩.৫ ঈশ্বর সবশেষে কী সৃষ্টি করলেন?

(ক) গাছপালা (খ) পশুপাখি (গ) আকাশ (ঘ) মানুষ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

(খ) ঈশ্বর কীভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

(গ) ঈশ্বরের দেখানো পথটি কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল সম্পর্কে লেখ।

(খ) ঈশ্বরের দেখানো পথ বলতে কী বুঝ?

(গ) পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা কী বিষয়ে জানতে পারি?

প্রথম অধ্যায়

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ মানুষকে ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

১.২ মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যাবে তা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১.১.১ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

১.১.২ মৃত্যুর পর মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

১.১.৩ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলবে।

এ অধ্যায়টিকে মোট ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ০৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম: মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

পাঠ ১ ঈশ্বরের ----- জীবন গড়ে উঠে।

পৃষ্ঠা ১

শিখনফল

১.১.১ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ

ঈশ্বর ও মানুষের ছবি সম্বলিত চার্ট পেপার, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রয়োজনমতো আসন বিন্যাস করবেন।

পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.আমরা কার কাছ থেকে এসেছি?	ঈশ্বরের কাছ থেকে
২. কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর
৩.বীজ সৃষ্টির উদ্ধেশ্য কী?	একটি গাছ তৈরি করা।
৪. গাছ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?	আমাদের ফল দান করা।

শিক্ষক সংস্করণ

শিক্ষক এবার আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখে দেবেন। এরপর শিক্ষক পাঠটি সহজ সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কী উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?	মহৎ উদ্দেশ্যে
২. ঈশ্বর কোথায় থাকেন ?	সব জায়গায়
৩. ঈশ্বর আমাদের কীভাবে সৃষ্টি করেছেন?	তাঁর প্রতিমূর্তিতে এবং মুখের কথায়
৪. ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কী দিয়েছেন?	দেহ, মন ও আত্মা
৫. ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আর কী দিয়েছেন?	স্বাধীন ইচ্ছা ও ভালো-মন্দ বেছে নেওয়ার শক্তি
৬. কিসের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি?	প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে
৭. আমাদের আত্মা দেখতে কেমন?	ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য
৮. ভালো-মন্দ বুঝার ক্ষমতা পেলে আমরা কী করতে পারি?	ভালো পথে চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারি
৯. কিসের শক্তিতে আমরা ভালো কাজ করতে পারি?	ঈশ্বরের শক্তিতে

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১। ঈশ্বর কি আদিতে ছিলেন?

২। ঈশ্বরের আত্মার সাথে আমাদের আত্মার কী রয়েছে?

৩। আমাদের আত্মা কী রকম?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

ক। শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করবেন এবং আবার পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।
খ। যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে তাদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। শিক্ষার্থীরা ত্রিভুজ এঁকে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের ছবি এবং প্রার্থনারত মানুষের ছবি আঁকবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ।

পাঠ ২ আমাদের শেষ ------- সাহায্য করবে ।

শিখনফল

১.১.২ মৃত্যুর পর মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।

পৃষ্ঠা-২

পিরিয়ড ২

উপকরণ

ঈশ্বরের প্রতিকৃত সম্বলিত ছবি/চার্ট পেপার, পোস্টার পেপার, চক, ডাস্টার ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক । শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সম্ভাষণ জানাবেন । পরে শিক্ষক গতদিনের পড়া থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আর্কষণ করবেন । এরপর তিনি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. প্রাথমিক শিক্ষার শেষ স্তর কী?	পঞ্চম শ্রেণি
২. আমাদের জীবনের শেষ পরিণাম কী? ৩. আমাদের জীবনের উৎস কে?	মৃত্যু ঈশ্বর
৪. মানুষের জীবনের শেষ গন্তব্যস্থল কোথায়?	ঈশ্বরের কাছে

শিক্ষক এবার পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ।

খ । শিক্ষক এবার নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠটি উপস্থাপন করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের উৎস কে?	স্বয়ং ঈশ্বর
২. আমরা কার কাছে ফিরে যাব?	ঈশ্বরের কাছে
৩. ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে রেখেছেন কেন?	তাঁর গৌরবের জন্য
৪. ঈশ্বর আমাদের কী করে থাকেন?	পালন ও রক্ষা করেন
৫. পরিবারের এবং বন্ধুদের সাথে আমরা কী করে থাকি?	আনন্দ করে থাকি ।
৬. আমরা কার জন্য সেবা কাজ করে থাকি?	পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য
৭. ঈশ্বরের দেওয়া বিভিন্ন গুণ দিয়ে আমরা কী করে থাকি?	নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকি
৮. নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে আমরা আর কী করে থাকি?	নিজের দেহ, মন ও আত্মার যত্ন নিয়ে থাকি ।
৯. উপরোক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে আমরা কোথায় এগিয়ে চলছি?	আমাদের শেষ গন্তব্যের দিকে ।
১০. আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল কোথায়?	উৎসের কাছে ফিরে যাওয়া
১১. উৎসের কাছে পৌঁছতে কী সাহায্য করবে?	আমরা যদি যোগ্যভাবে পথ চলি

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হলো কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১। আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল কোথায়?

২। আমরা কার জন্য সেবা কাজ করি?

৩। ঈশ্বরের দেওয়া বিভিন্ন গুণের সাহায্যে আমরা কী করে থাকি?

নিরাময়মূলক

১। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বুঝতে পারেনি তাদের শনাক্ত করবেন এবং আবারও বুঝিয়ে দেবেন।

২। শ্রেণির সবল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দুর্বলদের সাহায্য করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পোস্টার পেপারে শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরের দেওয়া বিভিন্ন গুণগুলো উল্লেখ করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বরের দেখানো পথ

পাঠ ৩ আমাদের শেষ লাভ ------ করতে পারি।

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখণফল

১.১.৩ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ

চার রাস্তার মধ্যস্থলে একজন লোক দাঁড়ানো তার একটি বড় ছবি, পোস্টার পেপার, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। একটি ধর্মীয় গানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

এরপর তিনি পূর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য পূর্ব পাঠ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। এরপর নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.ঈশ্বর কোথায় থাকেন?	সব জায়াগায়
২.তাঁর দেখানো পথ কোনটি?	যীশুর পথ
৩.যীশু কে?	ঈশ্বরের ২য় ব্যক্তি পুত্র ঈশ্বর

এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন ।

শিক্ষক এবার চার রাস্তার সমাহার সম্বলিত ছবিটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?	চার রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে একজন লোক
২. লোকটি কী ভাবছেন?	কোন পথে তিনি অগ্রসর হবেন ।
৩. আমাদের শেষ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য যীশু কয়টি পথ দেখিয়েছেন?	একটি
৪. সেই পথটি কার দেখানো পথ?	যীশুর দেখানো পথ
৫. যীশু কে?	ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র
৬. যীশু এই বিষয়ে কী বলেছেন?	আমিই পথ, আমিই সত্য ও আমিই জীবন
৭. কাকে ছাড়া পিতার কাছে যাওয়া সম্ভব না?	যীশুকে
৮. যীশুকে জানার জন্য আমাদের কী করতে হবে?	বাইবেল পাঠ করতে হবে ।
৯. যীশুর আগমনের কথা কোথায় বলা হয়েছে?	পুরাতন নিয়মে
১০. নতুন নিয়মে কিসের কথা বলা হয়েছে?	যীশুর জীবন, কথা ও কাজ সম্পর্কে
১১. নতুন নিয়মে আর কিসের কথা বলা হয়েছে?	পাপ পরিহার ও ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নির্দেশের কথা বলা হয়েছে ।
১২. ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে কীভাবে জানতে পারি?	ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রার্থনাপূর্ণভাবে যদি বিষয়গুলো পাঠ করি ।
১৩. ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে জেনে কী করতে হবে?	বিশ্বস্তভাবে তা মেনে চলতে হবে ।
১৪. অনন্ত সুখ লাভ করার জন্য কার সাথে মিলিত হব?	যীশুর সাথে

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে কি না তা জানার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন?

১। ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ কয়টি?
২। ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ কোন্‌টি?
৩। যীশুর দেখানো পথ সম্পর্কে জানতে হলে কী করতে হবে?
৪। ঈশ্বর ভক্তজনরা কীভাবে তাঁর পথে চলেছেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পাঠটি বুঝতে পারেনি শিক্ষক তাদের শনাক্ত করে আবারও সহজ সরল ভাষায় পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

একটি পান পাত্র ও রুটি অঙ্কন করে নিচে "আমিই সত্য, পথ ও জীবন।" কথাটি বড় করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

আমরা আগেই জেনেছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও নিরাকার। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নিরাকার হলেও সবস্থানে একই সময়ে উপস্থিত আছেন। তিনি সবকিছু করতে পারেন। তিনি এত শক্তিশালী ও তাঁর এত গুণ যে সারা জীবন জানার চেষ্টা করেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না। এখানে আমরা ঈশ্বরের তিনটি বিশেষ গুণ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানব যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও পবিত্র।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর সকল শক্তির উৎস। তিনি অনন্ত ও অসীম। তিনি প্রথম ও শেষ। তিনি এত শক্তিশালী যে একই সাথে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বরের সবচাইতে বড় বিশেষ শক্তি হলো তাঁর ভালবাসা। ভালোবাসার কারণেই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিজের মতো করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু দেখাশুনা ও যত্ন করার জন্য তিনি মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও মানুষের মাঝে বাস করার জন্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ঈশ্বর দয়ালু

দয়া হলো একটি মহৎ গুণ। এটি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ। দয়াকে অন্য কথায় অনুগ্রহ বলা হয়। দয়া অর্থ অন্যের দুঃখ দেখে কিছু করার অনুভূতি। দয়া দিয়ে আবার দানশীলতাও বোঝায়। ঈশ্বর দয়ালু। তাঁর দয়া অসীম। ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি দয়া করে অর্থাৎ ভালোবেসে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। সবসময় বিপদ–আপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো দোষ করে ক্ষমা চাইলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন। যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর অসীম দয়ার কথা জানতে পারি। যীশু আমাদের কাছে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পিতার ঘটনার মাধ্যমে পিতার ক্ষমা ও দয়ার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। সেখানে আমরা দেখেছি, সন্তানরা দোষ করলেও পিতা ক্ষমা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত । পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখেছি ছোট ছেলে যখন ফিরে এসেছিল তখন পিতা তাকে নতুন জামা, জুতা ও আংটি দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। তার জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে আনন্দ উৎসব করেছেন। আমরা সব সময় ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছু চাই। আমরা তাঁর কাছে ভালো পড়াশুনা করার জ্ঞানবুদ্ধি চাই,

ভালো মানুষ হওয়ার শক্তি চাই, পাপের ক্ষমা চাই। প্রতিদিনই আমরা এ রকম আরও কত কিছুই না ঈশ্বরের কাছে চাই। তিনি হলেন মঙ্গলময়। তিনি দেখেন আমাদের জন্য কী কী দরকার। আমাদের যা যা দরকার তা তিনি আমাদের দেন। এমন কত কিছু আছে, যেগুলো আমরা তাঁর কাছে চাই না। তবুও তিনি সেগুলো আমাদের দেন। কারণ তিনি অসীমরূপে দয়ালু।

ঈশ্বর পবিত্র

পবিত্র অর্থ পুণ্য, বিশুদ্ধ, খাঁটি, নিষ্পাপ ও নির্মল। ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। আমরা জানি যা–কিছু খাঁটি নয় তা বেশিদিন টিকে থাকে না; তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ঈশ্বর সম্পূর্ণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ বলে তিনি অমর। তাঁর কোনো বিনাশ নাই। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, তাই তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরকাল থাকবেন।

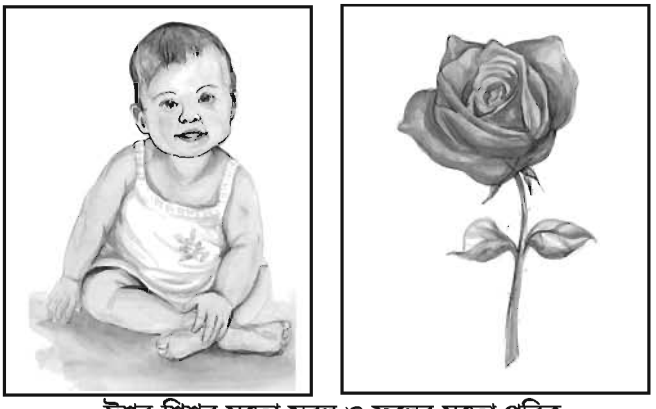

ঈশ্বর শিশুর মতো সরল ও ফুলের মতো পবিত্র

ঈশ্বরের মতো পবিত্র ও দয়ালু হওয়া

প্রভু যীশু আমাদের বলেন, "তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র" (মথি ৫:৪৮)। আমাদের পবিত্র হতে হবে কারণ আমরা তাঁর কাছ থেকে এসেছি। মৃত্যুর পর আমরা আবার তাঁর কাছে যেতে চাই। যদি মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা তাঁর সাথে এক হতে পারে তবে আমরা চিরকাল সুখে বাস করতে পারব। সেজন্য যীশু আমাদের পবিত্র হতে বলেন। পৃথিবীতে থাকাকালেই আমাদের সেই পবিত্রতা লাভের চেষ্টা করতে হবে। যীশু এসে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আমরা যদি যীশুর মতো জীবন যাপন করি তবে আমরা পবিত্র হতে পারি। যীশু বলেছেন, শিশুর মতো সরল, নম্র ও পবিত্র মানুষেরাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের পবিত্রতা রয়েছে। যীশু বলেছেন, শিশুর মতো সরল, নম্র ও পবিত্র মানুষেরাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের পবিত্রতা রয়েছে।

দয়ালু ও পবিত্র হওয়ার কয়েকটি উপায়

নির্মল শিশুদের প্রতি যীশুর দয়া ও ভালোবাসা

(১)প্রতি রবিবার (নিয়মিত) খ্রিস্টযাগ (প্রভুর ভোজ) বা প্রার্থনা সভায় যোগদান করা।

(২) গির্জা কাছে থাকলে প্রতিদিনই খ্রিস্টযাগে (উপাসনায়) যোগদান করা।

(৩) প্রতি মাসে অন্তত একবার পাপ স্বীকার করা।

(৪) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকা।

(৫) প্রতিদিন একটু একটু করে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে চলা।

(৬) প্রতি সন্ধ্যায় পবিত্র জপমালা বা সান্ধ্য প্রার্থনা করা।

(৭) যথাসাধ্য দয়া ও সেবার কাজ করা।

কী শিখলাম

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও পবিত্র। তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা তাঁর মতো দয়ালু ও পবিত্র হতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে কী কী দয়া পাচ্ছ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২। প্রত্যেকে সপ্তাহে কমপক্ষে ৩টি দয়ার কাজ কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) ঈশ্বর নিরাকার হলেও সব স্থানে----- আছেন।

(খ) আমরা দয়ার মধ্য দিয়ে ----- প্রকাশ করি।

(গ) ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আমরা ------ পারি না।

(ঘ) সকল পবিত্রতার উৎস হলেন------।

(ঙ) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে ------ থাকা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) দয়া হলো	ক) তিনি অমর।
খ) ঈশ্বর দয়ালু ও	খ) তিনি সকল পবিত্রতার উৎস।
গ) ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র	গ) একবার পাপ স্বীকার করা।
ঘ) ঈশ্বর সম্পূর্ণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ বলে	ঘ) পবিত্র।
ঙ) প্রতি মাসে অন্তত	ঙ) ভালবাসার প্রকাশ।
	চ) সেবা কাজ করা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। প্রতি সন্ধ্যায় কোন প্রার্থনা করা দরকার?

(ক) নভেনা (খ) জপমালা (গ) খ্রিষ্টযাগ (ঘ) দূত সংবাদ

৩.২ কোন কাজ যথাসাধ্য পরিমাণে করতে হবে?

(ক) দয়া ও ভালোবাসা (খ) ভালোবাসা ও সেবা

(গ) দয়া ও সেবা (ঘ) পবিত্রতা ও ভালোবাসা

৩.৩ কে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র?

(ক) স্বর্গনিবাসী পিতা (খ) ধার্মিক মানুষ (গ) স্বর্গদূত (ঘ) সাধুব্যক্তি

৩.৪ কোন বিষয়টি চিরস্থায়ী?

(ক) যা অসত্য (খ) যা সত্য (গ) যা খাঁটি (ঘ) যা খাঁটি নয়

৩.৫ কোন শিক্ষা অনুসারে আমাদের চলা উচিত?

(ক) বাইবেলের (খ) জপমালার (গ) খ্রিষ্টযাগের (ঘ) প্রার্থনার

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কীভাবে চললে আমরা পবিত্র হতে পারি?

(খ) যীশু আমাদের কেমন হতে বলেন?

(গ) মৃত্যুর পর আমরা কার কাছে যেতে চাই?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) দয়ালু ও পবিত্র হওয়ার পাচটি উপায় লেখ।

(খ) ঈশ্বরের দেখানো পথটি সম্পর্কে লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্মের বর্ণনা দিতে পারবে।
২.২ ঈশ্বরের পবিত্রতা দয়া ও অসীমতার কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বরের সবকিছু করার শক্তি আছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.২ ঈশ্বরের অপরিমেয় দয়ার কথা বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.৩ ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.৪ ঈশ্বরের মতো দয়ালু ও পবিত্র হবে।
এ অধ্যায়টিকে মোট ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও ঈশ্বর দয়ালু

পাঠ ১ আমরা আগেই জেনেছি ----- অসীম রূপে দয়ালু।

পৃষ্ঠা ৫-৬

শিখনফল

২.১.১ ঈশ্বরের সবকিছু করার শক্তি আছে তা বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.২ ঈশ্বরের অপরিমেয় দয়ার কথা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

সৃষ্টির দৃশ্য, দয়ালু পিতা ও অনুতাপী পুত্রের ছবি, চক, ডাস্টার নির্দেশিকা ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। আসন বিন্যাস করবেন এবং পূর্বের পাঠের পুনরালোচনা করবেন। এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কে সবকিছু করতে পারেন?	ঈশ্বর
২. যিনি সব জানেন ও করতে পারেন তাকে কী বলা হয়?	সর্বশক্তিমান
৩. সকল শক্তির উৎস কে?	ঈশ্বর
৪. তাঁর গুণগুলো কী কী?	সর্বশক্তিমান, দয়ালু, পবিত্র, অসীম ইত্যাদি
৫. ঈশ্বরের সব চাইতে বিশেষ শক্তি কী?	ভালোবাসা

শিক্ষক এবার পাঠ ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখে দেবেন। এরপর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুটি সুন্দর ও সহজ ভাষায় বর্ণনা করবেন। পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয়বস্তু পড়ে শোনাবেন। এবার তাদেরকে নিম্নের কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কী কারণে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?	ভালোবাসার কারণে
২. কাদের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা?	আমাদের প্রতি
৩. দয়াকে অন্য কথায় কী বলে?	'অনুগ্রহ'
৪. ঈশ্বরের দয়া কেমন?	আমরা দোষ করে ক্ষমা চাইলে তিনি আমাদের ক্ষমা করেন
৫. ক্ষমাশীল ও দয়ালু পিতার ঘটনা কে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন?	যীশু
৬. ছোট ছেলে ফিরে এলে তাকে কীভাবে বরণ করে নেয়া হয়?	নতুন জামা, জুতা ও আংটি দিয়ে।
৭. তার জন্য কী করে আনন্দ উৎসব করা হয়েছে?	ভোজের ব্যবস্থা করে।
৮. ঈশ্বর আমাদের জন্য কী কী দিয়ে থাকেন?	প্রয়োজনীয় সবকিছু।
৯. অসীমরূপে দয়ালু কে?	ঈশ্বর।

এরপর শিক্ষক বাস্তব উপকরণের সাহায্যে পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিবেন শিক্ষার্থীরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কি না।

১.কী কারণে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

২.'দয়া একটি কী?

৩.যিনি সব জানেন, দেখেন ও করতে পারেন তাকে কী বলা হয়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

ক। শিক্ষক যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি তাদের জন্য পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

খ। পাঠটি বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

গ। ক্লাসের পর তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

ঘ। অমোনযোগী শিক্ষার্থীদের প্রতি সবসময় খেয়াল রাখবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। শিক্ষার্থীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কী কী দয়া পাচ্ছে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বর পবিত্র, তাঁর মতো পবিত্র ও দয়ালু হওয়া

পাঠ ২ পবিত্র অর্থ --------- সেবার কাজ করা।

পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল

২.১.৩ ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

২.১.৪ ঈশ্বরের মতো দয়ালু ও পবিত্র হবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

একটি শিশুর ছবি, জীবন্তফুল (গোলাপ), পাঠ্যপুস্তক, চক ডাস্টার ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক । শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে কুশল বিনিময় করবেন ।
খ । পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পরিকল্পিত কাজ যাচাই করে দেখবেন ।
এরপর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের অন্তরে কে বাস করেন?	ঈশ্বর
২. আমাদের অন্তরটা কেমন রাখতে হবে?	সুন্দর ও পবিত্র
৩. ঈশ্বর সম্পূর্ণ কী?	পবিত্র

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বিষয়বস্তু বোর্ডে লিখে দেবেন-"ঈশ্বর পবিত্র, তাঁর মতো পবিত্র ও দয়ালু হওয়া ।"
গ । এবার উপকরণের ছবিগুলো টানিয়ে দিয়ে তা ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন । শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার পর পাঠের অংশ পড়ে শোনাবেন এবং সহজ ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করবেন । নিচের প্রশ্ন অনুসরণ করে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আবার তার উত্তর দিয়ে দিয়ে তাদের জানার জন্য আগ্রহী করে তুলবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১."পবিত্র" অর্থ কী?	পুণ্য, বিশুদ্ধ, খাঁটি, নিষ্পাপ ও নির্মল
২. সকল পবিত্রতার উৎস কে?	ঈশ্বর
৩. (গোলাপের ফুল দেখিয়ে) এই ফুলটি কেমন?	পবিত্র
৪. প্রভু যীশু আমাদের কার মতো পবিত্র হতে বলেছেন? ৫. আমাদের কেন পবিত্র হতে হবে?	স্বর্গনিবাসী পিতার মতো কারণ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি ।
৬. মৃত্যুর পর আমরা আবার কার কাছে ফিরে যাব?	ঈশ্বরের কাছে
৭. আমরা কীভাবে চিরকাল সুখে বাস করতে পারব?	আমাদের আত্মা যদি ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারে
৮. কোথা থেকে আমাদের পবিত্রতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে?	এই পৃথিবীতে থেকেই
৯. আমরা কী করলে পবিত্র হতে পারব? ১০. কেমন মানুষেরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে?	যদি যীশুর মতো জীবন যাপন করি । যারা শিশুর মতো সরল, নম্র ও পবিত্র ।

মূল্যায়ন

নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক জেনে নিবেন শিক্ষার্থীরা পাঠটি উত্তমরূপে বুঝতে পারল কি না ।

১.'পবিত্র অর্থ কী?
২.প্রভু যীশু আমাদের কার মতো পবিত্র হবেলেছেন?
৩.আমরা কী করলে পবিত্র হতে পারব?
৪.স্বর্গরাজ্যে কেমন মানুষেরা প্রবেশ করতে পারবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

ক। শ্রেণিতে যারা দুর্বল পাঠ্য বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে পারেনি তাদের শিক্ষক পুনরায় বুঝিয়ে দেবেন।
খ। শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অপারগ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।
গ। অমনোযোগী শিক্ষার্থীর পিতামাতর সাথে আলাপ করে কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। একজন শিশুর ছবি এঁকে তার বিভিন্ন গুণাবলি চিহ্নিত করবে।
২। পরবর্তী ক্লাসে দয়ার কাজ সম্বন্ধে সহভাগিতা করবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পবিত্র আত্মা

আগে আমরা জেনেছি যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তিন ব্যক্তি। তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা আগে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। এবার আমরা পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে জানব।

পবিত্র আত্মা

পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা। প্রবক্তা এজেকিয়েলের (যিহিস্কেলের) কথা অনুসারে, ঈশ্বর মানুষের কঠিন অন্তরের পরিবর্তে পবিত্র আত্মাকে দান করেন। সেই আত্মাকে পেয়ে মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলার অনুপ্রেরণা পায়। পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হওয়ার জন্য মারীয়ার গর্ভে এসেছিলেন।

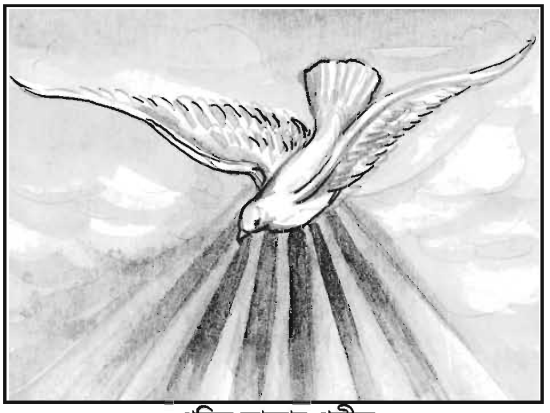

পবিত্র আত্মার প্রতীক

দীক্ষাগুরু যোহন বলেছিলেন যে, যীশু এসে মানুষকে পবিত্র আত্মা ও আগুন দ্বারা দীক্ষাস্নাত করবেন। যীশু নিজেই একদিন দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে এসে দীক্ষাস্নাত হলেন। তখন পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে তাঁর উপর নেমে এসেছিলেন। প্রভু যীশু ঐশরাজ্যের বাণী প্রচার কাজ শুরু করেছেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। তিনি বলেন, "প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা, প্রভুই আমাকে অভিষিক্ত করেছেন" (লূক ৪:১৮)। যীশু স্বর্গারোহণের আগে শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দিবেন। শিষ্যদের তিনি আরও বলেছিলেন, তাঁরা যেন সেই সহায়ককে না পাওয়া পর্যন্ত ঐ শহরেই থাকেন। প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিলেন। তিনিই সেই সহায়ক। তিনি পিতা ও পুত্রের আত্মা। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পিতা ও পুত্র উপস্থিত আছেন। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে পাই। তিনি সহায়ক হয়ে সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন।

পবিত্র আত্মার কাজ

খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো মানুষের একটি দেহের মতো। এর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গো পবিত্র আত্মা প্রাণশক্তি দান করেন। তাঁর শক্তিতে পুরো মণ্ডলী পরিচালিত হয়। প্রেরিতশিষ্যদের প্রভু

যীশু বাণী প্রচারকাজে প্রেরণ করার সময় পবিত্র আত্মাকে দান করেছেন। সেই সময় থেকেই প্রেরিতগণ পবিত্র আত্মার শক্তিতে বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। এখনও মণ্ডলীর সব মানুষ পবিত্র আত্মারই শক্তিতে প্রেরণকাজ করেন। দীক্ষাস্নাত সকল খ্রিস্টভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের দেহ হলো পবিত্র আত্মার মন্দির। আমরা প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার শক্তিতে। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীতে একতা বজায় রাখেন। আমরা পাপের ক্ষমা পাই পবিত্র আত্মারই শক্তিতে। ক্ষমা পেয়ে আমরা আবার ঈশ্বরের পবিত্রতা লাভ করি। তিনি আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন ও স্বাধীনতায় বেড়ে উঠতে শক্তি দেন। দীক্ষাস্নানের সময় আমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি। তাঁর কাছ থেকে আমরা সাতটি দান লাভ করি। তাঁর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে থাকি।

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলা

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ হলো তাঁর দানগুলোর শক্তিতে জীবনযাপন করা। আমরা পবিত্র আত্মার সাতটি দান পেয়ে থাকি। সেগুলো হলো: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, ঈশ্বরভীতি, ধর্মানুরাগ ও জ্ঞান। যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে তাদের মধ্যে এই ফলগুলো দেখা যায়: ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম, ধৈর্য, বিশুদ্ধতা ও মৃদুতা। কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে না তাদের মধ্যে দেখা যায়: যৌন অনাচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি ইত্যাদি। যারা একতা বজায় রাখে তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে চলে। কিন্তু যারা দলাদলি ও ঝগড়াবিবাদ করে তারা মন্দ আত্মার শক্তিতে চলে।

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার জন্য আমরা নিম্নলিখিতভাবে চেষ্টা করতে পারি

১। পবিত্র আত্মার সাথে বন্ধুত্ব করব অর্থাৎ অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি সবসময় উপলব্ধি করব।

২। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে সারা দিন মন্দতা পরিহার করে চলা ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার কৃপা যাচনা করব।

৩। সব কাজের আগে, বিশেষত পড়াশুনার আগে, পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচনা করে বিশেষ প্রার্থনা করব। আবার পড়াশুনার শেষে পবিত্র আত্মাকে ধন্যবাদ জানাব।

৪। প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে সারা দিনে পবিত্র আত্মাকে তাঁর পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জানাব।

৫। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ ধ্যানপূর্ণভাবে পাঠ করব।

৬। গুরুজনদের পরামর্শ ও উপদেশ মেনে চলব।

৭। অন্য বন্ধুদেরকেও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার পরামর্শ দিব।

পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনারত

কী শিখলাম

পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা। তিনি আমাদের সহায়ক। তিনি আমাদের বিভিন্ন দান ও ফল দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। মানুষ কী কীভাবে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২। নিচের প্রার্থনাটি মুখস্থ কর

হে পবিত্র আত্মা তুমি এসো, আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ কর, তোমার প্রেমাগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত কর, তোমার আত্মার প্রেরণায় বিশ্বের সৃষ্টি নতুন হয়ে উঠুক এবং সমস্ত পৃথিবী নবরূপ ধারণ করুক।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) পবিত্র আত্মা হলেন--------।

(খ) পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ------ ও পুত্র উপস্থিত আছেন।

(গ) দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ---- পাই।

(ঘ) খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো মানুষের ------- মতো।

(ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীতে ------- বজায় রাখেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ঈশ্বর মানুষের কঠিন অন্তরের পরিবর্তে	ক) পবিত্র আত্মাকে পাই।
খ) যীশু দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে এসে	খ) উপলব্ধি করব।
গ) দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা	গ) পবিত্র আত্মাকে দান করেন।
ঘ) গুরুজনদের পরামর্শ ও উপদেশ	ঘ) দীক্ষাস্নাত হলেন।
ঙ) পবিত্র আত্মার সাথে	ঙ) মেনে চলব।
	চ) বন্ধুত্ব করব।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। কার শক্তিতে আমরা পাপের ক্ষমা পাই?

(ক) ত্রিত্বের (খ) পিতার (গ) পুত্রের (ঘ) পবিত্র আত্মার

৩.২ পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কী শক্তি দান করেন?

(ক) প্রাণশক্তি (খ) জীবনীশক্তি (গ) সৃজনীশক্তি (ঘ) প্রেমশক্তি

৩.৩ আমরা পবিত্র আত্মার কয়টি দান পেয়ে থাকি?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

৩.৪ পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে কয়টি ফল লাভ করা যায়?

(ক) ১২টি (খ) ১০টি (গ) ৮টি (ঘ) ৬টি

৩.৫ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কী পেয়ে থাকি?

(ক) কৃপা (খ) আশীর্বাদ (গ) ক্ষমা (ঘ) শক্তি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ কী?

(খ) যারা দলাদলি ও ঝগড়া বিবাদ করে তারা কিসের শক্তিতে চলে?

(গ) আমাদের বন্ধুদের কী পরামর্শ দিব?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র আত্মার সাতটি দান কী কী তা লেখ।

(খ) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার জন্য তুমি কীভাবে চেষ্টা করবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পবিত্র আত্মা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ তিন ব্যক্তির তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ পবিত্রাত্মা কে তা বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১.২ পবিত্রাত্মার কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১.৩ পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলবে।

এ অধ্যায়টিকে মোট ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম: পবিত্র আত্মা

পাঠ ১ আমরা জেনেছি যে--------- আমাদের সাথে রয়েছেন।

পৃষ্ঠা ৯

শিখনফল

৩.১.১ পবিত্রাত্মাকে তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ : পবিত্র আত্মার ছবি, চক, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। প্রয়োজনে আসন বিন্যাস করবেন।

খ। পূর্বজ্ঞান যাচাই করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণার্থে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. এক ঈশ্বরের কয় ব্যক্তি?	তিন ব্যক্তি
২. তৃতীয় ব্যক্তি কে?	পবিত্র আত্মা
৩. পবিত্র আত্মা দেখতে কিসের মতো?	কবুতরের মতো

এবার শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করে বোর্ডে শিরোনামটি লিখে দেবেন।

গ। কিছু কঠিন শব্দ বোর্ডে লিখে অর্থ ব্যাখ্যা করবেন। যেমন-আত্মা, আজ্ঞা, আগুন দীক্ষাস্নাত, অভিষিক্ত, স্বর্গারোহণ, সহায়ক ইত্যাদি।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পবিত্র আত্মা কার আত্মা?	ঈশ্বরের আত্মা
২. কোন প্রবক্তা পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে বলেন?	প্রবক্তা এজেকিয়েল
৩. ঈশ্বর মানুষের কেমন অন্তরের পরিবর্তে পবিত্র আত্মাকে দান করেন?	কঠিন অন্তরের পরিবর্তে

৪. পবিত্র আত্মাকে পেয়ে মানুষ কী করার অনুপ্রেরণা পায়?	ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলার
৫. পবিত্র আত্মার শক্তিতে কে মানুষ হওয়ার জন্য	
মারীয়ার গর্ভে এসেছিলেন?	পুত্র ঈশ্বর
৬. দীক্ষাগুরু যোহন 'যীশু' সম্বন্ধে কী বলেছিলেন?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।
৭. পবিত্র আত্মা কিসের আকারে যীশুর উপর নেমে এসেছিলেন?	কবুতরের আকারে
৮. প্রভু যীশু বাণী প্রচার কাজ শুরু করেছেন কার শক্তিতে?	পবিত্র আত্মার
৯. যীশু স্বর্গারোহণের আগে শিষ্যদের কী বলেছিলেন?	একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দেবেন।
১০. সহায়ক কে?	স্বয়ং পবিত্র আত্মা
১১. পবিত্র আত্মার মধ্যে আর কে কে উপস্থিত আছেন?	পিতা ও পুত্র ঈশ্বর
১২. আমরা কিসের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে পাই?	দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাই করবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

১। ঈশ্বরের আত্মা কে?
২। পবিত্র আত্মার মধ্যে কে কে উপস্থিত আছেন?
৩। আমরা কিসের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মাকে পাই?
৪। পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি কে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

ক। শিক্ষক পুনরায় পাঠটি ব্যাখ্যা করবেন।
খ। দুর্বল শিক্ষার্থীদের কাছে ডেকে পাঠ্যপুস্তক এর বিষয়গুলো দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেবেন।
গ। অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন অভিভাবকদের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে পবিত্র আত্মার যেকোনো একটি গান করবেন, যেন পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে তারা তা গাইতে পারে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র আত্মার কাজ

পাঠ ২ খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো------ কৃপা পেয়ে থাকি।

পৃষ্ঠা ৯-১০

শিখনফল

৩.১.২ পবিত্রাত্মার কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

একটি উপাসনালয়ের ছবি, মানবদেহের পোস্টার, পাঠ্যপুস্তক, চক ডাস্টার নির্দেশিকা ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং আসন বিন্যাস করবেন।

খ। পবিত্র আত্মার কাছে একটি গান করে পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

এরপর পূর্বজ্ঞান যাচাই পূর্বক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের জীবনের সহায়ক কে?	পবিত্র আত্মা
২. আমাদের ন্যায় অন্যায় বিচার করার শক্তি কে দান করেন?	পরিত্র আত্মা
৩. আমাদের পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে অনুপ্রেরণা দান করা কার কাজ?	পবিত্র আত্মার কাজ

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং তা বোর্ডে লিখে দেবেন।

গ। শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. খ্রিষ্টম-লী হলো মানুষের কিসের মতো?	একটি দেহের মতো।
২. খ্রিষ্টম-লীতে পবিত্র আত্মার কাজ কী?	এর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণশক্তি দান করেন।
৩. কার শক্তিতে মণ্ডলী পরিচালিত হয়?	পবিত্র আত্মার শক্তিতে পুরো মণ্ডলী পরিচালিত হয়।
৪. প্রভু যীশু কখন প্রেরিত শিষ্যদের মাঝে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন?	বাণী প্রচার কাজে প্রেরণ করার সময়
৫.'প্রেরিতগণ বলতে কী বোঝায়? ৬. পবিত্র আত্মার মন্দির কোনটি?	প্রেরিত শিষ্যগণ আমাদের প্রত্যেকের দেহ
৭. পবিত্র আত্মা কোথায় বাস করেন?	দীক্ষাস্নাত সকল খ্রিষ্টভক্তের অন্তরে
৮. আমরা প্রার্থনা করি কার শক্তিতে?	পরিত্র আত্মার শক্তিতে
৯. মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার কাজ কী?	মণ্ডলীতে একতা বজায় রাখা।
১০. আমাদের পাপময় অবস্থায় কে সাহায্য করেন, কীভাবে? স্বাধীনতায়	পবিত্র আত্মা ক্ষমা পেতে সাহায্য করেন ও বেড়ে উঠতে শক্তি দেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হবে কি না তা শিক্ষক তা যাচাই করবেন।

ক। উপাসনালয়ের ছবি ও মানবদেহের পোস্টার দেখে শিক্ষার্থীরা পবিত্র আত্মার কাজ সম্বন্ধে একজন একজন করে সহভাগিতা করবে।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

ক। প্রয়োজন হলে পাঠটি আবার বুঝিয়ে দেবেন।

খ। কঠিন বিষয়গুলো আবার সহজভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পোস্টার পেপারের মাধ্যমে সাতটি ফুলের পাপড়ি তৈরি করে তাতে পবিত্র আত্মার সাতটি দান

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলা

পাঠ ৩ পবিত্র আত্মার ------- চলার পরামর্শ দিব ।

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল

৩.১.৪ পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলবে ।

উপকরণ

পোস্টার পেপারে লিখিত ৭টি দান, একটি গাছের চিত্র-তাতে ১২টি ফল, পাঠ্যপুস্তক, চক ডাস্টার, নির্দেশিকা ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও দুই একটা নিত্যদিনের প্রশ্ন করে পূর্বদিনের ক্লাসের দলীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না তা জেনে শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই পূর্বক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমরা পবিত্র আত্মার কয়টি দান পেয়ে থাকি?	৭টি দান
২. এই দানগুলো আমাদের জীবনে কী বয়ে আনে?	ঈশ্বরের কৃপা
৩. আমরা তাহলে কার প্রেরণায় চলব?	পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ।

এবারে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন ।
এরপর উপকরণের সাহায্যে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ কী?	তাঁর দানগুলোর শক্তিতে জীবন-যাপন করা
২. পবিত্র আত্মার দানগুলো কী কী?	শিক্ষার্থীরা ফুলের পাঁপড়িতে লেখাগুলো পড়বে ।
৩. যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে তাদের মধ্যে কী দেখা যায়?	পবিত্র আত্মার ১২টি ফল ।
৪. পবিত্র আত্মার ১২টি ফল কী কী?	শিক্ষার্থীরা গাছের চিত্র দেখে দেখে বলবে ।
৫. যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে না তাদের মধ্যে কী দেখা যায়?	শিক্ষার্থীদের উত্তর অবহেলা, মন্দতা ইত্যাদি ।
৬. একতা বজায় রাখার অর্থ কী?	পবিত্র আত্মার শক্তিতে চলা ।
৭. কারা মন্দ আত্মার শক্তিতে চলে?	যারা দলাদলি ঝগড়া বিবাদ করে
৮. পবিত্র আত্মার সাথে বন্ধুত্ব করার মানে কী?	পবিত্র আত্মার উপস্থিতি সবমসময় উপলব্ধি করা ।
৯. আমরা সারাদিন কীভাবে ভালো থাকতে পারি?	মন্দতা পরিহার করে সুন্দর চিন্তা করলে
১০. সব কাজের আগে ও পড়াশুনার আগে কার সহায়তা চাইব?	একমাত্র পবিত্র আত্মার ।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমত বুঝতো পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেবেন ।
শিক্ষার্থীরা পাঠটি ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করবে ।

শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষার্থীরা বোর্ডে এসে তা পূরণ করবে। শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন।

ক। পবিত্র আত্মার ৭টি দান-প্রজ্ঞা,----------, ----------, মনোবল, জ্ঞান,

----------,---------- ।

খ। পবিত্র আত্মার ১২টি ফল-ভালোবাসা,----------,----------, ----------,

সহৃদয়তা,----------, বিশ্বস্ততা,----------,

---------, ধৈর্য, বিশুদ্ধতা,---------- ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

ক। যেসব শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে শিক্ষক তাদের তিরস্কার বা শাস্তি দিবেন না।

খ। পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

গ। ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করবেন।

ঘ। অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনাটি মুখস্থ করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আদি পিতামাতা

আমরা স্বর্গদূতদের পতন ও শাস্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি যে, তারা পতিত হওয়ার পর শয়তান হয়েছে। এর আগে তারা ভালো স্বর্গদূত ছিল। কিন্তু তাদের পতন ও শাস্তি হয়েছে তাদেরই অহংকারের কারণে। ঈশ্বর তাদের স্বর্গ থেকে দূর করে দিলেন। একটি নরক সৃষ্টি করে সেখানে তাঁদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

এদেন বাগানে আদম ও হবা

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের আদি পিতামাতার পতন সম্পর্কে। আমরা দেখব, পাপের ফলে কীভাবে সুখের জীবন ত্যাগ করে তাঁদের আসতে হলো কষ্টের পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আদি পিতা মাতার কী ধরনের কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাও আমরা আলোচনা করব। ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে যে প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের নাম দিয়েছিলেন আদম ও হবা। 'আদম' অর্থ মানুষ এবং 'হবা' অর্থ নারী। তাঁরাই ছিলেন এ পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ও নারী। তাঁদেরকে ঈশ্বর খুব ভালোবাসতেন। সব সৃষ্টিই উত্তম হলেও অন্য সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ছিল সবচেয়ে বেশি উত্তম। কারণ একমাত্র মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পেয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর নিজের কিছু কিছু গুণ দিয়েছেন। কাজেই ঈশ্বর তাঁর এই ভালোবাসার মানুষকে স্বর্গে অত্যন্ত সুখের ও সুন্দর একটা স্থানে রেখেছিলেন। স্থানটির নাম ছিল এদেন বাগান। এখানে তাঁদের জন্য কোনো কিছুরই অভাব ছিল না।

স্বর্গে আদি পিতামাতার সুখের দিনগুলো ছিল নিম্নরূপ

১। সকল সুখের উৎস ঈশ্বরের সাথেই আদি পিতামাতা বাস করছিলেন। ঈশ্বরের সাথে তাঁরা এক পরিবারের মতো ছিলেন। সেখানে তাঁদের কোনো কিছুর জন্যই চিন্তা করতে হতো না। তাঁদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোন কায়িক পরিশ্রম করতে হতো না। পানীয়েরও কোনো অভাব ছিল না। চাইবার আগেই ঈশ্বর তাঁদের সব কিছু দিয়ে রেখেছিলেন। যখন যে আনন্দ তাঁদের করতে ইচ্ছা হতো, তখনই তাঁরা তা করতে পারতেন।

২। তাঁরা ঈশ্বরের মতোই পবিত্র ছিলেন। কোনো অপবিত্রতা বা কলুষতা তাদের দেহ, মন, আত্মায় ছিল না। সেই কারণে তাদের মনে কোনো অপরাধবোধও ছিল না। এটা তাঁদের অন্তরের সবচেয়ে বড় একটা সুখ।

৩। আদি পিতামাতার কোন অসুখবিসুখ বা মৃত্যু ছিল না। কাজেই রোগবালাই নিরাময়ের জন্য তাঁদের কোনো দুশ্চিন্তাও করতে হতো না। মৃত্যুর জন্য তাঁদের কোনো ভয় হতো না। কারণ তাঁরা চিরজীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। যিনি তাঁদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

৪। স্বর্গীয় উদ্যানে অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য পশুপাখি, জীবজন্তু ছিল। কারও সাথে কোনো ঝগড়াঝাটি ছিল না। সবাই একসাথেই বসবাস করত। বড় জন্তুরা ছোট জন্তুদের আক্রমণ করত না। কারণ তাদেরও খাওয়াদাওয়ার বা নিরাপত্তার কোনো অভাব ছিল না।

৫। ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে দিয়েছিলেন সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব। এর দ্বারা তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সৃষ্টিগুলো দেখাশুনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে এত সুন্দর দায়িত্ব স্বর্গের দূতেরাও পান নি।

৬। ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন। এর দ্বারা নিজের ইচ্ছামতো সব কিছু করতে পারতেন। অন্য কোন সৃষ্টিই এই দানটি পায় নি।

এসব কারণে আমরা বলতে পারি যে আমাদের আদি পিতামাতা সবচেয়ে সুখের স্থানে বসবাস করছিলেন।

মানুষের পাপে পতন

এদেন উদ্যানে অনেক সুমিষ্ট ফলের গাছ ছিল। ঈশ্বর প্রথম মানুষদের শুধু একটি ছাড়া অন্য সব গাছের ফল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই গাছটি ছিল ভালো–মন্দ জ্ঞানের গাছ। ঈশ্বর তাঁদের বলেছিলেন, তাঁরা যেদিন সেই গাছের ফল খাবেন, সেদিনই মরবেন।

কিন্তু শয়তান আমাদের আদি পিতামাতাকে পাপে ফেলার জন্য চেষ্টা করছিল। সে ঈশ্বরের কাজকে ঘৃণা করত। শয়তান ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টি মানুষকে পাপে ফেলার মাধ্যমে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। একদিন সে সাপের বেশ ধরে এসে হবাকে জিজ্ঞেস করল, তাঁরা কেন ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খান না। তিনি বললেন, "ঈশ্বর আমাদের এই ফল খেতে বারণ করেছেন।" শয়তান বলল, "ঈশ্বর তোমাদের এই ফল খেতে নিষেধ করেছেন, কারণ এই ফল খেলে তোমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।" হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ঈশ্বরের সমান হওয়ার প্রলোভনে পড়ে গেলেন। স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তিনি সেই ফল খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ও ফলটি খেলেন এবং আদমকেও দিলেন। আদম তা নিয়ে খেলেন। এই ফল খাওয়ার পর আদম ও হবা বুঝতে পারলেন তাঁরা উলঙ্গ। তাই তাঁরা গাছের লতাপাতা দিয়ে একটি পোশাক তৈরি করে তাঁদের লজ্জা ঢাকলেন।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত আদম ও হবা

ঈশ্বর তখন তাঁদের খোঁজ নেওয়ার জন্য বাগানে এলেন। ঈশ্বরের পায়ের শব্দ পেয়ে তাঁরা লুকিয়ে রইলেন। ঈশ্বর আদমকে নাম ধরে ডাকলেন। তিনি বললেন যে, তাঁরা ভয় পেয়ে লুকিয়ে আছেন। ঈশ্বর তখন বুঝতে পারলেন, তাঁরা একটা অপরাধ করেছেন। তিনি আদমকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁদের যে ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, তাঁরা তা

খেয়েছে কি না। আদম বললেন, হবা তাঁকে সেই ফল দিয়েছেন, তাই তিনি খেয়েছেন। হবাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি এমন কাজ করেছেন। হবা উত্তর দিলেন, সাপ তাঁকে প্রলোভন দেখিয়েছে, তাই তিনি ঐ ফল খেয়েছেন। এতে ঈশ্বর আদম, হবা ও সাপ সবার উপরই ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন।

পাপের শাস্তি

আদম ও হবা জেনেশুনে, নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছেন। ঈশ্বর তাঁদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এই ফল খেলে তাঁরা মরবেন। কাজেই তাঁদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হলো। সাপ আদম ও হবাকে পাপে ফেলেছে বলে ঈশ্বর সাপকেও শাস্তি দিলেন।

সাপের শাস্তি : ঈশ্বর সাপকে বললেন, "তুমি এই কাজ করেছ বলে গৃহপালিত ও বন্য সকল পশুদের মধ্যে তুমি হবে সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত। তুমি বুকে ভর করে চলবে এবং সারা জীবন মাটি খেয়ে জীবনধারণ করবে। আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশ ও নারীর বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব। সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার গোড়ালিতে ছোবল মারবে।"

হবার শাস্তি : হবাকে ঈশ্বর বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা ভীষণভাবে বাড়িয়ে তুলব। তুমি অনেক ব্যথার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে এবং সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।

আদমের শাস্তি : ঈশ্বর তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছো বলে তুমি অভিশপ্ত হয়েছ। সারা জীবন অনেক কষ্টে তুমি খাদ্য উৎপাদন করে জীবনধারণ করবে। তোমার ফসলে নানারকম আগাছা জন্মাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি ফসল ফলাবে। তুমি ধূলি দিয়ে তৈরি, এই ধূলিতেই তোমাকে একদিন ফিরে যেতে হবে।"

আমাদের আদি পিতামাতাকে আগেই ঈশ্বর বলে দিয়েছিলেন ভালোমন্দ জ্ঞানের গাছ থেকে ফল খেলে তাঁদের কী দশা হবে। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তাঁরা ঈশ্বরের কথা ভুলে গেলেন। তাঁদের নিজেদের পাপের কারণেই তাঁরা শাস্তি পেলেন। ঈশ্বর তাঁদের অন্যায়ভাবে কোনো শাস্তি দেন নি। এই শাস্তি তাঁরা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। তাঁরা স্বর্গের এদেন বাগান থেকে বিতাড়িত হলেন।

প্রার্থনা

প্রিয় ঈশ্বর, তুমি পবিত্র। কিন্তু আমি অনেক দুর্বল। তাই আমিও অনেকবার পাপের প্রলোভনে পড়ে যাই ও তোমাকে দুঃখ দিই। আমি আমার সকল পাপের জন্য খুবই দুঃখিত। আমি তোমাকে আর কষ্ট দিব না, তোমাকে আর আঘাত করব না। হে প্রিয় ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া কর।

কী শিখলাম

স্বর্গের এদেন বাগানে আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবা অত্যন্ত সুখে বাস করছিলেন। তাঁদের অবাধ্যতার কারণে তাঁরা সেই সুখের স্থান হারালেন ও শাস্তি পেলেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। এদেন বাগানে আদম ও হবার সুখের জীবনের একটি ছবি আঁক।
২। কীভাবে প্রলোভন জয় করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) আদম অর্থ----------।
(খ) সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ছিল -------- বেশি উত্তম।
(গ) একমাত্র মানুষ ঈশ্বরের ------- পেয়েছে।
(ঘ) ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে----------ইচ্ছা দিয়েছিলেন।
(ঙ) ঈশ্বর আদমকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে ফল খেয়েছ বলে ----- হয়েছ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) মানুষের মধ্যে ঈশ্বর তার নিজের	ক) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পেয়েছে।
খ) একমাত্র মানুষ	খ) ভালোমন্দ জ্ঞানের।
গ) ঈশ্বর আদম ও হবাকে একটি সুখের স্থানে রেখেছিলেন যার নাম হলো	গ) কিছু কিছু গুণ দিয়েছেন।
ঘ) আদম ও হবা	ঘ) এদেন বাগান।
ঙ) ঈশ্বর যে গাছটির ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন সেই গাছটি হলো	ঙ) জ্ঞানবৃক্ষ
	চ) নিজের ইচ্ছায়।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে কেমন ইচ্ছা দিয়েছিলেন

(ক) পরাধীন (খ) স্বাধীন (গ) পরার্থপর (ঘ) স্বার্থপর

৩.২ আদি পিতামাতা কেমন স্থানে ছিলেন?

(ক) দুঃখের (খ) কষ্টের (গ) আনন্দের (ঘ) সুখের

৩.৩ এদেন উদ্যানে কী ধরনের ফলের গাছ ছিল?

(ক) টক (খ) তেতো (গ) সুমিষ্ট (ঘ) নোনতা

৩.৪ আদি পিতামাতাকে কে পাপে ফেলেছে?

(ক) স্বর্গদূত (খ) মানুষ (গ) শয়তান (ঘ) ঈশ্বর

৩.৫ আদম ও হবা কার পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন?

(ক) অন্যদের (খ) বন্ধুদের (গ) প্রিয়জনদের (ঘ) নিজেদের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ঈশ্বরের পায়ের শব্দ পেয়ে আদম হবা লুকিয়েছিল কেন?

(খ) কে হবাকে প্রলোভন দিয়েছিল?

(গ) ঈশ্বর সাপকে কী খেয়ে জীবনধারণ করতে বলেছেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ঈশ্বর আদমকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?

(খ) আদি পিতামাতার সুখের স্থানটি কেমন ছিল?

চতুর্থ অধ্যায়
আদি পিতামাতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.২ এদেন বাগানে আদি পিতামাতার সুখের জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৪.৩ পাপের ফলে এদেন বাগান থেকে আদি পিতামাতার বিতারিত হওয়ার বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ এদেন বাগানে আদম হবার সুখের জীবন বর্ণনা করতে পারবে।

৪.১.২ আদম -হবার পাপে পতিত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবে।

৪.১.৩ এদেন বাগান থেকে আদম-হবার বিতাড়িত হওয়ার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৪.১.৪ আদম-হবার শাস্তির কথা বর্ণনা করতে পারবে।

এ অধ্যায়টি কে মোট ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ০৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : আদি পিতামাতা

পাঠ ১ আমরা স্বর্গদূতদের------- বসবাস করছিলেন।

পৃষ্ঠা ১৩-১৪

শিখনফল

৪.১.১ এদেন বাগানে আদম ও হবার সুখের জীবন বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ

এদেন বাগানে আদম ও হবার ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম মানুষ কারা?	আদম ও হবা
২. আদম ও হবা কে?	আমাদের আদি পিতামাতা

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করে বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় তুলে নেবে। নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন	উত্তর
১. শয়তানের সৃষ্টি হয়েছে কী থেকে?	অহংকারী স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে।
২. ঈশ্বর তাদের শাস্তির জন্য কিসের ব্যবস্থা করলেন?	নরকের
৩. ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে কাদের প্রথম সৃষ্টি করা হলো?	আদম ও হবাকে

৪.'আদম ' অর্থ কী?	মানুষ
৫.'হবা' অর্থ কী?	নারী
৬. সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোন্‌টি?	মানুষ
৭. ঈশ্বর মানুষের মধ্যে কী দিয়েছেন?	তাঁর নিজের কিছু কিছু গুণ
৮.স্বর্গে অত্যন্ত সুখের ও সুন্দর স্থানটির নাম কী?	এদেন বাগান
৯. আদি পিতামাতা কার সাথে বাস করতেন?	সকল সুখের উৎস ঈশ্বরের সাথে
১০. ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে কেমন ইচ্ছা দিয়েছিলেন?	স্বাধীন ইচ্ছা
১১.আদম ও হবার অন্তরের সবচেয়ে বড় সুখ কোন্‌টি?	তাঁরা ঈশ্বরের মতো পবিত্র ছিলেন ।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করবার জন্য শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নেবেন ।

১. ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম মানুষ কারা?
২. ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মানুষ ছাড়াও আর কী কী ছিল?
৩. সকল সুখের উৎস কে?
৪.'আদম' অর্থ কী?

নিরাময়কমূলক ব্যবস্থা

ক । যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে তাদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন ।
খ । পাঠটি পুনরায় পাঠ করবেন ।
গ । দুর্বল শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

পরিকল্পিত কাজ

আদম ও হবার সুখের জীবনের একটি ছবি আঁকবে ।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : মানুষের পাপে পতন

পাঠ ২ এদেন উদ্যানে---------- অসন্তুষ্ট হলেন ।

পৃষ্ঠা ১৪-১৬

শিখনফল

৪.১.২আদম-হবার পাপে পতিত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবে ।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

একটি ফলের গাছের চিত্র, সাপের ছবি, পাতা দিয়ে তৈরি পোশাক, চক, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ক । শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজ খবর নেবন ।
খ । যেকোন একটি গান করে পরিবেশ সৃষ্টি করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. মানুষের পতন কীভাবে হয়?	পাপের ফলে
২. আমাদের আদি পিতামাতা কী ধরনের পাপ করেছিলেন?	অবাধ্যতার পাপ
৩. আমাদের আদি পাপের ক্ষমা কীভাবে পাই?	দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে

এবারে শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখে দেবেন।

গ। শিক্ষক সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আকর্ষণীয়ভাবে পাঠটি উপস্থাপন করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. অনেক সুমিষ্ট ফলের গাছ কোথায় ছিল?	এদেন উদ্যানে
২. ঈশ্বর আদম-হবাকে কোন গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিল?	ভালো-মন্দ জ্ঞানের গাছ।
৩. আদি পিতামাতাকে কে পাপে ফেলার চেষ্টা করেছিল?	শয়তান
৪. শয়তান কী ঘৃণা করত?	ঈশ্বরের কাজকে
৫. শয়তান কেন আদি পিতামাতাকে পাপে ফেলতে চেয়েছিল।	পাপে ফেলার মাধ্যমে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।
৬. সাপের বেশ ধরে কে কার কাছে এসেছিল?	শয়তান হবার কাছে এসেছিল।
৭. শয়তান প্রলোভন দেখিয়ে কী বলেছিল?	এই ফল খেলে তোমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।
৮. হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে কেমন প্রলোভনে পড়লেন?	ঈশ্বরের সমান হওয়ার প্রলোভনে।
৯. আদমকে কে ফল খাওয়ালো?	হবা
১০. এই ফল খাওয়ার পর তারা কী বুঝতে পারলেন?	তাঁরা উলঙ্গ।
১১. তাঁরা কী দিয়ে পোশাক তৈরি করেছিলেন?	গাছের লতাপাতা দিয়ে
১২. ঈশ্বর আদমকে কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?	যে ফল তাঁদের খাওয়া নিষেধ তাঁরা তা খেয়েছে কি না।
১৩. ঈশ্বর কার কার উপর অসন্তুষ্ট হলেন?	আদম, হবা ও সাপের উপর

মূল্যায়ন

শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে।

১। এদেন উদ্যানে কেমন ফলের গাছ ছিল?

২। ফল খাওয়ার ব্যাপারে ঈশ্বরের নির্দেশ কী ছিল?

৩। শয়তান কী ঘৃণা করত?

৪। ঈশ্বর কার কার উপর অসন্তুষ্ট হলেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবস্থা নেবেন।

ক। পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

খ। তারা যা বুঝতে পারে নি তা আবার বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ
আদম-হবার পাপে পতিত হওয়ার ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : পাপের শাস্তি

পাঠ ৩ আদম ও হবা ----------বিতাড়িত হলেন।

পৃষ্ঠা ১৬

শিখনফল
৪.১.৩ এদেন বাগান থেকে আদম-হবার বিতাড়িত হওয়ার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৪.১.৪ আদম-হবার শাস্তির কথা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ : সাপের ছবি, আদম-হবার স্বর্গ হতে বিতাড়িত হওয়ার ছবি, পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
ক। শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কুশল জেনে নেবেন।
খ। পাপ বিষয়ক একটি গান করে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।
এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের মূল বিষয়টি বের করতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.পাপ কী?	ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই পাপ
২.ঈশ্বরের আদেশ কী	অবাধ্য না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা ইত্যাদি।
৩.পাপের ফলে আমরা কী পাই?	শাস্তি।

এবার শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আদম ও হবার কী পাপ ছিল?	অবাধ্যতার পাপ
২. তাঁরা কার পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন?	নিজেদের পাপের জন্য
৩. ঈশ্বর সাপকে কী খেয়ে জীবনধারণ করতে বলেছেন?	মাটি খেয়ে
৪. সাপের সাথে কোন্ বংশের শত্রুতা জন্মালো?	নারীর বংশের
৫. ঈশ্বর হবাকে কী শাস্তি দিলেন?	"আমি তোমার গর্ভবেদনা বাড়িয়ে তুলব। অনেক ব্যথার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে।
৬. আদমের শাস্তি কী ছিল?	সারা জীবন অনেক কষ্টে তুমি ফসল ফলাবে। তুমি ধূলি থেকে তৈরি আবার ধূ লিতেই মিশে যাবে।
৭. শয়তানের প্রলোভনে পড়ে আদম ও হবা কী ভুলে গেলেন?	ঈশ্বরের কথা
৮. তাঁদের শাস্তি কী ছিল?	এদেন বাগান হতে বিতাড়িত হলেন।
৯. পাপ কী?	ঈশ্বরের আদেশ জেনে শুনে না মানাই পাপ
১০. পাপের ফল কী?	অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

১। পাপ কী?

২। আদম-হবা কার পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন?

৩। ঈশ্বর আদমকে কী শাস্তি দিলেন?

৪। পাপের ফল কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

কীভাবে প্রলোভন জয় করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল

আগে আমরা জেনেছি যে পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল আমাদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আমরা আরও জেনেছি যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে পাঠ করা উচিত। শুধু তাই নয়, পবিত্র বাইবেলের বাণী আমাদের মেনে চলতে হবে। এবার আমরা বাইবেল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব।

গ্রিক শব্দ "বিবলিয়া" থেকে এসেছে 'বাইবেল'। বাইবেলের যথার্থ অর্থ হচ্ছে বই পুস্তক। কারণ পবিত্র বাইবেলে রয়েছে মোট ৭৩টি পুস্তক (প্রটেস্টান্ট বাইবেলে ৬৬টি পুস্তক)। একটি লাইব্রেরিতে যেমন অনেকগুলো পুস্তক থাকে তেমনি ৭৩টি পুস্তক নিয়ে হলো আমাদের পবিত্র বাইবেল। এইসব পুস্তকের কোনো কোনোটি আকারে বড় আবার কোনো কোনটি আকারে ছোট।

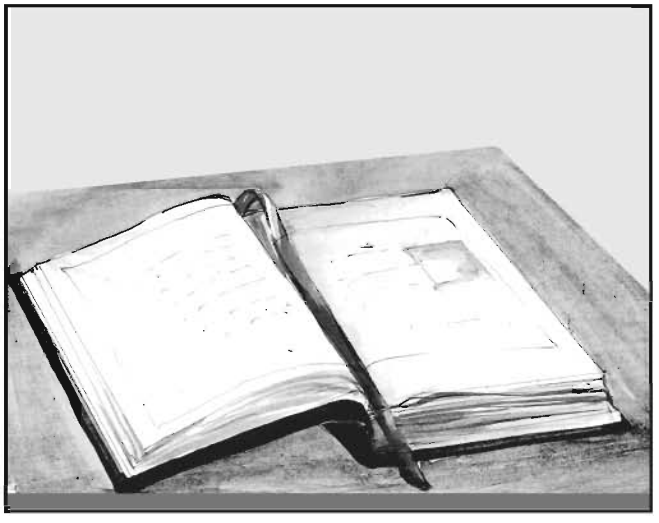

পবিত্র বাইবেল

পবিত্র বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে, রাজা দায়ূদ ও সলোমনের রাজত্বকালে। ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সেই অনুপ্রেরণা দ্বারা বাইবেল লেখা হয়েছে। বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে ভালোবাসার দীর্ঘ ইতিহাস। পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলোর একটির সাথে অন্যটির একটা যোগাযোগ সম্পর্ক ও যথেষ্ট মিল রয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের ভাগসমূহ

পবিত্র বাইবেল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত–যথা, পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। এখানে 'নিয়ম' অর্থ হলো সন্ধি। এ কারণে কখনো কখনো প্রধান ভাগ দুটোকে বলা হয় প্রাক্তন সন্ধি ও নবসন্ধি।

পুরাতন নিয়ম বা প্রাক্তন সন্ধি

পুরাতন নিয়মের মধ্যে বলা হয়েছে যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগের কথা। ঈশ্বর তাঁর ভক্ত আব্রাহামকে ভালোবেসে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। আব্রাহামের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে ঈশ্বর একটি মহাসন্ধি স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আব্রাহামের বংশ আকাশের তারকারাশির মতো ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মতো অগণিত হবে। আব্রাহামের বংশেই জন্ম নিবেন মানবজাতির ত্রাণকর্তা। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, তিনি যেমন আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের আপন করে নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁরাও যেন ঈশ্বরকে আপন করে নেন। তিনি তাঁদের রক্ষা ও আশীর্বাদ করবেন। তাঁরাও যেন ঈশ্বরের সেবা করেন ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। এভাবে ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুরাতন নিয়মে সেই সম্পর্কটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর এই জাতির জন্য রাজা ও প্রবক্তাদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের নামে ও ঈশ্বরের হয়ে জনগণকে পরিচালনা করেছেন। পুরাতন নিয়মে তারই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা হলো মোট ৪৬টি। এগুলো আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা: (১) পঞ্চপুস্তক : পুস্তকের সংখ্যা ৫টি; (২) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ: পুস্তকের সংখ্যা ১৬টি; (৩) জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলি: পুস্তকের সংখ্যা ৭টি; এবং (৪) প্রাবক্তিক গ্রন্থাবলি: পুস্তকের সংখ্যা ১৮টি।

নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা হলো ২৭টি। এগুলো আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থগুলোর ভাগ ও তাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

(ক) মঙ্গালসমাচার
পুস্তকের সংখ্যা ৪টি। যথা:

১। মথি ২। মার্ক ৩। লূক ও
৪। যোহন রচিত মঙ্গালসমাচার।

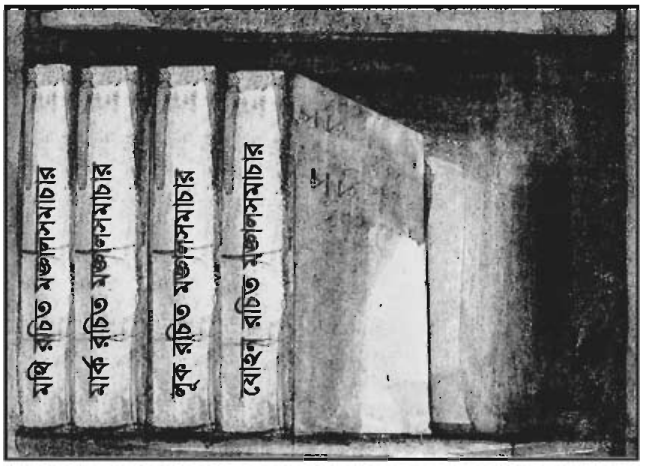

(খ) খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস
পুস্তকের সংখ্যা একটি
১। শিষ্যচরিত বা প্রেরিতদের কার্যাবলি।

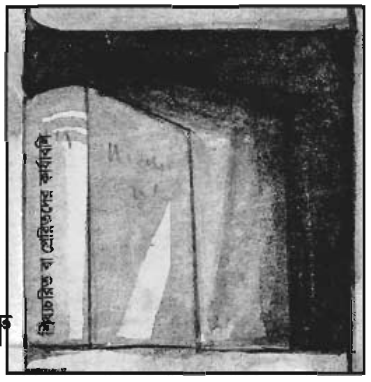

(গ) সাধু পলের নামে পরিচিত ধর্মপত্রসমূহ, ব্রু যাদের সংখ্যা হলো ১৪টি। যথা:
১।রোমীয়, ২।করিন্থিয়১, ৩।করিন্থিয় ২, ৪।গালাতীয়, ৫।এফেসিয়,৬। ফিলিপ্পীয়, ৭। কলসিয়, ৮। থেসালোনিকীয় ১, ৯। থেসালোনিকীয় ২, ১০। তিমথি ১, ১১। তিমথি ২, ১২। তীতের, ১৩। ফিলেমন এবং ১৪। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্র (এই গ্রন্থটির লেখক সাধু পল কি না তা নিশ্চিত নয়)।

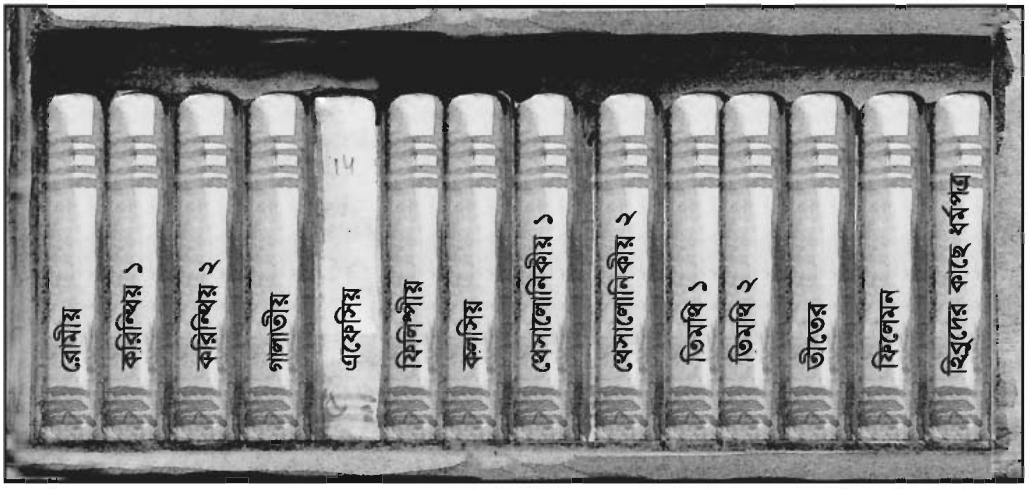

(ঘ) সাতটি কাথলিক ধর্মপত্র। যথা:
১। যাকোব, ২। পিতর ১, ৩। পিতর ২, ৪। যোহন ১, ৫। যোহন ২, ৬। যোহন ৩ এবং ৭। যুদের (যিহূদার) ধর্মপত্র ।

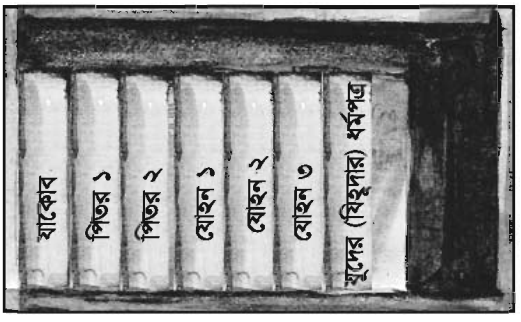

(ঙ) প্রাবক্তিক গ্রন্থ : সংখ্যা একটি

১। প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য

পবিত্র বাইবেল পাঠের গুরুত্ব

আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তেমনি আমাদের আত্মাকে সুস্থ ও সজীব রাখার জন্য প্রতিদিন আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য। বিভিন্নভাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, প্রশংসা, অনুনয়, ক্ষমা ও ধ্যানমূলক প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি। পবিত্র বাইবেল পাঠ হলো এমন একটি উপায় যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন। তাঁর কথার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের সঠিক দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা। কাজেই প্রতিদিনই আমাদের বাইবেল পাঠ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের কথা অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলের শিক্ষানুসারে জীবন গঠন করতে পারলে জীবন সুন্দর, সৎ ও খাঁটি হয়। পবিত্র বাইবেল আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় রাখতে সহায়তা করে। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে পারি। বাইবেল পাঠ করে আমরা অন্তরে শক্তি লাভ করি এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে আরো বেশি ভালোবাসতে পারি।

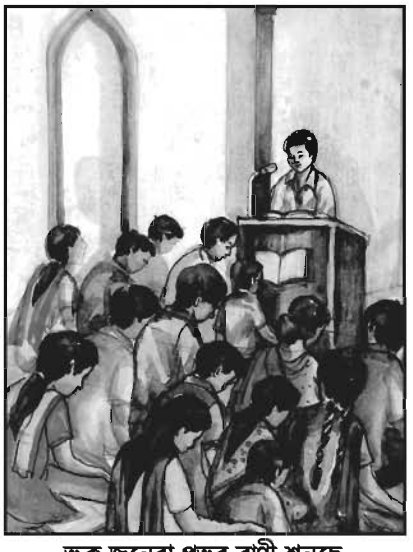

ভক্ত জনেরা প্রভুর বাণী শুনছে

যথাযথভাবে বাইবেল পাঠ করার কয়েকটি উপায়

ঈশ্বরের কথা শোনা ও বোঝার জন্য আমাদের মনের দ্বার খুলে দিতে হবে। এজন্য আমাদের কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করা দরকার। নিয়মগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে ঈশ্বরের বাণী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করবে। এগুলো আমাদের জীবন স্পর্শ করবে এবং জীবন সুন্দর, সৎ ও খাঁটি হতে সহায়তা করবে। উপায়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১।পবিত্র বাইবেলকে একটি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে;

২। বাইবেল পাঠ করার পূর্বে নিজেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে;
৩। বাইবেল পাঠের পূর্বে মনকে ধীর ও শান্ত করে মনের নীরবতা আনতে হবে;
৪। পাঠের পূর্বে ও পরে বাইবেলকে নত মস্তকে প্রণাম করতে হবে;
৫। ধীরে ধীরে বাইবেল পাঠ করতে হবে যেন প্রত্যেকটি পদের অর্থ বোঝা যায়; প্রয়োজনে পদগুলো কয়েকবার করে পাঠ করতে হবে;
৬। পাঠের সময় মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর এখন আমার সাথে কথা বলবেন আর আমি তাঁর কথা শুনব;
৭। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে;
৮। হাতে একটি পেন্সিল বা কলম রাখতে হবে। যে পদ বা অংশ ভালো লেগেছে তার মধ্যে একটু চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে;
৯। বাইবেলের বাণীগুলো মনে গেঁথে রাখতে হবে ও সে অনুসারে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

কী শিখলাম

পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল অর্থ বইপুস্তক । মোট ৭৩টি (৬৬টি) পুস্তক নিয়ে পবিত্র বাইবেল। বাইবেল প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত: পুরাতন ও নতুন নিয়ম। নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা ২৭টি।

পরিকল্পিত কাজ

১। নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাইবেল লাইব্রেরি অঙ্কন কর।
২। নিজের ঘরে বাইবেল রাখার স্থান নির্বাচন করে কীভাবে সাজাবে তা দলে আলোচনা কর।
৩। পবিত্র বাইবেলে উল্লিখিত তোমার সবচেয়ে প্রিয় পদটি লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) বাইবেলের যথার্থ অর্থ হচ্ছে -------।
(খ) পবিত্র বাইবেলে মোট ------টি পুস্তক আছে?
(গ) পবিত্র আত্মার ------- বাইবেল লেখা হয়েছে।
(ঘ) বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানব জাতির মধ্যে ---- ইতিহাস।
(ঙ) পবিত্র বাইবেল ------- বিভক্ত।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল	ক) মানব জাতির ত্রাণকর্তা।
খ) পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে	খ) যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে।
গ) আব্রাহাম বংশে জন্ম নেবে	গ) ১৬টি।
ঘ) ঐতিহাসিক পুস্তকের সংখ্যা	ঘ) যীশু খ্রিষ্টের জন্মের আগের কথা।
ঙ) নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা	ঙ) ১৮টি
	চ) ২৭টি।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নতুন নিয়মে মঙ্গলসমাচার হলো–
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৩.২ পুরাতন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৪৮টি (খ) ৪৭টি (গ) ৪৬টি (ঘ) ৪৫টি

৩.৩ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তকটি হলো–
(ক) মথি (খ) তীত (গ) হিব্রু (ঘ) শিষ্যচরিত

৩.৪ কতদিন বাইবেল পাঠ করা উচিত?
(ক) প্রতিদিন (খ) সপ্তাহে একদিন (গ) মাসে একদিন (ঘ) বছরে একদিন

৩.৫ জ্ঞানধর্মী পুস্তকের সংখ্যা হলো–
(ক) ৯টি (খ) ৭টি (গ) ৫টি (ঘ) ৩টি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) সাধু পলের নামে পরিচিত ধর্মপত্র কয়টি?
(খ) কার রাজত্বকালে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল?
(গ) বাইবেল কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র বাইবেল পাঠের উপায়সমূহ লেখ।
(খ) বাইবেল পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়
পবিত্র বাইবেল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ পবিত্র বাইবেলের বিভাগসমূহ ও পুস্তকসমূহ সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।

৫.২ নতুন নিয়মের নাম মুখস্থ বলতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন ভাগের বর্ণনা দিতে পারবে।

৫.২.১ পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর নাম বর্ণনা করতে পারবে।

৫.২.২ পবিত্র বাইবেলের বাণী ভক্তি সহকারে পাঠ করবে।

মোট পিরিয়ড ৩টি

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম: পবিত্র বাইবেল ও এর ভাগসমূহ

পাঠ ১ আমরা জেনেছি -------- নবসন্ধি।

পৃষ্ঠা ১৯

শিখনফল

৫.১.১ পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন ভাগের বর্ণনা দিতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ : বাইবেল (নূতন ও পুরাতন নিয়ম), চার্ট (ভাগসমূহ), পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

প্রারম্ভে শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর বাইবেল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে।

প্রশ্ন	উত্তর
১. খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?	পবিত্র বাইবেল
২. এ গ্রন্থে কী আছে?	ঈশ্বরের বাণী
৩. পবিত্র বাইবেলের কয়টি ভাগ ও কী কী?	দুইটি ভাগ। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে তা লিখে দেবেন। শিক্ষক সহজ সরলভাবে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.পবিত্র বাইবেল কীভাবে পাঠ করা উচিত?	ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে
২. 'বাইবেল' কথাটি কোন্ ভাষা ও কোন্ শব্দ থেকে এসেছে?	গ্রিক ভাষার 'বিবলিয়া' থেকে
৩.পুরাতন নিয়মে কয়টি পুস্তক ও নতুন নিয়মে কয়টি পুস্তক আছে?	পুরাতন নিয়মে ৪৬টি পুস্তক ও নতুন নিয়মে ২৭টি পুস্তক।
৪.পবিত্র বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল কবে?	যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে
৫. কোন্ রাজার রাজত্বকালে?	রাজা দায়ূদ ও সলোমনের রাজত্বকালে
৬.বাইবেল লেখার জন্য কে প্রেরণা দিয়েছেন?	ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।
৭.বাইবেলের যথার্থ অর্থ কী?	ঈশ্বর ও মানব জাতির মধ্যে ভালোবাসার দীর্ঘ ইতিহাস।
৮. পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মকে আরেক কথায় কী বলা হয়?	প্রাক্তন সন্ধি ও নবসন্ধি

এরপর শিক্ষক বাইবেল থেকে পুরাতন ও নতুন নিয়মের প্রধান দুইটি ভাগ বের করে দেখাবেন। বাইবেলের সূচিপত্র দেখিয়ে উভয় ভাগের পুস্তকগুলোর নাম পড়ে শোনাবেন। চার্ট দেখাবেন ও শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন। পাঠটি শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে কয়েকবার পড়বে।
শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর আদায় করবেন। প্রয়োজনে সঠিক উত্তর দিতে তাদের সাহায্য করবেন।

মূল্যায়ন
শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন।

১.পবিত্র বাইবেল কী?
২.বাইবেল কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
৩.কার রাজত্বকালে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল?
৪.বাইবেলের যথার্থ অর্থ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।
১.পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২.যারা বুঝতে পেরেছে তাদের সহযোগিতায় অন্যদের বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করবেন।
৩.অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে আবার বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ
শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ঘরে বাইবেল রাখার স্থান নির্বাচন করে কীভাবে সাজাবে তা দলে আলোচনা করবে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম: পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম

পাঠ ২ পুরাতন নিয়মের---------- প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য।

পৃষ্ঠা ২০-২২

শিখনফল
৫.২.১ পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর নাম বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ
বাইবেল, ৪টি মঙ্গল সমাচারের নাম ও লেখকদের নামসহ চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের ছবি (২১ পৃষ্ঠা), পাঠ্যপুস্তক, চক, ডাস্টার নির্দেশিকা, উপকরণ ঝোলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
ক। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে যথারীতি শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং প্রয়োজনে আসন বিন্যাস করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বাইবেলে কয়টি ভাগ রয়েছে ও কী কী?	দুইটি ভাগ রয়েছে। পুরাতন ও নতুন নিয়ম।
২. বাইবেল কারা লিখেছেন?	বিভিন্ন লেখক
৩. পুরাতন নিয়মে ও নতুন নিয়মে কয়টি করে পুস্তক রয়েছে?	পুরাতন নিয়মে ৪৬টি পুস্তক এবং নতুন নিয়মে ২৭টি পুস্তক রয়েছে।

এরপর শিক্ষক পাঠ শিরোনাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। এবারে বাইবেল ও বিভিন্ন চার্ট ব্যবহার করে আজকের পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পুরাতন নিয়মের মধ্যে কী বলা হয়েছে?	যীশু খ্রিষ্টের জন্মের আগের কথা।
২. পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ভক্ত কে ছিলেন?	আব্রাহাম
৩. আব্রাহামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কী স্থাপন করলেন?	ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে মহাসন্ধি স্থাপন করলেন।
৪. ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?	আব্রাহামের বংশ আকাশের তারকারাশি এবং সমুদ্র তীরের বালু কণার মতো অগণিত হবে।
৫. পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোকে কয়ভাগে বিভক্ত করেছে?	চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
৬. ভাগগুলো কী কী?	(১) পঞ্চপুস্তক (২) ঐতিহাসিক পুস্তক (৩) জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলি (৪) প্রাবক্তিক গ্রন্থাবলি
৭. নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?	পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে-(১) মঙ্গলসমাচার (২) খ্রিষ্টম-লীর ইতিহাস (৩) সাধু পলের ধর্মপত্র (৪) সাতটি কাথলিক ধর্মপত্র (৫) প্রাবক্তিক গ্রন্থ।
৮. মঙ্গল সমাচার লেখক কতজন?	৪ জন- মথি, মার্ক, লুক, যোহন।
৯. সাধু পলের নামে পরিচিত ধর্মপত্র সমূহ কয়টি?	ধর্মপত্রসমূহের সংখ্যা হলো -১৪টি।
১০. প্রাবক্তিক গ্রন্থ কয়টি ও কী?	১টি। প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য।
১১. বাইবেলে মোট কতটি পুস্তক রয়েছে?	৭৩টি

মূল্যায়ন

ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা জানতে চেষ্টা করবেন।

১. সাধু পলের নামে পরিচিত ধর্মপত্র কয়টি?
২. পুরাতন নিয়মের পুস্তকের ভাগ কয়টি ও কী কী?
৩. মঙ্গলসমাচার লেখক কয়জন?
৪. প্রাবক্তিক গ্রন্থ বলতে কী বুঝ?
৫. বাইবেলে মোট কতটি পুস্তক রয়েছে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পারেনি তাদের তিরস্কার না করে আবার বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন।
২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করবেন।
৩. সবল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন অভিভাবকদের সাহায্যে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাইবেল লাইব্রেরি অঙ্কন করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র বাইবেল পাঠের গুরুত্ব

পাঠ ৩ আমাদের দেহকে------- চেষ্টা করতে হবে ।

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল

৫.২.২ পবিত্র বাইবেলের বাণী ভক্তি সহকারে পাঠ করবে ।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ : সুষম খাবারের তালিকা, বাইবেল, পোস্টার পেপার, চক, ডাস্টার ইত্যাদি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন ।
একজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে বাইবেল থেকে একটি অংশ পাঠ করাবেন ।
অতঃপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইপূর্বক মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. (সুষম খাবারের তালিকা দেখিয়ে) আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন কী করতে হয়?	বিভিন্ন প্রকার খাবার গ্রহণ করতে হয় ।
২. আমাদের আত্মার জন্য কেমন খাবার প্রয়োজন?	আধ্যাত্মিক খাবার
৩. এই আধ্যাত্মিক খাবার আমরা কী কী উপায়ে পেতে পারি?	বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইত্যাদি ।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন ।
এবারে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করে আজকের পাঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমরা কীভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি?	প্রার্থনার মাধ্যমে
২. কীভাবে বা কী উপায়ে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন?	বাইবেলের বাণীর মধ্য দিয়ে ।
৩. কতদিন বাইবেল পাঠ করা উচিত?	প্রতিদিন পাঠ করতে হবে ।
৪. বাইবেলের শিক্ষানুসারে চললে আমাদের জীবন কেমন হবে?	সুন্দর, সৎ ও খাঁটি ।
৫. আমাদের ধর্ম বিশ্বাসকে কে দৃঢ় রাখতে সহায়তা করে?	পবিত্র বাইবেল
৬. বাইবেল পাঠ করে আমরা কী কী করতে পারি?	অন্তরে শক্তি লাভ করি এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে আরো বেশি ভালোবাসতে পারি ।
৭. পবিত্র বাইবেলকে কেমন স্থানে রাখতে হবে?	পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন স্থানে ।
৮. বাইবেল পাঠের পূর্বে কী করতে হবে?	মনকে ধীর ও শান্ত করে মনের স্থিরতা আনতে হবে ।
৯. পাঠের পূর্বে ও পরে কীভাবে বাইবেলকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে?	নত মস্তকে প্রণাম করে ।
১০.কীভাবে বাইবেল পাঠ করতে হবে?	ধীরে ধীরে পাঠ করতে হবে যেন প্রত্যেকটি পদের অর্থ বোঝা যায় ।
১১.পাঠের সময় কী মনে রাখতে হবে?	ঈশ্বর এখন আমরা কাছে কথা বলছেন আর আমি তাঁর কথা শুনব ।
১২. কখন বাইবেল পাঠ করতে হবে?	প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কিছু অংশ ।

এরপর শিক্ষক একটি বাইবেল হাতে নিয়ে এর অধ্যায় ও পদ কীভাবে খুঁজে বের করা যায় তা শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আরেকবার পড়ে বুঝিয়ে দেবেন।

মূল্যায়ন
শিক্ষার্থীরা পাঠটি যথার্থভাবে বুঝতে পারল কি না ৩ বা ৪টি প্রশ্ন করে তা যাচাই করে নেয়া যেতে পারে।

১.বাইবেল পাঠ করে আমরা কী কী করতে পারি?
২.বাইবেল পাঠের পূর্বে কী করতে হবে?
৩. কীভাবে বাইবেল পাঠ করতে হবে?
৪. কখন বাইবেল পাঠ করতে হবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বোঝতে পারেনি তাদের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।
১.পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২.পবিত্র বাইবেল থেকে ঈশ্বরের বাণী বারবার পাঠ করাবেন ও বোঝাবেন।

পরিকল্পিত কাজ
বিভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার কেটে ধর্মীয় প্রতীক তৈরি করবে। যেমন মোমবাতি, বাইবেল, ক্রুশ, ফুল, পাতা, পাখি ইত্যাদি। এগুলো মধ্যে যার যার পছন্দমতো পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত যেকোনো ১টি করে পদ লিখবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

দশ আজ্ঞা হলো ঈশ্বরের ভালোবাসার বিধান, মুক্তি ও স্বাধীনতার বিধান। এই আজ্ঞাগুলো ঠিকমত বোঝা ও পালনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের আরও কাছাকাছি যেতে পারি। এই আজ্ঞাগুলো আমাদের সুন্দর জীবন যাপনের পথ দেখায়। আগে আমরা ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা আরও কয়েকটি আজ্ঞার অর্থ জানব ও সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব।

"ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না" এই আজ্ঞার অর্থ

১। ঈশ্বরের নাম পবিত্র

ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করার অর্থও ঈশ্বরকে বোঝান হয়। ঈশ্বর পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হলে আমাদের পবিত্রভাবে করতে হবে। ঈশ্বরের নামের গৌরব ও প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। তাঁর পবিত্র নামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে উঠি। প্রভুর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গস্থ পিতাকে বলি: "তোমার নাম পূজিত হোক"। এর মাধ্যমে আমরা প্রকাশ ও স্বীকার করি যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা তাঁর নামের গৌরব করি।

নিম্নলিখিতভাবে অযথা ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেওয়া হয়

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন ও আমাদের মঙ্গল চান। তিনি চান তাঁর পবিত্রতা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক। কিন্তু আমরা দুর্বল মানুষ। কখনো কখনো আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই। অনেকবার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে ব্যবহার করি। তাঁর নাম নানাভাবে অপব্যবহার করি। অনেক সময় আমাদের মনের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ঈশ্বরকে বাধ্য করতে চাই। যেমন:

১। মানত করা : কখনো কখনো আমরা ঈশ্বরের সাথে বেচাকেনার মনোভাব পোষণ করি।আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছুর জন্য মানত করি। তাঁকে আমরা বলি, ঈশ্বরের কৃপায় আমি যদি পরীক্ষায় পাস করি তবে আমি গির্জায় এক প্যাকেট মোমবাতি দেব অথবা একটা খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করব। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আমাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখে আমাদের আশীর্বাদ করেন। তিনি চান আমরা যেন তাঁর কথামত চলি ও তাঁকে ভালোবাসি।

২।ক্ষুদ্র বিষয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করা: অনেক সময় আমরা খুব সামান্য বিষয়ে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করে থাকি। যেমন আমরা বলি ঈশ্বরের নামে বা যীশুর নামে বলছি অথবা বাইবেল ছুঁয়ে বলছি আমি চুরি করি নি বা আমি এ কাজ করিনি। এই ধরনের প্রতিজ্ঞা করা বা দিব্যি দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র নামের অপমানই করে থাকি।

৩। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বা অন্যকে ঠকানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা: ধর্ম পালন করা বা প্রার্থনা করা নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়। অন্যের অমঙ্গল কামনা করা বা অন্যকে ঠকানো অথবা অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমরা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করতে পারি না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে চালাকি করাও উচিত নয়।

৪। নিজে চেষ্টা না করে ঈশ্বরকে সব সমস্যা সমাধান করতে বলা: ঈশ্বর আমাদের অনেক জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও নানারকম গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান আমরা যেন পরিশ্রম করি ও তাঁর দেওয়া গুণগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা সেগুলো ব্যবহার না করে শুধু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকি। যেমন, ভালোমত পড়াশুনা না করে আমরা শুধু ঈশ্বরকে বলি, তিনি যেন আমাদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেন।

৫। ঈশ্বরকে দোষারোপ করা: আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ভালো ও মন্দ নানা রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কখনো কখনো আমাদের বিভিন্ন রকম বিপদ বা দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। তখন আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি, তাঁকে গালাগালিও করি। তাঁর ওপর বিশ্বাস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি। আমরা ভেবে দেখি না যে, দুর্ঘটনাটা হয়তো আমাদের বা অন্য কারও ভুলের জন্য ঘটেছে। কাজেই ঈশ্বরকে দোষারোপ করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অপমান করে থাকি।

সতর্ক বাণী

"তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নাম অযথা নেবে না। কারণ যে লোক পরমেশ্বরের নাম অযথা নেয়, তিনি তাকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেবেন না" (যাত্রা– ২০:৭)। ঈশ্বর নিজেই আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, আমরা যেন তাঁর নাম অযথা না নিই। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে সতর্কতার সাথে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে হবে। তাঁর নামের মহিমা ও গৌরব করতে হবে।

"রবিবার দিন (বিশ্রামবার) পালন করে তাহা শুদ্ধভাবে পালন করবে" এই আজ্ঞাটির অর্থ: পবিত্র বাইবেলে প্রভু বলেছেন: "তুমি বিশ্রামবারের কথা স্মরণ রাখবে আর তা পবিত্রভাবে পালন করবে। ছয় দিন ধরে তুমি কাজ করবে: যা কিছু করার সবই করবে। কিন্তু সাত দিনের দিনটি হলো তোমার প্রভু পরমেশ্বরের কাছে নিবেদিত বিশ্রামবারের দিন। . . . কারণ ঈশ্বর তো ছয়দিন আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং এই আকাশ, পৃথিবী ও

সমুদ্র এবং এই আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্তই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সাত দিনের দিন তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই ঈশ্বর এই বিশ্রামবারের দিনটিকে আশিসমণ্ডিত করে পবিত্র করেছেন" (যাত্রা: ২০: ৮–১১)।

বিশ্রামবার পালনের অর্থ

বিশ্রামবার পালন করার একটি মানবীয় দিক আছে। সেটি হলো: কাজ করলে আমাদের সকলেরই বিশ্রাম প্রয়োজন। বিশ্রাম না নিলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু বিশ্রাম নিলে দেহ ও মনের শক্তি ফিরে পাই এবং পরে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারি। এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। এই কারণে প্রতি দেশেই সরকার অনুমোদিত সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। দ্বিতীয় দিকটি হলো আমাদের আধ্যাত্মিক দিক। ঈশ্বর বলেছেন, এই দিনটি পবিত্র। কাজেই আমাদের পবিত্রভাবে দিনটি পালন করতে হবে। পবিত্রভাবে দিনটি পালন করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে সময় কাটান। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনা করার মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করা।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলার গুরুত্ব

আমরা ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিব না এবং বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করব। কারণ:

(১) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি

(২) যেন তাঁর নামের মহিমা ও গৌরব করি

বিশ্রামবারে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ

(৩) বিশ্রামবারে ঈশ্বরের উপাসনা করা প্রয়োজন

(৪) পবিত্র ঈশ্বরের সাহচর্য লাভ করতে চাই

(৫) ঈশ্বরের মতো পবিত্র হওয়া আমাদের একটি আহ্বান

(৬) যা চিরকাল টিকে থাকে সেরকম ভালো কিছু অর্জন করতে চাই

(৬) অভাবী ও দীনদুঃখীদের সেবা করা আমাদের কর্তব্য

(৮) দৈহিকভাবে ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে চাই

(৯) সমাজের অন্য ভাইবোনদের সাথে মেলামেশাও করা প্রয়োজন।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের নাম পবিত্র। অনর্থক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি কীভাবে ঈশ্বরের নামের পবিত্রতা রক্ষা করে চলবে এরূপ তিনটি বিষয় লেখ ও দলের মধ্যে সহভাগিতা কর।

২। তুমি কীভাবে নিয়মিত বিশ্রামবার পালন করতে চাও তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) ঈশ্বরের নাম ..... নিবে না।

(খ) ঈশ্বরের পবিত্র নামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে তার প্রতি আমরা .....হয়ে উঠি।

(গ) বিশ্রামবার ..... কাছে নিবেদিত।

(ঘ) ঈশ্বরের মতো পবিত্র হওয়া আমাদের জন্য একটি .....।

(ঙ) বিশ্রামবারে আমরা ভাইবোনদের সাথে ..... করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) প্রভুর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গস্থ পিতাকে বলি:	ক) কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।
খ) মানত করার মধ্য দিয়ে আমরা	খ) ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সময় কাটান।
গ) ঈশ্বর নিজেই আমাদের সতর্ক করে বলেছেন	গ) আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি।
ঘ) বিশ্রাম না করলে আমরা	ঘ) আমরা যেন তাঁর নাম অযথা না নেই।
ঙ। পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ হলো	ঙ) তোমার নাম পূজিত হোক। ।
	চ) ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করি।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ কীভাবে আমরা ঈশ্বরের নাম অযথা নিই?

(ক) ঈশ্বরের নামে মিথ্যা শপথ করে (খ) অন্যকে দোষারোপ করে

(গ) অন্যকে মন্দ কথা বলে (ঘ) বিশ্রামবার পালন না করে

৩.২ বিশ্রামবার পালনের অর্থ হলো?

(ক) কাজকর্ম সব বাদ দেওয়া (খ) অলসভাবে সময় কাটান

(গ) শুধু প্রার্থনা করা (ঘ) প্রার্থনা ও বিশ্রাম করা

৩.৩ আমরা কেন ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চলব?

(ক) সুখী হবার জন্য (খ) তাঁকে ভালোবাসি বলে

(গ) স্বর্গে যাবার জন্য (ঘ) শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে

৩.৪ ঈশ্বরের তৃতীয় আজ্ঞা অনুসারে বিশ্রামবার কোন দিন?

(ক) সোমবার (খ) রবিবার

(গ) শুক্রবার (ঘ) শনিবার

৩.৫ আমরা মানত করি কেন?

(ক) ঈশ্বরকে উপহার দিতে (খ) নিজের স্বার্থের কারণে

(গ) গরিবদের সাহায্য করার জন্য (ঘ) প্রভুকে খুশি করতে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করব?

(খ) ঈশ্বর কখন আমাদের আশীর্বাদ করে থাকেন?

(গ) ঈশ্বর কতদিন ধরে সৃষ্টি কাজ করেছিলেন?

(ঘ) পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিয়ে থাকি?

(খ) বিশ্রামবার পালনের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

(গ) ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজ্ঞার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখণফল

৬.১.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৬.১.২ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে।

এই অধ্যায়টিকে ৩ টি পাঠে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : দ্বিতীয় আজ্ঞা।

পাঠ ১ ঈশ্বরের ----------গৌরব করতে হবে।

পৃষ্ঠা নং ২৫ - ২৬

শিখনফল

৬.১.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড সংখ্যা - ১

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, সিনাই পর্বতে মোশীর হাতে দশ আজ্ঞার ফলক, দ্বিতীয় পোস্টার পেপারে বড় করে লেখা।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন সব জায়গায়ই নিয়ম কানুন আছে এবং সেই নিয়ম কানুন আমাদের মেনে চলতে হয়। আর এগুলো মেনে চললে আমাদেরই মঙ্গল হয়। শিক্ষক তাদের স্মরণ করিয়ে দিবেন তারা ৩য় শ্রেণিতে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম আজ্ঞা সম্বন্ধে পড়েছে। এরপর নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের বাড়িতে কি কোন রকমের নিয়ম আছে?	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়ির নিয়ম কানুন বলবে। পারলে শিক্ষক উদাহরণ দিবেন। যেমন সন্ধ্যা প্রার্থনা করা, ঘুম থেকে সঠিক সময়ে ওঠা ইত্যাদি
২. কারা এই সব নিয়ম ঠিক করেছে ?	বাবা, মা ও গুরুজনেরা
৩. নিয়মগুলো পালন করলে কী লাভ হয়?	লেখাপড়া ভালো হয়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও জীবন সুন্দর হয়
৪. ঈশ্বরকে আরাধনার অর্থ কী?	তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে জীবন যাপন করা। অর্থাৎ তাঁকে পূজা করা।

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন। পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। আজ আমরা দশ আজ্ঞা সম্বন্ধে জানব। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন - উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১.প্রথম আজ্ঞাটি কী?	তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পূজা কববে।
২. ঈশ্বরকে আরাধনার অর্থ কী?	তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে জীবন যাপন করা। অর্থাৎ তাঁকে পূজা করা।
৩. দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় আজ্ঞাটি কী?	ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না।
৪. অনর্থক নাম লওয়া অর্থ কী?	নামের অপব্যবহার করা।
৫. ঈশ্বরকে আমরা কীভাবে অপমান করে থাকি।	ঈশ্বরকে দোষারোপ করার মাধ্যমে।

শিক্ষক দ্বিতীয় আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন।

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরের নাম মুখে লওয়া অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরকে স্মরণ করা। আমরা তাঁকে স্মরণ করি তাঁর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করার জন্য, তাঁর কাছ থেকে শক্তি ও কৃপা চাওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের কথা অন্যদের কাছে প্রচারের জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় আজ্ঞায় আমাদের বলা হয়েছে আমরা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করব কিন্তু তাঁর নামে কোন খারাপ কথা বলব না। অযথা ঈশ্বররের নাম নেওয়া ঠিক নয়। আমরা যদি কোনো কারণ ছাড়া ঈশ্বরের নাম নেই তাহলে তাঁকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করি। অনেক সময় আমরা নাম নিয়ে বিদ্রুপ করি বা হাসি - তামাসা করে থাকি। কিন্তু ঈশ্বরের নামের বেলায় যেন কখনো এই রকম না করি। আমাদের সচেতন থাকতে হবে কোনো ভাবেই যেন ঈশ্বরকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা না করি। আমরা যেন ঈশ্বরের নামের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি ও বস্তুকে সম্মান করতে পারি। কীভাবে আমরা আমরা ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিই। শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠা পড়তে দিন। পরে জিজ্ঞেস করবেন তারা পাঠটি বুঝতে পেরেছে কিনা। না পারলে শিক্ষক আবার বুঝিয়ে বলবেন।

মূল্যায়ন

১.পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় আজ্ঞাটি কী?

২. কীভাবে আমরা ঈশ্বরের নাম অযথা নিই?

৩. কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে বাধ্য করতে চাই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য?

৪. সাধারণ কথায় দ্বিতীয় আজ্ঞা আমাদের কী করতে বলে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : তৃতীয় আজ্ঞার অর্থ ।

পাঠ ২ পবিত্র বাইবেল ----------অতিবাহিত করা ।

পৃষ্ঠা নং ২৬ - ২৭

শিখনফল

৬.১.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

পিরিয়ড সংখ্যা - ২

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক, তৃতীয় আজ্ঞাটি পোস্টার পেপারে বড় করে লেখা, বিশ্রামবারে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার ছবি ।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর গত ক্লাসের প্রস্তাবিত কাজ সবাই করেছে কি না জিজ্ঞেস করবেন । তাদের কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই করে নিবেন দ্বিতীয় আজ্ঞাটি সকলে ঠিক মতো বুঝতে পেরেছে কি না । যদি না কেউ না বুঝে থাকে তবে আবার সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে দিবেন । নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন ।

১. ছুটির দিনে তোমরা বাড়িতে কী করো? (উত্তর সংগ্রহ করবেন)

২. কোন দিন তোমরা গির্জায় যাও? (রবিবার দিন)

৩. ঈশ্বর কোন দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন? (সপ্তম দিনে)

এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন । পরে শিক্ষক সহজ সরলভাবে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ঈশ্বর কত দিনে তাঁর সৃষ্টি কাজ সম্পূর্ণ করেছেন?	ছয় দিনে
২. সপ্তম দিনে ঈশ্বর কী করেছেন?	বিশ্রাম নিয়েছেন ।
৩. দশ আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞাটি কী?	বিশ্রামবার শুদ্ধভাবে পালন করবে ।
৪. ঈশ্বর বিশ্রামবারটিকে কী করেছেন?	পবিত্র করেছেন ও আশিষমন্ডিত করেছেন ।
৫. তুমি কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করবে?	প্রার্থনার মাধ্যমে ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করে ।
৬. ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান?	যেন আমরা সুখী হই ।
৭. আমরা কোন দিন গির্জায় যাই?	রবিবার দিন ।
৮. পবিত্র ভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ কী?	ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সময় কাটানো ।

শিক্ষক এবার তৃতীয় আজ্ঞাটির অর্থ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিবেন ।

ব্যাখ্যা

বিশ্রামবার শুদ্ধ বা পবিত্রভাবে পালন করতে শিক্ষা পাই পবিত্র বাইবেল থেকে। পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকে আমরা দেখি ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি কাজ শেষ করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন। এই সপ্তম দিনটিকে পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সেই কারণে আমরাও সেই সপ্তম দিন অর্থাৎ রবিবার দিনকে বিশ্রামবার হিসাবে পালন করি। ঈশ্বর চান আমরা যেন পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করি এবং উপাসনায় অংশগ্রহণ করি।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. ঈশ্বর কত দিনে তাঁর সৃষ্টি কাজ সম্পূর্ণ করেছেন?

২. সপ্তম দিনে ঈশ্বর কী করেছেন?

৩. ঈশ্বর বিশ্রামবারটিকে কী করেছেন?

৪. পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

৪. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

৫. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৬. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তুমি কীভাবে নিয়মিত বিশ্রামবার পালন করতে চাও লেখ।

২. গানটি গাইতে পারে (তোমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো) অনুরূপ একটি গান।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলা।

পাঠঃ ৩ আমরা ---------- প্রয়োজন।

শিখনফল

৬.১.২ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে।

পৃষ্ঠা নং ২৭

পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক, বিশ্রামবারে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার ছবি প্রার্থনা করছে এমন ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর পূর্ব পাঠের ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না এবং বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছে কিনা তা প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। তারপর একজনকে দিয়ে ২৭

আমরা কীভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো আমাদের জীবনে পালন করতে পারি? (উত্তর সংগ্রহ করবেন) প্রয়োজনে একই রকম উত্তরের কয়েকটি বোর্ডে লিখুন তারপর শিক্ষক বলুন-

ঈশ্বর এবং তাঁর নামকে সম্মান করবে। তাঁর নামে কোনো খারাপ কথা বলবে না। কোন রকম শপথ করবে না। তাঁর নামের সাথে জড়িত সকল ব্যাক্তি ও বস্তুকে সম্মান করবে। ঈশ্বর চান আমরা যেন প্রতি রবিবারে ও পূর্ণ দিন গুলিতে গির্জায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কাটাই এবং আমাদের দৈনিক কাজের ব্যস্ততার মাঝে সময় করে খ্রিস্টযাগে যোগদান করি। বাইবেল বা আধ্যাত্মিক বই পড়ার চেষ্টা করি। গরিব দুঃখী ও অসহায় ভাইবোনদের সাহায্য করতে বা সেবা করতে এগিয়ে যাই। সবার সাথে সুন্দর আচরণ করি। তবেই ঈশ্বর অনেক খুশি হবেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলার গুরুত্ব কী?

২. আমরা কীভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো আমাদের জীবনে পালন করতে পারি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. রবিবার দিন বিশেষ কিছু করার জন্য পরিকল্পনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পাপ

আমরা জানি যে, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাই পাপ। ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেছেন তা যখন না করার সিদ্ধান্ত নিই তখন আমরা ঈশ্বরকে ও মানুষকে ভালোবাসি না। এই কারণে বলা যায়, যখন আমরা ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসি না, তখনই পাপ করি। একদিকে আমরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ করি, অন্যদিকে আবার দীনদুঃখী ও অবহেলিতদের প্রতি আমাদের কর্তব্য না করেও পাপ করে থাকি।

অবহেলিতদের প্রতি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সব মানুষকে এক সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি করেছেন। তবুও আমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করি। ধনী ও গরিবের মধ্যে আমরা পার্থক্য রচনা করি। এক ধর্ম অন্য ধর্মের লোকদের হেয় করে দেখি। এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চাইতে নিজেদের বড় মনে করে। যীশু খ্রিষ্ট কিন্তু আমাদের এ রকম মনোভাব একদম পছন্দ করেন না। তিনি নিজেকে অবহেলিত বা তুচ্ছতমদের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রভু যীশু বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বড় হতে চায় তারা সেবা করুক সবচেয়ে ছোটদের।

খ্রিষ্টীয় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া ও অবহেলা করা

আহতদের সেবাদান

অবহেলিতদের প্রতি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব–কর্তব্য বিষয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা

মৃত্যুর পর আমাদের সকলেরই প্রভু যীশুর সামনে শেষ বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিচার হবে অবহেলিতদের প্রতি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব–কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেছি কি না তার ভিত্তিতে।

আমরা কত বড় বড় ডিগ্রি নিয়েছি, কত বেশি সুনাম অর্জন করেছি, কত দেশ ভ্রমণ করেছি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিচার হবে না। যীশু নিজেই আমাদের কাছে বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে বলেছেন। আমরা এখন তা পাঠ করি।

মানবপুত্র যখন আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবেন আর তাঁর সাথে আসবেন স্বর্গদূত–তিনি তখন নিজের গৌরবের সিংহাসনে এসেই বসবেন। তাঁর সামনে তখন সকল জাতির মানুষকে সমবেত করা হবে। মেষপালক যেমন ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, তেমনি তিনিও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে নিবেন। মেষগুলোকে তিনি রাখবেন তাঁর ডান পাশে, আর ছাগগুলোকে বাঁ পাশে। তারপর ডান পাশে যারা আছে, এই রাজা তাদের বলবেন: এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যেরাজ্য তোমাদের দেয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা জল দিয়েছিলে; বিদেশি ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে। তখন ধার্মিকরা উত্তরে তাঁকে বলবে: 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, কিংবা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কখন আপনাকে বিদেশি দেখে দিয়েছিলাম আশ্রয়, কিংবা বস্ত্রহীন দেখে পরিয়েছিলাম পোশাক? কখনইবা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে দেখতে গিয়েছিলাম?' রাজা তখন তাদের এই উত্তর দিবেন: 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইবোনদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ।'

তারপর যারা তাঁর বাঁ পাশে আছে, তিনি তাদের বলবেন: 'আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা! শয়তান ও তার দলের যত অপদূতের জন্য যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনেই যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে জল দাও নি; বিদেশি ছিলাম, তোমরা আশ্রয় দাও নি; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরাও নি। পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম, আর তোমরা আমার যত্ন নাও নি।' তখন উত্তরে তারাও বলবে: 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত, বিদেশি বা বস্ত্রহীন, পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখেও আপনার সেবা করি নি?' তখন তিনি তাদের এই উত্তর দিবেন: 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতম মানুষদের একজনেরও জন্য তোমরা যাকিছু কর নি, তা আমারই জন্য কর নি। তখন এরা যাবে শাশ্বত দণ্ডলোকে এবং ধার্মিকেরা যাবে শাশ্বত জীবনলোকে।

যীশুর শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ

১। আমাদের চারপাশে অনেক অবহেলিত ও তুচ্ছতম মানুষকে আমরা দেখতে পাই। তাদের জন্য আমরা যখন চাই, তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। টাকাপয়সা বা কোনো জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও আমরা অন্তত হাসি মুখ দেখিয়ে বা একটা উৎসাহজনক কথা বলেও সাহায্য করতে পারি।

২। অবহেলিতদের সাহায্য করতে গিয়ে তার হিসাব রাখাও যাবে না। কেউ যেন খাতার মধ্যে লিখে না রাখে যে সে কতজন মানুষকে সাহায্য করেছে। বরং এ ধরনের সাহায্য করে যেতে হবে অনবরত, মৃত্যু পর্যন্ত।

৩। এ ধরনের সাহায্য করে আবার কোনো রকম প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। যীশু বলেছেন, এই সাহায্য হতে হবে এমন গোপনে, যেন ডান হাত যে কী করছে তা যেন বাম হাতও জানতে না পারে। জানবেন শুধু আমাদের স্বর্গীয় পিতা। তিনিই আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

৪। অবহেলিতদের প্রতি সাহায্য করা আমাদের একটা দায়িত্ব বা কর্তব্য। এটি আমাদের অবশ্যই করতে হবে। এখানে কোনো অবহেলা করা যাবে না।

৫। পার্থিব জগতে আমরা যখন কোনো পিতামাতার সন্তানকে কোনোভাবে সাহায্য করি তখন তারা খুশি হন। তেমনিভাবে আমরা যখন অন্য মানুষকে সাহায্য করি তখন স্বর্গীয় পিতাও খুশি হন। কারণ সব মানুষ তাঁরই সৃষ্ট এবং আমরা সবাই পরস্পরের ভাইবোন।

গান করি

সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে, সে তো তোর খ্রিষ্টসেবা।।
চোখের জলে হাহাকারে, যে বসে রয় পথের ধারে
তারে বুকে তুলে নে ভাই, সে তো তোর খ্রিষ্টসেবা।।

দায়িত্ব পালন করার ও না করার ফল

যীশুর শিক্ষানুসারে অবহেলিত ও তুচ্ছদের প্রতি দায়িত্ব–কর্তব্য পালন করলে আমরা পুরস্কৃত হব। যীশু শেষ বিচারের দিন বলবেন: "এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে–রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর।" অর্থাৎ এই ধরনের লোকেরা হলেন ধার্মিক। তারা যাবেন শাশ্বত জীবনলোকে তথা স্বর্গীয় পিতার কাছে।

আর যারা দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করবে তাদের তিনি বলবেন: "আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা! শয়তান ও তার দলের যত অপদূতের জন্য যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনেই যাও।" এরা যাবে শাশ্বত দণ্ডলোকে তথা নরকে।

গান করি

যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছ তা আমার প্রতি।
খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি, ক্ষুধিত যখন ছিলাম আমি
তৃষিত যখন ছিলেম আমি, তৃষ্ণা মিটালে আমার তুমি।
দুয়ার খুলেছ আমায় তুমি, গৃহহীন যখন ছিলেম আমি।
মলিন বেশে ছিলেম যখন, বস্ত্র দিয়েছ তুমি তখন।
ক্লান্ত যখন ছিলেম আমি, শক্তি এনেছ আমায় তুমি।
ভীত যখন ছিলেম আমি, অভয় দিয়েছ শুধুই তুমি।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে আমরা পাপ করি আবার দায়িত্ব কর্তব্যে অবহেলা করেও আমরা পাপ করি। দায়িত্ব পালনের ওপর ভিত্তি করে আমাদের শেষ বিচার হবে। ছোট ছোট সেবাকাজের মধ্য দিয়ে প্রতিদিনই আমরা এই দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ

১। কী কীভাবে অবহেলিতদের সেবা করা যায় দলগতভাবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২। তুমি কোন সেবাকাজ করে থাকলে তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) আমরা যখন ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসি না তখন আমরা .....করি।

খ) যীশু নিজেকে .....সঙ্গে তুলনা করেন।

গ) শেষ ..... দিনে আমাদের যীশুর সামনে দাঁড়াতে হবে।

ঘ) বাম পাশের লোকদের বলবেন, আমার সামনে থেকে দূর হও .....পাত্র যারা।

ঙ) ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো তোমরা, আমার পিতার ..... পাত্র যারা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) তুচ্ছতম ভাইবোনদের একজনের জন্যও যা কিছু করেছ	ক) আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা।
খ) তোমাদের মধ্যে যারা বড় হতে চায়	খ) তাদের স্থান শ্বাশত দন্ডলোকে।
গ) এসো তোমরা,	গ) তা আমারই জন্য করেছ।
ঘ) আমাদের চারপাশে অনেক অবহেলিত	ঘ) তারা সেবা করুক সবচেয়ে ছোটদেরকে।
ঙ) তুচ্ছতম ভাইবোনদের জন্য যারা কিছু না করে	ঙ) আমরা পরস্পর ভাইবোন।
	চ) ও তুচ্ছতম মানুষকে আমরা দেখতে পাই।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা যখন তৃষ্ণার্তকে জল দিই তখন কাকে জল দিই?

(ক) যীশুকে (খ) যোহনকে (গ) স্বর্গদূতকে (ঘ) ঈশ্বরকে

৩.২ বড় হতে চাইলে কী করতে হবে?

(ক) বড়দের সেবা করতে হবে (খ) নিজের যত্ন করতে হবে

(গ) ছোটদের সেবা করতে হবে (ঘ) অন্যদের যত্ন করতে হবে।

৩.৩ মানুষকে সেবা করলে কে খুশি হন?

(ক) স্বর্গদূত (খ) স্বর্গস্থ পিতা (গ) সাধুসাধ্বীগণ (ঘ) মানুষ।

৩.৪ যারা অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে না তাদের প্রভু বলবেন:

(ক) উত্তম সন্তান (খ) দুষ্টলোক (গ) আশীর্বাদের পাত্র (ঘ) অভিশাপের পাত্র।

৩.৫ যারা অবহেলিত ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, তাদের বলা হয় –

(ক) ধার্মিক (খ) ভালোমানুষ (গ) সৎলোক (ঘ) প্রবক্তা।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) শেষ বিচারের মানদণ্ড কী?

(খ) ধার্মিক লোকদের জন্য কী পুরষ্কার নির্ধারিত আছে?

(গ) অবহেলিত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?

(ঘ) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করার ফল কী হবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত যীশুর শিক্ষার গভীর অর্থ ব্যাখ্যা কর।

(খ) শেষ বিচারের দিনে ধার্মিকের উদ্দেশ্যে যীশু কী বলবেন?

(গ) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ও না করার ফলগুলো লেখ ।

অধ্যায়ের নাম : পাপ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ নিজ নিজ খ্রিষ্টীয় দায়িত্বে অবহেলাজনিত পাপের বর্ণনা দিতে পারবে।

শিখনফল

৭.১.১ অবহেলিতদের প্রতি খ্রিষ্ট তাঁর অনুসারীদের যেসব দায়িত্ব পালনের নির্দে শ দিয়েছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
৭.১.২ দায়িত্ব পালনের পুরস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৭.১.৩ দায়িত্ব পালন না করার শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
৭.১.৪ নিজ নিজ খ্রিষ্টীয় দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থাকবে ।

এই অধ্যায়টিকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

মোট পিরিয়ড ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : অবহেলিতদের প্রতি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এ বিষয়ে প্রভুর যীশুর শিক্ষা।

পাঠ ১ আমরা জানি ---------- জীবন লোকে।

পৃষ্ঠা নং ৩০

শিখনফল

৭.১.১ অবহেলিতদের প্রতি খ্রিষ্ট তাঁর অনুসারীদের যেসব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপস্তক, অসুস্থ/ অসহায় লোক দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে এমন ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

প্রারম্ভে শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর পাপ সম্বন্ধে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করবেন। প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

১. আমরা কীভাবে পাপ করি? (ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার পালন না করলে)
২. পাপের ফলে আমাদের জীবনে ও সমাজে কী দেখা দেয়? (অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা)
৩. ঈশ্বর ও মানুষকে ভালো না বাসলে কী হয়? (পাপ হয়)

এরপর শিক্ষক দয়ালু শমরীয়ের গল্পটি সংক্ষেপে বলুন এবং পরে পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষক চাইলে একজনকে দিয়ে পাঠ্য বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠার অংশটি পড়াতে পারেন। তারপর দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার এমন ছবি দেখিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে ।
২. আদম হবার পাপ ছিল?	ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল ।
৩. আমরা কীভাবে পাপ করি?	ঈশ্বরের ও গুরুজনদের আদেশ অমান্য করে ।
৪. পৃথিবীর সকল মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর ।
৫ সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে কার দ্বারা ?	মানুষের দ্বারা ।
৬. নিজেকে নম্র করে গড়ে তোলার জন্য যীশুর শিক্ষা কী ছিল?	নিজেকে ছোট করতে হবে ।

৬ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষক বাইবেল থেকে লূক ১৪ঃ ৭-১১ পদ পড়ে শোনান । তারপর ব্যাখ্যা দিন ।

ব্যাখ্যাঃ নম্র মানষেরাই যীশুর প্রকৃত শিষ্য হতে পারে । যীশুর আদর্শ হলো যে নিজেকে ছোট করে তাকে করা হবে বড় । আর যে নিজেকে বড় মনে করে তাকে করা হবে ছোট । যীশু নিজেই সেই নম্রতার আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন । তিনি ঈশ্বরপুত্র হয়েও নিজেকে নম্র করেছেন এবং ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন । যীশু আমাদের শিখিয়েছেন যেন আমরা নিজেকে নম্র করে গড়ে তুলতে পারি ।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন ।

১. আমরা কীভাবে পাপ করি?
২. পৃথিবীর সকল মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন?
৩. নিজেকে নম্র করে গড়ে তোলার জন্য যীশুর শিক্ষা কী ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন ।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন ।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন ।
৪. ধার্মিক লোকেরা কোথায় যাবে?
৫. অধার্মিক লোকেরা কোথায় যাবে?

পরিকল্পিত কাজ

১. তুমি কোনো সেবাকাজ করে থাকলে তা লেখ ।
২. দয়ালু শমরীয় গল্পটি অভিনয় করে দেখাও ।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : যীশুর শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ ।

পাঠ ২ আমাদের ---------- খ্রিষ্টসেবা ।

শিখনফল

পৃষ্ঠা নং ৩২

৭.১.২ দায়িত্ব পালনের পুরস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।

পিরিয়ড ২

উপকরণ : সেবা কাজের ছবি ও সেবা কাজ করার চার্ট, বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক ।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করবেন তারা কখনো অন্যকে কোনো রকম সাহায্য করেছে কি না। কয়েকজনের কাছ থেকে কয়েকটা সেবাকাজের ঘটনা জানার পর শিক্ষক আজকের পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

ক) শিক্ষক বাইবেল থেকে মথি ২৪ঃ ৪৫ - ৪৭ পদ পড়তে দিবেন। তারপর আরেকজনকে দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের ৩১-৩২ পৃষ্ঠার পাঠটি পড়াতে পারেন। পরে শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় পাঠটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. ধার্মিক লোকদের জন্য কী পুরস্কার নির্ধারিত আছে?

২. অবহেলিত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?

৩. অবহেলিত মানুষদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করার ফল কী হবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর উপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. কী কীভাবে অবহেলিতদের সেবা করা যায় দলগতভাবে তার একটি তালেকা প্রস্তুত কর।

২. গান : পাঠ্যপুস্তকে আছে (সেবা কর দঃখীজনে)

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : দায়িত্ব পালন করার ও না করার ফল

পাঠ ৩ যীশু ----------নরকে।

পৃষ্ঠা নং - ৩৩ - ৩৪

শিখনফল

৭.১.৪ নিজ নিজ খ্রিষ্টীয় দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থাকবে ।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ

সেবা কাজের ছবি ও সেবা কাজ করার চার্ট, বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক পূর্ব পাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন। তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।

১. তোমরা কী কখনো সেবা কাজ করেছ? (কয়েক জনের কাছ থেকে কয়েকটা সেবাকাজের ঘটনা জানার পর শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন)

২. সেবা কাজ করার পর তোমার কেমন লেগেছে? (আনন্দ পেয়েছি/ খুব ভালো লেগেছে)

ক) শিক্ষক বলবেন আমরা প্রত্যেকে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে যীশুর কাজ থেকে একটি দায়ত্ব পেয়েছি সমাজে যারা অবহেলিত, তুচ্ছ, অসহায় তাদের পাশে গিয়ে দাড়ানো এবং তাদের সাহায্য করা। আমরা যদি এই দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করে থাকি তাহলে আমরা যীশুর কাছ থেকে পুরস্কার পাব। এখন বাইবেল থেকে মথি ২৪ঃ ৪৫- ৫১ পদ একজনকে পড়তে দিবেন। সবাই মন দিয়ে শুনবে। তারপর আরেকজনকে দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠার পাঠটি পড়তে দিবেন। পরে শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় পাঠটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন ।

ব্যাখ্যা

আমরা প্রত্যেকে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে যে দায়িত্ব পেয়েছি আমাদের প্রত্যেকের সেই দায়িত্বে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যদি আমরা সব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি তাহলে যীশু পুরস্কার দিবেন। যদি অবহেলা করি তাহলে তার জন্যও শাস্তি পেতে হবে। দায়িত্ব পালনের ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিচার করা হবে। তাই ছোট ছোট সেবা কাজের মধ্য দিয়ে আমরা যীশুর দেয়া দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. যারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে তাদের জন্য যীশু কী পুরস্কার দিবেন?
২. অবহেলিত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?
৩. অবহেলিত মানুষদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করার ফল কী হবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. তুমি কীভাবে অবহেলিতদের সেবা করবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
২. গান : (যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত)

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশু

এ পৃথিবীতে মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁর জন্ম সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এবার আমরা তাঁর মুক্তিকাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। "ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার কারও যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে অনন্ত জীবন। ঈশ্বর জগতকে দণ্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে পাঠান নি; পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে" (যোহন: ৩: ১৬–১৮)। পবিত্র বাইবেলের এই বাণীর মধ্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যীশু জগতের মুক্তিদাতা। ত্রিশ বছর পর্যন্ত যীশু নাজারেথে তাঁর পিতামাতার সাথে জীবন কাটান। সময় পূর্ণ হলে তিনি মুক্তিদায়ী কাজের জন্য তাঁর প্রকাশ্য জীবন আরম্ভ করেন।

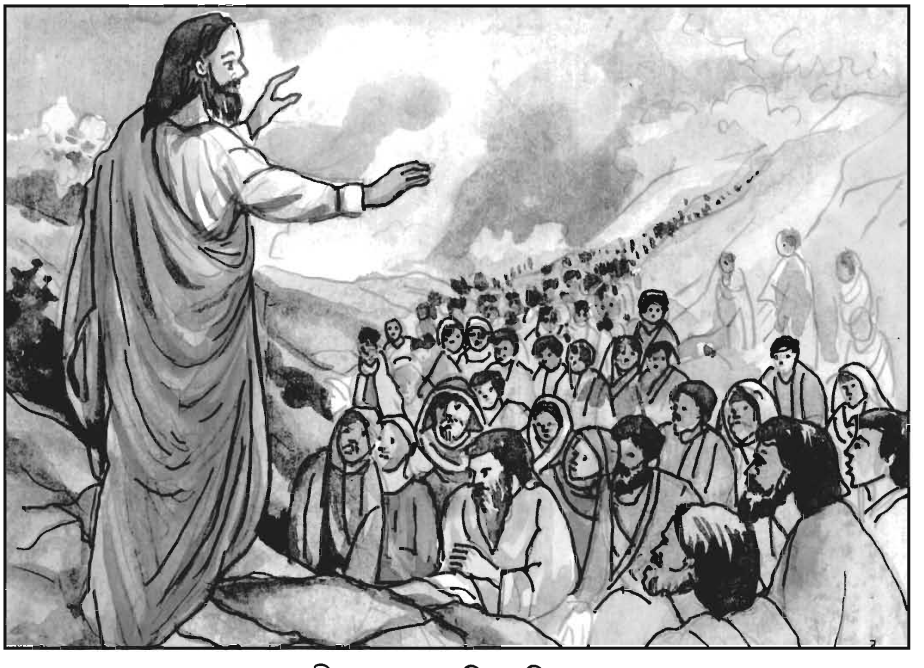

যীশু জনতাকে শিক্ষা দিচ্ছেন

যীশুর মুক্তিদায়ী কাজের শুরু

বাণী প্রচার, আশ্চর্য কাজ ও জীবনাদর্শ দ্বারা যীশু মানবজাতির জন্য মুক্তিকাজ শুরু করেন। এই কাজ তিনি শুরু করেছেন গালিলেয়াতে। প্রথমে তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে দীক্ষাস্নাত

হন। এরপর তিনি মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন যাবৎ উপবাস ও প্রার্থনা করে কাটান। তিনি শুনতে পেলেন, দীক্ষাগুরু যোহনকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। তখন তিনি গালিলেয়া এসে ঈশ্বরের মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "সময় পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য এখন কাছে এসে গেছে। তোমরা সকলে মন পরিবর্তন কর ও মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর" (মার্ক ১:১৪–১৫)। একদিকে তিনি বাণী প্রচার করতে লাগলেন, অন্যদিকে তিনি শিষ্যদেরও আহ্বান করতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁর নিজের শহর নাজারেথের সমাজগৃহে গেলেন। সেখানে তিনি প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন। তিনি নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করেন:

"প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গালবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টিলাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" (লূক ৪:১৮–১৯)।

এই বাণী ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু সকলকে জানিয়ে দেন যে, প্রবক্তা ইসাইয়া বহুদিন আগে তাঁর সম্পর্কেই বলেছিলেন। প্রবক্তা বলেছিলেন যে কুমারীর গর্ভে একজন মুক্তিদাতা জন্ম নিবেন এবং বিভিন্নভাবে বন্দী মানুষকে তিনি মুক্ত করবেন।

যীশুর মুক্তিবাণীর মর্মার্থ

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, যীশুর বাণীপ্রচার কাজের মূল বিষয় ছিল ঐশরাজ্য। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে ঐশরাজ্য কাছে এসে গেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর সকল সৃষ্টির ওপর রাজত্ব করেন। তিনি সব কিছুর প্রভু। তিনি সকল জাতির রাজা। এ সম্পর্কে তিনি সকলকে সচেতন হতে ও মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের পথে ফিরে আসতে বলেন। ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ ন্যায্যতা, শান্তি, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি, দয়া, মমতা, ইত্যাদি গুণ প্রকাশ করা। মানুষ নানারকম পার্থিব চিন্তায় মগ্ন ছিল। তারা দৈহিকভাবে বন্দী না থাকলেও আধ্যাত্মিকভাবে বন্দী ছিল। অর্থাৎ ঈশ্বরের পথ থেকে সরে গিয়ে শয়তানের পথে বিচরণ করছিল। তাদের মধ্যে অন্যায়, অশান্তি, ঘৃণা, প্রতিশোধ, কঠোর মনোভাব ইত্যাদি প্রকাশ পেত। কাজেই সকলেরই শয়তানের পথ থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের পথে আসতে হবে। ঈশ্বরকে রাজা ও প্রভু বলে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে।

যীশুর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ

১। একদিন যীশু একটি শহরে গেলেন হঠাৎ একজন কুষ্ঠরোগী যীশুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। যীশুকে দেখে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে এই মিনতি জানাল: "প্রভু আপনি

চাইলেই আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন।" হাত বাড়িয়ে যীশু তাকে স্পর্শ করে বললেন: "তাই চাই আমি তুমি সেরেই ওঠ।" আর তখনই তার কুষ্ঠরোগ দূর হয়ে গেল (লূক: ৫: ১২–১৩)।

২। যীশু লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন লোক একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে এলো। তারা ভিড়ের জন্য লোকটিকে বাড়ির ভেতরে আনতে পারছিল না। তাই তারা ঘরের ছাদের টালি সরিয়ে রোগীটিকে খাটিয়া সমেত লোকদের মাঝখানে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল। তাঁর প্রতি তাদের এমন বিশ্বাস দেখে যীশু তাকে বললেন: "শোন, তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।" তিনি লোকটিকে আবার বললেন: "আমি তোমাকে বলছি: উঠো, তোমার খাটিয়া তুলে নাও আর ঘরে যাও!" আর তখনই সে তাদের সামনে উঠে দাঁড়াল। যে খাটিয়ায় সে এতক্ষণ শুয়েছিল, তা তুলে নিয়ে তখন ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। উপস্থিত সকলে তখন অবাক হয়ে গেল (মার্ক ২:১–১২)।

৩। যীশু লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন একজন ইহুদি সমাজনেতা তাঁর কাছে এসে নত হয়ে বললেন: 'আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে! আপনি এসে তার গায়ে একবার হাত রাখুন, তাহলে সে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে!" যীশু তখনই তাঁর সঙ্গে চললেন। সমাজ নেতার বাড়িতে গিয়ে দেখলেন অনেক লোকের ভিড়। তিনি তখন বললেন : "তোমরা এখান থেকে চলে যাও; মেয়েটি তো মারা যায় নি। ও তো ঘুমুচ্ছে!" তারা তাঁকে নানা মন্তব্য করতে লাগল। তখন সেসব লোককে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলো। যীশু এবার ঘরের ভেতরে গিয়ে মেয়েটির একটি হাত ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। এই ঘটনা চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল (মার্ক ৫:৩৫–৪৩)।

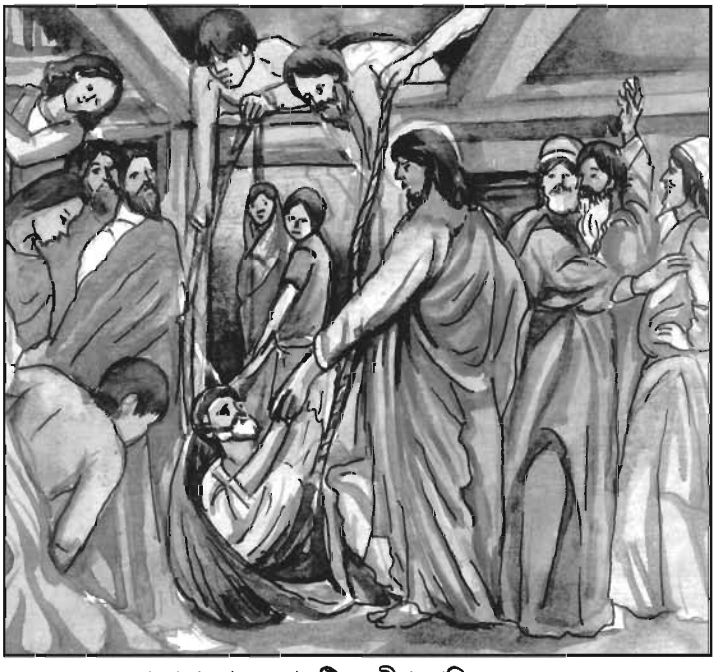

পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে যীশু সারিয়ে তুলেন

যীশু একটার পর একটা আশ্চর্য কাজ করে চলছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহনের শিষ্যেরা যোহনকে এই সংবাদ দিলেন। তাই যোহন একদিন তাঁর দুইজন শিষ্যকে যীশুর কাছে পাঠালেন। তাঁদের তিনি এই কথা জানতে পাঠালেন যে, যাঁর আসবার কথা, তিনিই সেই মুক্তিদাতা কি না। ঠিক এই সময়েই যীশু যোহনের শিষ্যদের সামনে অনেকগুলো আশ্চর্য কাজ করলেন। এরপর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন যাকিছু দেখলে বা শুনলে, সবই যোহনকে গিয়ে জানাও। তাঁকে জানাও: অন্ধ এখন দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা হচ্ছে, কালা কানে শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে আর দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করা হচ্ছে।" এই কথাগুলো বলে যীশু যোহনের শিষ্যদের জানালেন যে, যীশুই সেই মুক্তিদাতা, মানুষ যাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি যেসব আশ্চর্য কাজ করছেন, সেগুলো ঐশরাজ্যের চিহ্ন। অর্থাৎ ঈশ্বর সবকিছুর ওপর প্রভুত্ব করেন।

মুক্তির পথে চলা

আমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ। আমাদের জন্য তাঁর একটা সুন্দর পরিকল্পনা আছে। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যই সেই পরিকল্পনা করেছেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র যীশুকে পাঠিয়েছেন। প্রভু যীশু আমাদের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য স্বর্গের পথ খুলে দিয়েছেন। আমরা যদি যীশুর দেখানো পথে বিশ্বস্তভাবে চলতে থাকি তবে আমরা মুক্তি লাভ করব। কীভাবে যীশুর পথে এগিয়ে চলা যায় নিচে তার কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো:

১। পবিত্র বাইবেলে লিখিত ঈশ্বরের সব বাণীর ওপর তথা ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা
২। মনেপ্রাণে যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা
৩। পবিত্র আত্মার দানগুলো নিয়ে ধ্যান করা ও সেগুলো বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা
৪। পবিত্র আত্মার প্রেরণার ওপর আস্থা রাখা ও তাঁর প্রেরণায় চলা
৫। প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য সময়ও সুযোগ হলে খ্রিষ্টযাগে ও প্রার্থনায় যোগদান করা
৬। ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা
৭। পার্থিব লোভ–লালসা পরিহার করা
৮। মাঝে মাঝে উপবাস ও দরিদ্রদের দান বা দয়ার কাজ করা
৯। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা ও নিজের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যীশুর অনুসরণ করা
১০। পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত নিয়মিত গ্রহণ করা; দেহ, মন ও আত্মায় পরিশুদ্ধ থাকা

১১। বিশ্বাস ও মনোযোগ সহকারে এবং নিরাশ না হয়ে প্রতিদিনকার প্রার্থনা করা
১২। নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করা ও মন ফেরানো
১৩। প্রতিবেশীর সেবা করা।

কী শিখলাম

যীশু গালিলেয়াতে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ শুরু করেছেন। আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজের প্রকাশ ঘটেছে। মুক্তির পথে চলার উপায়গুলো আমরা জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

১। যীশুর পাঁচটি আশ্চর্য কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।
২। যীশুর যে কোনো একটি আশ্চর্য কাজ অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) যীশু দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে ..... গ্রহণ করেছিলেন।
(খ) যীশু সমাজগৃহে গিয়ে প্রবক্তা ..... বাণী গ্রন্থ থেকে পাঠ করেছিলেন।
(গ) যীশুর বাণীপ্রচারের মূল বিষয় ছিল .....।
(ঘ) ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ..... পাঠিয়েছিলেন।
(ঙ) মুক্তি লাভের উপায় হলো মনেপ্রাণে যীশুকে ..... রূপে গ্রহণ করা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবাসলেন যে তাঁর	ক) সারিয়ে তুলতে পারেন।
খ) তোমরা সকলে মন পরিবর্তন কর ও	খ) ঐশরাজ্যের চিহ্ন।
গ) প্রভু আপনি চাইলেই আমাকে	গ) নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করা।
ঘ) যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো হলো	ঘ) একমাত্র পুত্রকে দান করে দিয়েছেন।
ঙ) মুক্তির পথে চলার অর্থ হলো	ঙ) মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর।
	চ) রক্ষা করতে পারেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ যে কেউ পুত্রকে বিশ্বাস করে সে
(ক) মুক্তিলাভ করে (খ) চিরসুখী হয়
(গ) অনন্ত জীবন লাভ করে (ঘ) পুরস্কার লাভ করে।

৩.২ ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ হলো
(ক) পাপ না করা (খ) ক্ষমা করা
(গ) সুস্থতা লাভ করা (ঘ) যীশুকে গ্রহণ করা

৩.৩ যীশু কার মেয়েকে বাঁচিয়ে তুললেন?
(ক) শতানিকের (খ) ফরিসির
(গ) সেনাপতির (ঘ) সমাজ নেতার

৩.৪ ঐশরাজ্যের চিহ্ন কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) যোহনের বাণীপ্রচারের মাধ্যমে (খ) যীশুর দীক্ষাস্নান গ্রহণের মাধ্যমে
(গ) যীশুর আশ্চর্য কাজের দ্বারা (ঘ) যীশুর বাণী প্রচারের মাধ্যমে।

৩.৫ যীশু তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছিলেন?
(ক) নাজারেথে (খ) কাফারনাহূমে
(গ) গালিলেয়ায় (ঘ) যেরুসালেমে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) যীশু কুষ্ঠরোগীকে কী বলে সুস্থ করেছিলেন?
(খ) যীশু কেন জীবন দিয়েছিলেন?
(গ) যোহনের শিষ্যেরা কেন যীশুর কাছে গিয়েছিলেন?
(ঘ) আমরা কীভাবে মুক্তিলাভ করতে পারি?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) নাজারেথের সমাজগৃহে যীশু যে পাঠটি করেছিলেন সে অংশটি লেখ।
(খ) যীশুর মুক্তির বাণীর মমার্থ কী?
(গ) পক্ষাঘাত লোকটির সুস্থতালাভের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
(ঘ) মুক্তির পথে চলার পাঁচটি উপায় লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশু

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ মুক্তিদাতা যীশুর মুক্তিকাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ যীশু কীভাবে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ শুরু করেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

৮.১.২ যীশু মানুষকে যে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন তার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৮.১.৩ যীশুর কয়েকটি মুক্তিদায়ী আশ্চর্য কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

৮.১.৪ যীশুর মুক্তির পথে চলবে।

এই অধ্যায়টিকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

মোট পিরিয়ড ৫

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : যীশুর মুক্তিদায়ী কাজের শুরু

পাঠ ১ এ পৃথিবীতে ----------মুক্ত করবেন।

পৃষ্ঠা নং ৩৬ - ৩৭

শিখনফল

৮.১.১ যীশু কীভাবে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ শুরু করেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন এমন একটি ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করবেন।

১. মুক্তি অর্থ কী? (ছেড়ে দেওয়া, বাঁধন খুলে দেওয়া)

২. আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে ঈশ্বর কাকে পাঠিয়েছিলেন? (মুক্তিদাতা যীশুকে)

৩. যীশু কে? (স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র)

৪. যীশু কাদের জন্য এসেছিলেন? (সকল মানুষের জন্য)

এরপর শিক্ষক বলবেন, এ পৃথিবীতে মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য ও জন্ম সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এবার আমরা তাঁর মুক্তিকাজ সম্বন্ধে জানব। শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষক একজনকে ৩৬ পৃষ্ঠার পাঠটি পড়তে দিবেন। পরে শিক্ষক সংক্ষেপে বলবেন যীশুর ১২ বৎসর বয়সে মন্দিরে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনার পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁর পিতামাতার সাথে জীবন কাটান। যখন সেই সময় এসে গেল তখন যীশু মুক্তিদায়ী কাজের জন্য তাঁর প্রকাশ্য জীবন আরম্ভ করেন। যীশুর কর্মজীবন শুরু করার আগে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছে এসে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন। যীশু তো কোন পাপ করেন নি তাই তাঁর মন পরিবর্তনের দরকার ছিল না। কিন্তু তিনি সকল মানুষের সঙ্গে এক হতে চাইলেন। দীক্ষাস্নানের পর যীশু শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হন এবং জয় লাভ করে আমাদের শিক্ষা দেন যে আমরাও অমঙ্গলের ওপর জয়লাভ করতে পারি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে পূর্ণ হয়ে তাঁর প্রেরণ কাজ শুরু করেন। যীশুর প্রচার কাজের প্রথম কথা হলো :

"সময় পূর্ণ হয়েছে , ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। তোমরা মন পরিবর্তন কর ও মঙ্গলসমাচার বিশ্বাস কর।" যীশুর প্রচারের সঙ্গী হওয়ার জন্য তিনি শিষ্যদের আহ্বান করলেন।

গালিল প্রদেশের নিজ গ্রামে যীশু প্রথমবার মানুষের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন বাণী পাঠের ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে যীশু সকলকে জানিয়ে দিলেন যে প্রবক্তা ইসাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ করেছে। এই বাণীর মধ্যেই যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য ও কাজের তালিকা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন	উত্তর
১.ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	শিক্ষর্থীরা উত্তর দিবে।
২. যীশু কার কাছে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন?	বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাছ থেকে
৩. মরু প্রান্তরে যীশু কতদিন উপবাস ও প্রার্থনা করেছিলেন?	৪০ দিন
৪. যীশুর প্রচার কাজের প্রথম কথা কী ছিল?	ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। তোমরা মন পরিবর্তন কর ও মঙ্গলসমাচার বিশ্বাস কর।"
৫. যীশু কত বছর বয়সে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন?	৩০ বৎসর বয়সে।
৬.যীশু কোথায় গিয়ে বাণী পাঠ করেছিলেন?	নিজের শহর নাজারেথের সমাজ গৃহে।
৭. কোন প্রবক্তার বাণী থেকে পাঠ করেছিলেন?	প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণীগ্রন্থ
৮. এই বাণীর মধ্য দিয়ে কী বোঝা যায়?	প্রবক্তা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যীশুর মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছে।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১.যীশু কার কাছে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন?
২.মরু প্রান্তরে যীশু কতদিন উপবাস ও প্রার্থনা করেছিলেন?
৩.যীশুর প্রচার কাজের প্রথম কথা কী ছিল?
৪.যীশু কোথায় গিয়ে বাণী পাঠ করেছিলেন?
৫.কোন প্রবক্তার বাণী থেকে পাঠ করেছিলেন?
৬.এই বাণীর মধ্য দিয়ে কী বুঝা যায়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২.পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।
৩.শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ : নাজারেথের সমাজ গৃহে যীশু যে পাঠটি করেছিলেন সে অংশটি লেখ।।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : যীশুর মুক্তিবাণীর মর্মার্থ।

পাঠ ২ এখন আমরা ---------- করতে হবে।

পৃষ্ঠা নং ৩৭

শিখনফল

৮.১.২ যীশু মানুষকে যে - মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন তার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক পূর্বপাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

খ) শিক্ষক প্রয়োজনে একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠটি পড়াতে পারেন। পরে নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. যীশুর বাণী প্রচারের মূল বিষয় কী ছিল?	ঐশরাজ্য
২. সকল সৃষ্টির ওপর রাজত্ব করেন কে?	ঈশ্বর
৩. যীশু সকলকে কী করতে বলেন?	মনপরিবর্তন করতে ও ঈশ্বরের পথে ফিরে আসতে
৪. ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ কী?	শান্তি, ন্যায্যতা, ভালোবাসা, ক্ষমা, দয়া, মমতা
৫.মানুষ কিসে বন্দী ছিল?	পাপে
৬. পাপে বন্দী থাকলে তার মধ্যে কী প্রকাশ পায়?	ঘৃণা, অশান্তি, অন্যায় প্রতিশোধ ইত্যাদি
৭. আমাদের রাজা কে?	ঈশ্বর
৮. কাকে প্রভু বলে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে?	ঈশ্বরকে

পরে শিক্ষক ব্যাখ্যা করে বলবেন, মানুষকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরপুত্র এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল ঐশ রাজ্য যেন এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল মানুষ পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারে। অনেক সময় আমরা যীশুর কথা ও কাজ অনুসরণ করতে পারে না। আমরা যীশুর পথে না চলে অন্ধকারের পথে চলতে পছন্দ করি। ফলে আমাদের জীবনে নানা রকম সমস্যা, অশান্তি ও অপরাধের জন্ম হয়। তাই আমরা যেন যীশুর আলোর পথে চলতে পারি ও পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারি। তাহলে আমাদের জীবন ক্ষমা, শান্তি ও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. যীশুর বাণী প্রচারের মূল বিষয় কী ছিল?

২. যীশু সকলকে কী করতে বলেন?

৩. ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ কী?

৪. পাপে বন্দী থাকলে তার মধ্যে কী প্রকাশ পায়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. যীশুর মুক্তির বাণীর মর্মার্থ লেখ।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : যীশুর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ

পাঠ ৩ একদিন যীশু ---------- প্রভুত্ব করেন।

পৃষ্ঠা নং ৩৭ - ৩৯

শিখনফল

৮.১.৩ যীশুর কয়েকটি মুক্তিদায়ী আশ্চর্য কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, যীশুর সেবা কাজের ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন।

১. তোমরা কী কখনো কোনো আশ্চর্য কাজের কথা শুনেছো? (হ্যাঁ)

২. কোথায় শুনেছ? (গির্জায়/ বাইবেল থেকে)

৩. তোমরা কী দুই একটি আশ্চর্য কাজের নাম বলতে পারবে? (শিক্ষার্থীরা বলবে, না পারলে শিক্ষক সাহায্য করবে)

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষক করবেন আজ আমরা যীশুর কয়েকটি আশ্চর্য কাজের কথা শুনব। যীশু ঐশ রাজ্যের কথা প্রচার করতে করতে অনেক আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই আশ্চর্য কাজের দ্বারা যীশু মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য বাস্তবায়িত হয়েছে তা সকলের কাছে প্রকাশ করা। পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সময় এসে গেছে। যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি যে মানুষকে রোগ থেকে মুক্ত করতে পারেন তা মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

খ) শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় কুষ্ঠরোগীর সুস্থ হওয়ার ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সুস্থ হওয়ার ঘটনাটি বলবেন। বলার পর নিম্নের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কুষ্ঠরোগ কেমন রোগ?	খুব কঠিন
২. যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে লোকেরা কুষ্ঠরোগীকে কী মনে করত?	পাপী মনে করত
৩. কুষ্ঠরোগীদের দেহের মাংসের কী হতো?	মাংস পচে - গলে পড়তে থাকত
৪. কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এসে কী বলল?	"আপনি চাইলেই আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন"
৫. তাকে দেখে যীশুর কেমন লাগল?	যীশুর অন্তর করুণায় ভরে উঠল
৬. যীশু কী করলেন?	তাকে স্পর্শ করলেন এবং রোগীটি সুস্থ হয়ে গেল।
৭. পক্ষাঘাতগ্রস্তস্থ রোগীকে কার কাছে নিয়ে এলো?	যীশুর কাছে
৮. কেমন করে তাকে আনা হলো?	খাটিয়ায় করে।

৯. কীভাবে লোকটিকে যীশুর কাছে আনতে পারল?	ছাদের টালি সরিয়ে খাটিয়াসহ যীশুর সামনে নামিয়ে দিল।
১০. তাকে দেখে যীশু কী বললেন?	" তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।
১১. পরে যীশু কী বললেন?	" আমি তোমাকে বলছি; উঠো, তোমার খাটিয়া তুলে নাও আর ঘরে যাও"
১২. সুস্থ হওয়ার পর লোকটি কী করল?	ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে বাড়ি চলে গেল।
১৩. যারা এ ঘটনাটি দেখল তারা কী করল?	অবাক হয়ে গেল।
১৪. পক্ষাঘাত রোগ কী?	অবশ হয়ে যাওয়া।

আজ আমরা যীশুর দুটি আশ্চর্য কাজের ঘটনা সমন্ধে জেনেছি এবং এ থেকে শিখেছি যীশুর ওপর বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করলে আমরা রোগ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং পাপের ক্ষমা পেতে পারি।

মূল্যায়ন

ক) পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে লোকেরা কুষ্ঠরোগীকে কী মনে করত?

২. কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এসে কী বলল?

৩. তাকে দেখে যীশুর কেমন লাগল?

৪. পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে যীশুর কেমন করে আনা হলো?

৫. যীশু তাকে কী বললেন?

৬. সুস্থ হওয়ার পর লোকটি কী করল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।

৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. কুষ্ঠরোগীর ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সুস্থ হওয়ার গল্পটি বাড়ি গিয়ে মা-বাবা বা অন্য কারও কাছে বলবে।
২. কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার ঘটনাটি অভিনয় করবে।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম : যীশুর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ

পাঠ ৪ একদিন যীশু ---------- প্রভুত্ব করেন।

পৃষ্ঠা নং ৩৭ - ৩৯

শিখনফল

৮.১.৩ যীশুর কয়েকটি মুক্তিদায়ী আশ্চর্য কাজের বর্ণনা দিতে পারবে।

পিরিয়ড ৪

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, যীশু মৃত বালিকার হাত ধরে প্রার্থনা করছেন এমন ছবি, ঈশ্বরের প্রশংসা করছে এমন ছবি ।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন ।

১. কোন দুইজন রোগীকে সুস্থ করেছেন? (কুষ্ঠরোগীকে ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে)

২. দু'জনই সুস্থ হওয়ার পর কী করল? (ঈশ্বরের প্রশংসা করল)

৩. যীশুর ওপর বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করলে আমরা কী পেতে পারি? রোগ মুক্ত হতে পারি এবং পাপের ক্ষমা পেতে পারি ।)

এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন । শিক্ষক বলবেন আজ আমরা যীশুর আরেকটি আশ্চর্য কাজের কথা শুনব । যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি যে মানুষকে রোগ থেকে মুক্ত করতে পারেন এমন কি মৃত মানুষকে জীবনও দিতে পারেন ।

খ) শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় মৃত বালিকার জীবন দেয়ার ঘটনাটি বলবেন । বলার পর নিম্নের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠটি উপস্থাপন করেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. একদিন একজন সমাজের নেতা এসে যীশুকে কী বললেন?	আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে; আপনি
২. মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে যীশুর কেমন লাগত?	এসে তার উপরে হাত রাখুন, তাহলে সে নিশ্চই বেঁচে উঠবে। তাঁর নিজেরও অনেক কষ্ট হতো।
৩. সমাজ নেতার মনে কেন এত দুঃখ ছিল?	কারণ তার মেয়ে মারা গেছে ।
৪. যীশুর ওপর সেখানকার লোকদের বিশ্বাস কতখানি ছিল?	কোন বিশ্বাস ছিল না ।
৪. যারা মেয়েটির ঘরে ছিল তাদের যীশু কী করলেন?	ঘর থেকে বের করে দিলেন ।
৫. যীশু ঘরের ভিতরে গিয়ে কী করলেন?	মেয়েটির একটি হাত ধরলেন ।
৬. আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কী করল?	মেয়েটি উঠে দাঁড়াল ।
৭. এই ঘটনার কথা কারা জানল?	সেই অঞ্চলের সব লোকে জানল ।
৮. কীভাবে জানল?	কারণ ঘটনাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ।

আজ আমরা যীশু মৃত বালিকাকে জীবন দানের ঘটনা সম্বন্ধে জেনেছি এবং এ থেকে শিখেছি যীশুর ওপর বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করলে আমরা রোগ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি ।

মূল্যায়ন

ক) পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন ।

১. একদিন একজন সমাজের নেতা এসে যীশুকে কী বললেন?

২. মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে যীশুর কেমন লাগত?

৩. সমাজ নেতার মনে কেন এত দুঃখ ছিল?

৪. যীশু কার মেয়েকে বাঁচিয়ে তুললেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২.পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।
৩.শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. যীশু মৃত মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনা থেকে তুমি কী শিখেছ লেখ।
২. একটি ছোট প্রার্থনা লেখ।

পাঠ ৫

পাঠের শিরোনাম : মুক্তির পথে চলা।

পাঠ ৫ আমরা ---------- সেবা করা।

পৃষ্ঠা নং ৩৯ - ৪০

শিখনফল

৮.১.৪ যীশুর মুক্তির পথে চলবে।

পিরিয়ড ৫

উপকরণ : পাঠ্যপুস্তক, মুক্তির পথে চলার উপায়ের একটি চার্ট।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক পূর্বপাঠের মৃত বালিকার জীবন দানের মধ্য থেকে প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন।
খ) শিক্ষক, "মুক্তির পথে চলা" বিষয়টি একজনকে (৩৮ পৃষ্ঠা) পড়তে দিবেন। পড়ার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন "আমরা কীভাবে মুক্তির পথে চলতে পারি?" শিক্ষার্থীরা একজন একজন করে একেকটি বলবে আর শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক চার্টটি দেখাতে পারেন। পরে বোর্ড দেখে সবাইকে একসাথে ধীরে ধীরে পড়তে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক) পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।
১. মুক্তির পথে চলার অর্থ কী?
২. মুক্তির পথে চলার পাঁচটি উপায় লেখ।
৩. কীভাবে যীশুর পথে এগিয়ে চলা যায়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর উপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. মুক্তির পথে চলার পাঁচটি উপায় লিখ। পাঁচটি উপায় লেখ।
২. সারা জীবন গাইব আমি প্রভু মহিমা গান (গানটি সবাই একসঙ্গে গাইবে)

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মার অবতরণ

দীক্ষাস্নানের সময় আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছি। হস্তার্পণে পবিত্র আত্মায় আরও বেশি পরিপক্কতা অর্জন করেছি। পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও বারোটি ফল সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত জেনেছি। প্রেরিতশিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা কীভাবে নেমে এসেছিলেন তা এবার আমরা জেনে নিব। পবিত্র আত্মাকে পেয়ে শিষ্যদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন এসেছিল সেগুলো আমরা জানব। এরপর আমরা মঙ্গলবাণী প্রচারকাজের শুরুর কথাগুলো নিয়েও আলোচনা করব।

পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা

প্রভু যীশু তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত শারীরিকভাবে শিষ্যদের কাছাকাছি ছিলেন। তখন তিনি তাঁদের কাছে অনেকবার দেখা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন। যাবার আগে শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁদের একা ফেলে যাবেন না। একজন সহায়ককে তিনি তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিবেন। তিনি এসে তাঁদের পরিচালনা করবেন। তাঁদের সাথে সর্বদাই থাকবেন। আর সেই কথানুসারেই ঈশ্বরের আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের ওপর নেমে এসেছিলেন।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল যীশুর স্বর্গারোহণের দশদিন পরে, পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে। 'পঞ্চাশত্তম' কথার অর্থ এই ৫০ সংখ্যার পরিপূরক। পঞ্চাশত্তমী অর্থ হলো ৫০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর দিন। এটি ইহুদিদের একটি বিশেষ পর্ব ছিল। সিনাই পর্বতে মোশীর হাতে ঈশ্বর যে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন তা তারা এই বিশেষ দিনটিতে স্মরণ করত।

সেদিন যীশুর সকল শিষ্য যেরুসালেমের একটি ঘরে একসাথে বসা ছিলেন। তখন সকাল মাত্র নয়টা। তখন স্বর্গ থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাবার মতো শব্দ এলো। যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই ঘরটি ঐ শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আর সব শিষ্যের উপর আগুনের জিহ্বার মতো কী যেন নেমে এসে তাঁদের মাথার উপর জ্বলতে লাগল। তখন তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। আগুনের জিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মা নেমে আসায় শিষ্যদের মনে পড়ে গেল প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁদের জন্য পবিত্র আত্মাকে অর্থাৎ একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দিবেন। তাঁদের আরও মনে পড়ল, যীশু তাঁদের পাপ ক্ষমার কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। যার পাপ তোমরা ক্ষমা করবে তাদের পাপ স্বর্গেও ক্ষমা করা হবে। যার পাপ তোমরা ধরে রাখবে তার পাপ স্বর্গেও ধরা থাকবে। সেই পবিত্র আত্মা

প্রেমের আগুন দিয়ে সকলের পাপ ক্ষমা করবেন। তাঁরই শক্তিতে শিষ্যগণও পাপ ক্ষমা করবেন।

পবিত্র আত্মার আগমনে প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে পরিবর্তন

শিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার পর তাঁদের মধ্য থেকে ভয় দূর হয়ে গেল। তাঁদের অন্তরে এমন এক সাহস এলো যা আগে কোনো দিন ছিল না। তাঁরা তখন বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। তাছাড়া গভীর এক আনন্দে তাদের অন্তর ভরে গেল। সেই দিন পঞ্চশত্তমী পর্ব উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিরা যেরুসালেমে উপস্থিত ছিল। ঐ ঘরটির উপর বাতাসের প্রচণ্ড শব্দ শুনে বহু দেশ থেকে আগত ইহুদিরা সেখানে উপস্থিত হলো।

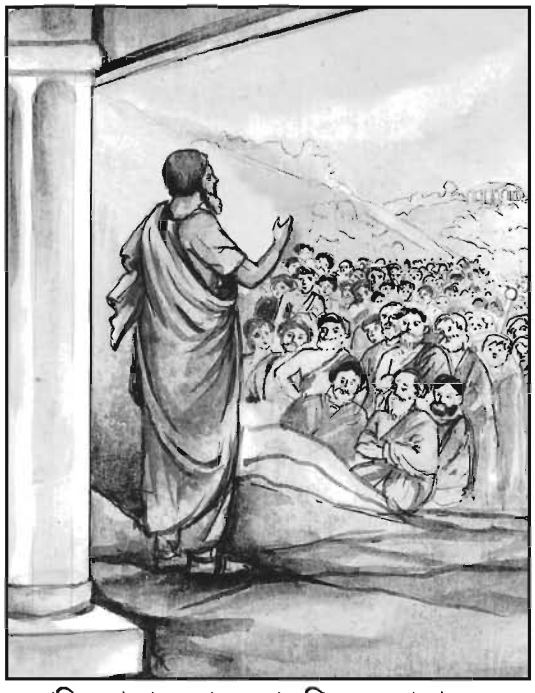
পবিত্র আত্মাকে লাভের পর পিতরের ভাষণ

তারা নিজ নিজ দেশের ভাষায় প্রেরিতশিষ্যদের কথা বলতে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা মনে করল প্রেরিতশিষ্যগণ মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন। কিন্তু পিতর দাঁড়িয়ে ঐ লোকদের বললেন, তাঁরা মদ খান নি বরং পবিত্র আত্মাকে তাঁরা লাভ করেছেন। তিনি যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে লম্বা একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যীশু ছিলেন খ্রিষ্ট। তাঁকে ঈশ্বর নিজে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু লোকেরা যীশুকে হত্যা করে বড় ভুল করেছে। এর দ্বারা তারা মহাপাপ করেছে। তাঁর কথা শুনে লোকেরা অনুতপ্ত হলো ও মন পরিবর্তন করল। সেদিন তিন হাজার লোক যীশুর নামে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করল। পবিত্র আত্মা সেদিন স্বর্গ থেকে নেমে এসে মণ্ডলীতে থাকলেন। তিনি সকল শিষ্য, কুমারী মারিয়া ও দীক্ষাস্নাত সকল খ্রিষ্টভক্তের অন্তরে রইলেন। এরপর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো দেখা গেল:

১। দীক্ষাস্নাত সকলে প্রেরিতদের শিক্ষা, সহভাগিতা, রুটিভাঙ্গার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনায় মনোযোগী হলো।

২। প্রেরিতদের দ্বারা অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল।

৩। সকলের অন্তরে একটা ঈশ্বরভীতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা কাজ করতে লাগল।

৪। সকল ভক্তর নিজ নিজ সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত টাকা পয়সা এনে প্রেরিতদের কাছে জমা করতে লাগল। নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে তারা ব্যয় করত।

৫। সকলে একমন ও একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রশংসা ও ভোজে যোগ দিতে লাগল।

৬। দিন দিন অগণিত মানুষ তাঁদের দলে যোগদান করতে লাগল।

৭। মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো।

কী শিখলাম

প্রেরিতশিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি জানতে পারলাম। পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর শিষ্যদের ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর তাঁরা নির্ভয়ে পুনরুত্থিত যীশুর মঙ্গলবাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। অনেক লোক বিশ্বাসী হলো ও দীক্ষাস্নাত হতে লাগল।

পরিকল্পিত কাজ

পবিত্র আত্মার অবতরণের ছবিটি আঁক।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর ..... দিন পর্যন্ত যীশু শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন।

(খ) স্বর্গারোহণের .....দিন পর শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

(গ) পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যদের উপর ..... নেমে এসেছিলেন।

(ঘ) পিতরের ভাষণ শুনে তিন হাজার লোক যীশুর নামে ..... গ্রহণ করেছিল।

(ঙ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের ..... দূরে হয়ে গেল।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন	ক) পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন।
খ) শিষ্যেরা আগুনের জিহ্বার আকারে	খ) অনুতপ্ত হলো ও মন পরিবর্তন করল।
গ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে প্রেরিত শিষ্যেরা	গ) রুটি ভাঙ্গার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনায় মনোযোগী হলো।
ঘ) পিতরের কথা শুনে লোকেরা	ঘ) তিনি তাদের একা রেখে যাবেন না।
ঙ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত খ্রিস্টভক্তগণ	ঙ) শক্তিশালী হয়ে উঠল ।
	চ) পাপ ক্ষমা করার অধিকার লাভ করলেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর যীশু কী করলেন?

(ক) বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন (খ) যেরুসালেমে মন্দিরে গেলেন

(গ) স্বর্গে আরোহণ করলেন (ঘ) নাজারেথে ফিরে গেলেন

৩.২ পবিত্র আত্মা এসে শিষ্যদের

(ক) রক্ষা করলেন (খ) পরিচালনা করলেন

(গ) পাপ ক্ষমা করলেন (ঘ) শক্তি দিলেন

৩.৩ পঞ্চাশত্তমী পর্ব উপলক্ষে ইহুদিরা এসে সমবেত হলো

(ক) গালিলেয়ায় (খ) বেথলেহেমে

(গ) শমরীয়ায় (ঘ) যেরুসালেমে

৩.৪ পিতর তাঁর বক্তব্যে বললেন যারা যীশুকে মেরেছে তারা

(ক) অন্যায় করেছে (খ) মহাপাপ করেছে

(গ) ক্ষতি করেছে (ঘ) সর্বনাশ করেছে ।

৩.৫ পবিত্র আত্মা পাপ ক্ষমা করেন

(ক) পাপস্বীকারের মাধ্যমে (খ) প্রেমের আগুন দিয়ে

(গ) আশীর্বাদ করে (ঘ) আগুনের জিহ্বার দ্বারা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পঞ্চাশত্তমী অর্থ কী?

(খ) শিষ্যদের কাছে যীশু কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

(গ) পবিত্র আত্মাকে লাভের পর প্রেরিতশিষ্যদের কথা শুনে ইহুদিরা কী মনে করেছিল?

(ঘ) কখন থেকে মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি লেখ।

(খ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের কী অবস্থা হয়েছিল ও তারা কী করেছিল?

(গ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লোকদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মার অবতরণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও বারোটি ফল বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

৯.১.১ প্রেরিতশিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবে।

৯.১.২ পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর শিষ্যদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

৯.১.৩ পিতর ও অন্য শিষ্যদের বাণী প্রচারের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

এই অধ্যায়টিকে ২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

মোট পিরিয়ড ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা

পাঠ ১ দীক্ষাস্নানের ---------- করবেন।

শিখনফল

৯.১.১ প্রেরিতশিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবে।

পৃষ্ঠা নং ৪২-৪৩

পিরিয়ড ১

উপকরণ

পাঠ্যপুস্তক, বাইবেল, পবিত্র আত্মার অবতরণের একটি ছবি।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন উত্তরের সাহায্যে পাঠের বিষয়টি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. কোন নেতা কীভাবে তাদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন?	তাদের নেতৃত্বের মাধ্যমে, কথা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা।
২. বাবা-মা ও শিক্ষক কাদের সন্তান বা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কীরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন?	গঠনদানের মধ্য দিয়ে, শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে

শিক্ষক এবার বলুন যে, যীশু স্বর্গে যাবার আগে তাঁর শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন; "আমি পিতার কাছে আবেদন জানাব ; তিনি যেন একজন সহায়ক আত্মাকে দান করেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং পরিচালনা করবেন। এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন ও পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন। পরে পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনাটি শিক্ষক সহজসরলভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বলবেন। প্রয়োজনে বাইবেল থেকে পাঠটি পরেও শোনাতে পারেন এবং ছবি দেখিয়ে ও নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. যীশুর পুনরুত্থানের পর কত দিন পর্যন্ত তিনি শারীরিকভাবে শিষ্যদের কাছাকাছি ছিলেন?	৪০ দিন।
২. শিষ্যরা কী যীশুকে দেখতে পেতেন?	হ্যাঁ, যীশু বার বার তাদের দেখা দিতেন।
৩. স্বর্গে যাবার আগে যীশু শিষ্যদের কী বলেছিলেন?	তিনি তাদের একা ফেলে যাবেন না, একজন সহায়ককে দিবেন এবং পরিচালনা করবেন।
৪. যীশুর স্বর্গারোহণের কত দিন পর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি ঘটেছিল?	১০ দিন পর।
৫. সেই সময় কোনপর্ব পালন করা হচ্ছিল?	পঞ্চাশত্তমী পর্ব।
৬. পঞ্চাশত্তমী অর্থ কী?	৫০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর।
৭.এই পর্ব কারা পালন করত?	ইহুদিরা
৮. এই পর্ব দিনে তারা কী স্মরণ করত?	মোশীর কাছে দেওয়া ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা দেওয়ার দিন।
৯. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	একদল লোক, কবুতর, আর সকলের মাথার উপর অগ্নিজিহ্বা।
১০. ছবিতে লোকগুলো কারা?	যীশুর শিষ্যরা এবং মা মারীয়া।
১১. ছবিতে পবিত্র আত্মাকে কীভাবে দেখানো হয়েছে?	একটি অগ্নিজিহ্বা মধ্যে ও কবুতরের আকারে।
১২. শিষ্যদের মাথার উপর কী দেখতে পাচ্ছ?	অগ্নিজিহ্বা।
১৩. পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের পর শিষ্যেরা কী করেছিলেন?	তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছিলেন।
১৪. তারা বিভিন্ন ভাষায় কী বলছিলেন?	যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাণী প্রচার করছিলেন।

মূল্যায়ন

৪. পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. অগ্নিজিহ্বার অর্থ কী?

২. পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের পর শিষ্যেরা কী করেছিলেন?

৩. তারা বিভিন্ন ভাষায় কী বলছিলেন ?

৪. নিজের ভাষায় পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি বল।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১.শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।

২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পরেন।

৩.শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

পবিত্র আত্মার একটি প্রতীক অঙ্কন কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র আত্মার আগমনে প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে পরিবর্তন ।

পাঠ ২ শিষ্যগণ ---------- যাত্রা শুরু হলো ।

পৃষ্ঠা নং ৪৩ - ৪৪

পিরিয়ড ২

শিখনফল

৯.১.২ পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর শিষ্যদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করতে পারবে ।

উপকরণ

বাইবেল, পাঠ্যপুস্তক, পবিত্র আত্মাকে লাভের পর পিতরের ভাষণের ছবি ।

শিখন শিখানো কার্যাবলি

ক) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন গত ক্লাসে তোমরা পবিত্র আত্মার আগমনের ঘটনা শুনেছো । পবিত্র আত্মাকে পেয়ে শিষ্যদের কী পরিবর্তন হয়েছিল তা আজ আমরা জানব । শিক্ষক পূর্বপাঠের প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন ।

খ) শিক্ষক সহজসরলভাবে পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর শিষ্যদের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনের ঘটনাটি শিক্ষার্থীদের কাছে বলবেন । পরে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠটি পড়াতে পারেন । প্রয়োজনে বাইবেল থেকে পাঠটি পড়েও শোনাতে পারেন এবং ছবি দেখিয়ে ও নিম্নলিখিত প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পাঠে অগ্রসর হবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?	একজন লোক ভাষণ / শিক্ষা দিচ্ছেন ।
২. ছবিতে লোকগুলো কারা?	যীশুর শিষ্যরা ।
৩. পবিত্র আত্মাকে পেয়ে শিষ্যদের কী দূর হলো?	ভয় ।
৪. সেই সময়ে কারা উপস্থিত ছিলেন?	বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিরা ।
৫. শিষ্যরা যখন কথা বলছিল সবাই তখন কী হয়েছিল?	সবাই তাদের কথা বুঝতে পেরেছিল ।
৬. লোকেরা শিষ্যদের এই রকম করতে দেখে কী ভেবেছিল?	তারা ভেবেছিল শিষ্যরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রয়েছে ।
৭. তখন কে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিল?	পিতর
৮. পিতর কার বিষয়ে কথা বলছিল?	যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও পিতার পাশে আসন
৯. পিতরের ভাষণ শুনে কী হয়েছিল?	লোকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল
১০. সেই দিন কত লোক দীক্ষাস্নন গ্রহণ করেছিল?	তিন হাজার লোক ।
১১. কোন দিনকে মণ্ডলীর জন্ম বলা হয়?	পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন ।
১২. পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লোকদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?	পরিবর্তনের চার্টটি দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীরা একটি একটি করে বলবে ।

শিক্ষক জোরা দিয়ে বলবেন, পবিত্র আত্মা যিনি শিষ্যদের ওপর নেমে এসেছিলেন এবং শিষ্যগণ বাণী প্রচার করেছিলেন। ফলে সেদিন অনেক লোক দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র আত্মা সবার অন্তরে বাস করে সবার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিল। আমরাও দীক্ষাস্নানের সময় প্রত্যেকে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি। পবিত্র আত্মা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাস করেন। তিনি আমাদের আনন্দিত এবং যীশুর সাহসী অনুগামী হওয়ার অনুগ্রহ দান করেন। তিনি সর্বদা আমাদের সাথে থাকেন এবং যীশুর পথে পরিচালিত করেন। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব যীশুর বাণী প্রচার করা।

মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ানোর পর পাঠের ওপর ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয় ও বক্তব্য বুঝেছে কি না তা যাচাই করবেন।

১. পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের অবস্থা কী হয়েছিল?
২. পিতরের ভাষণ শুনে কত লোক দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিল?
৩. কখন থেকে মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো?
৪. পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লোকদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১. শিক্ষক দুর্বল শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোর ওপর আবার প্রশ্ন করবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
২. পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারেন।
৩. শিক্ষক নিজে সময় দিয়ে বুঝাতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. পবিত্র আত্মার অবতরণের ছবিটি আঁক।
২. পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লোকদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল? ৫টি কারণ লেখ।

দশম অধ্যায়

খ্রিষ্টমণ্ডলী

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি ও ঐশ পরিবারের সদস্য হয়েছি। মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের পরিবার। তিনি এই পরিবারের পিতা, আমরা তাঁর সন্তান । তাই আমাদের 'ঈশ্বরের সন্তান ' হওয়ার অর্থ কী তা ভালো করে জানা আবশ্যক। আমাদের আরও জানা প্রয়োজন, খ্রিষ্টমণ্ডলী কীভাবে পরিবার হয়, পরিবারের অর্থ কী, পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য কী। এই বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর আরও সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠব।

খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি পরিবার

স্বর্গীয় পিতা আমাদের তাঁর ঐশ জীবনের অংশীদার করেছেন অর্থাৎ মানুষ হয়েও আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পেরেছি; তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারছি। এভাবে আমাদের তিনি মর্যাদা দান করেছেন। আমরা তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর ঐশ জীবনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান পেয়েছি। পিতা ঠিক করেছেন, যারা তাঁর পুত্র যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের তিনি মণ্ডলীভুক্ত করবেন। এভাবেই গঠিত হয়েছে খ্রিষ্টমণ্ডলী বা ঈশ্বরের পরিবার।

পবিত্র বাইবেলে যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে শিখেছি (দ্রষ্টব্য মথি ৬:৯)। সাধু পলের মধ্য দিয়ে আমরা জেনেছি যে, দীক্ষাস্নান লাভ করার পর আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি (দ্রষ্টব্য গালা ৪:১–৭)। সন্তানের মনোভাব নিয়ে আমরা ঈশ্বরকে 'আব্বা অর্থাৎ পিতা' বলে ডাকি (দ্র: রোমীয় ৮:১৫)। পবিত্র বাইবেলে আমরা এ রকম আরও অনেক উদাহরণ খুঁজে পাই; যার মাধ্যমে মণ্ডলীকে পরিবারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মণ্ডলীতে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার আনন্দ

মণ্ডলীর সাথে আমাদের একাত্মতা শুধু যীশুর সঙ্গে নয় বরং মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের সাথেও। প্রথম থেকেই প্রভু যীশু মণ্ডলীর একতার বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি দ্রাক্ষালতার উদাহরণ দিয়ে আমাদের বলেছেন, "আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা হলে শাখাপ্রশাখা।

যে আমার মধ্যে থাকে আর আমি যার মধ্যে থাকি, সেই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" (যোহন ১৫:৫)। যীশুর কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি হলেন মূল দ্রাক্ষালতা। আমরা হলাম শাখাপ্রশাখা। যীশুর সাথে

আমাদের একটা সম্পর্ক থাকতে হবে আবার আমাদেরও পরস্পরের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে। পরস্পরের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে। তা না হলে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। ফলশালীও হতে পারি না। এই সম্পর্ক আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আদি মণ্ডলীর ভক্তগণ একমন, একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনা করতেন। তাঁরা একে অপরের সাথে তাঁদের টাকাপয়সা, খাওয়াদাওয়া এবং সব জিনিস–পত্রও সহভাগিতা করতেন। আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে তারা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন। প্রতিদিনই তাঁরা ঈশ্বরের বন্দনা করতেন। তাদের এই আনন্দময় ও একতাবদ্ধ জীবন দেখে প্রতিদিন নতুন নতুন সদস্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিত। আমরা পরিবারের মধ্য দিয়ে ভালোবাসা আদানপ্রদান ও ভাব বিনিময় করি। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হয়। প্রত্যেক পরিবারে একজন কর্তাব্যক্তি থাকেন।

পারিবারিক প্রার্থনা

খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ঈশ্বর আমাদের পিতামাতার মতো করেও ভালোবাসেন। তিনি আমাদের পরিচালনা ও গঠন দেন। তিনি সকলকে এক পরিবারে ঐক্যবদ্ধ করে রাখেন।

পরিবারে পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কের উদাহরণ আমরা সবচেয়ে সুন্দরভাবে পেয়ে থাকি তিমথির কাছে সাধু পলের পত্র থেকে। সাধু পল তিমথিকে নিজের ছেলের মতো মনে করেন (১ তিম ১:২, ১৮)। এর মাধ্যমে তিনি তিমথির প্রতি তাঁর স্নেহভালোবাসা প্রদর্শন করেন। এটা গুরু–শিষ্যেরই সম্পর্ক। তিমথিকে সাধু পল পরামর্শ দেন যেন তিনি বয়স্ক

ব্যক্তিদের নিজের পিতামাতার মতো ও ছোটদের নিজের ভাইবোনের মতো মনে করেন।

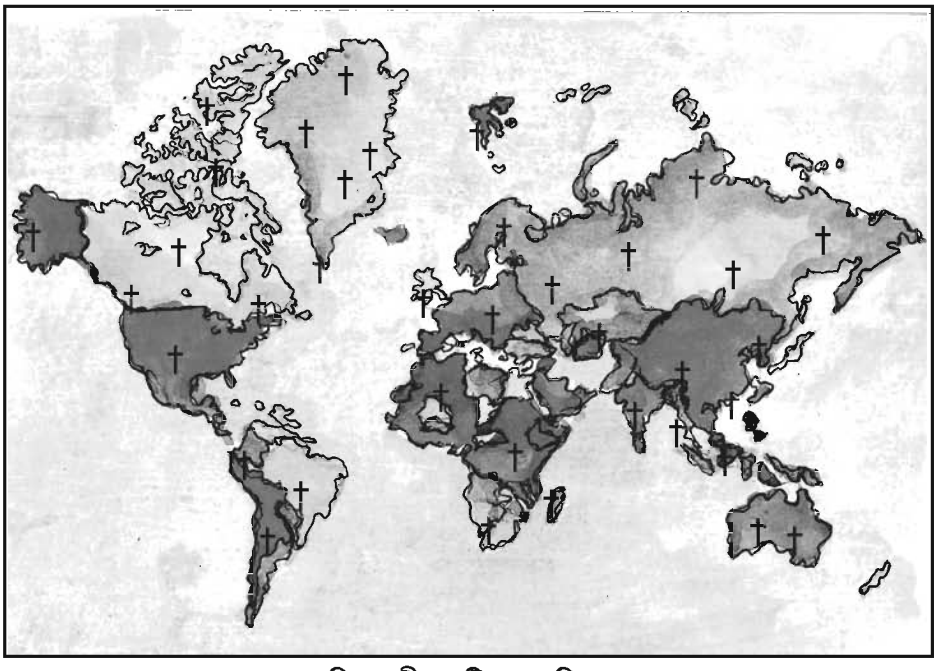

বিশ্বমণ্ডলী একটি মাত্র পরিবার

প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টযাগ

খ্রিষ্টযাগে এসে আমরা সকলে মিলে সেই এক যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি। আমরা সবাই যীশুর সাথে যুক্ত হচ্ছি। এই কারণে আমাদেরও পরস্পরের সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে। এই খ্রিষ্টযাগে আমরা আলাদা আলাদাভাবে যোগ দিই না। সকলে মিলে, একটি সমাজ হিসাবে আমরা খ্রিষ্টযাগে যোগ দেই। মণ্ডলীর ভক্তজন হিসাবে আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি, প্রভুর বাণী শুনি, প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করি।

পবিত্র খ্রিষ্টযাগ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আমরা একা একা খ্রিষ্টযাগে যোগদান করি না। সমাজের সকলের সাথে মিলে খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করি। প্রায়ই দেখা যায়, খ্রিষ্টযাগের আগে ও পরে আমরা পরস্পরের সাথে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ করি। এটাও আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গভীর করার একটা উপায়। খ্রিষ্টযাগ একটি পারিবারিক ভোজের মতো। পরিবারে সকলের মধ্যে যখন একতা বিরাজ করে, তখন তারা একসাথে খাওয়াদাওয়া করে আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু যখন একতা ও মিল না থাকে, তখন

তারা আর একসাথে খায় না। প্রতিবার যখন আমরা খ্রিস্টযাগে একত্রে মিলিত হই তখন আমাদের মধ্যে কোন দলাদলি বা মনোমালিন্য থাকা উচিত নয়।

মিলনের প্রত্যাশায় ভক্তজনের যাত্রা

মণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ হলেন মণ্ডলীর অর্থাৎ এক পরিবারের সদস্য। যারা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা ভূমিকা হলো:

১। যাজকীয় ভূমিকা: মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমরা বিশ্বাস ও দীক্ষাস্নান দ্বারা ঈশ্বরের আপন জাতি হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নানের সময় আমাদের পবিত্র তেল দিয়ে লেপন করা হয়েছে। আমরা এর মাধ্যমে যাজক হয়ে উঠেছি। তাই এখন আমরা প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারি।

২। প্রবক্তার ভূমিকা: প্রবক্তার ভূমিকা হলো ঈশ্বরের কথা মানুষের কাছে প্রচার করা। সত্য, ন্যায় ও শান্তির পক্ষে কাজ করা। তাঁরা খ্রিষ্টের যোগ্যতর সাক্ষী হয়ে উঠেন। আমরা খ্রিষ্টের সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য, ন্যায় ও শান্তির বাণী প্রচার করে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি।

৩। রাজকীয় ভূমিকা: রাজকীয় ভূমিকা হলো পরিবার ও সমাজকে সুপরিচালনা দান করা। যীশু রাজা হলেও তিনি সেবকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন তিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন। আমরাও সেবা করে, নিজেরা সুপথে চলে এবং অন্যদেরও সুপথে পরিচালনা দান করে রাজার ভূমিকা পালন করতে পারি।

কী শিখলাম

খ্রিস্টমণ্ডলী একটি ঐশপরিবার। মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে প্রভুর ভোজে একত্রে মিলিত হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

পরিকল্পিত কাজ

মণ্ডলীতে বিভিন্ন সদস্যদের দায়িত্বের একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ..... পরিবারের সদস্য হয়েছি।

(খ) খ্রিস্টের স্থাপিত .....হলো ঈশ্বরের পরিবার।

(গ) ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলতে শিখেছি.....মাধ্যমে।

(ঘ) খ্রিষ্টীয় পরিবারের সদস্যদের এক হবার একটি প্রধান উপায় হলো .....।

(ঙ) মণ্ডলীর ভক্তজন হিসেবে আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি, বাণী শুনি ও ..... গ্রহণ করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আদি মণ্ডলীর ভক্তজনরা	ক) দেহ ও রক্তে পরিণত হয়।
খ) পরিবারে আমরা ভালোবাসা আদানপ্রদান ও	খ) যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান।
গ) মণ্ডলীর পরিচালক হবেন	গ) চারিদিকে বাণী প্রচার করত।
ঘ) খ্রিষ্টবিশ্বাসের পবিত্র ও মহান রহস্য হলো:	ঘ) একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনা করত।
ঙ) খ্রিষ্টযাগে রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর	ঙ) ভাব বিনিময় করি।
	চ) সুবিবেচক, সহনশীল ও নির্বিরোধী।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনা করত–

(ক) প্রেরিতশিষ্যেরা (খ) ইহুদি সমাজ নেতারা

(গ) আদি মণ্ডলীর ভক্তরা (ঘ) খ্রিষ্টভক্তরা

৩.২ আদি ভক্তরা কেমন জীবন যাপন করত?

(ক) একতাবদ্ধ ও আনন্দময় (খ) উৎসবমুখর

(গ) ত্যাগস্বীকার ও কঠোর (ঘ) আন্তরিক

৩.৩ খ্রিষ্টযাগে গিয়ে আমরা গ্রহণ করি–

(ক) খাদ্য ও পানীয় (খ) যীশুর দেহ ও রক্ত

(গ) রুটি ও দ্রাক্ষারস (ঘ) রুটি ও জল

৩.৪ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রবক্তাসুলভ ভূমিকা কোনটি?

(ক) অবহেলিতদের সেবা করা (খ) প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা

(গ) ন্যায় ও শান্তির বাণী প্রচার করা (ঘ) নিজে সুপথে চলা

৩.৫ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের রাজকীয় ভূমিকা কোনটি?

(ক) উপাসনা পরিচালনা করা (খ) খ্রিষ্টের যোগ্য সাক্ষী হয়ে ওঠা

(গ) ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা (ঘ) পরিবার ও সমাজকে সুপথে পরিচালিত করা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমরা কার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পিতা বলতে শিখেছি?

(খ) মণ্ডলীর সাথে একতাবদ্ধ জীবনকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

(গ) কখন যীশু আমাদের অন্তরে বাস করেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) খ্রিষ্টমণ্ডলী কীভাবে এক পরিবার বুঝিয়ে লেখ।

(খ) মাণ্ডলিক একতায় প্রভুর ভোজের গুরুত্ব লেখ।

(গ) মণ্ডলীর সদস্যদের তিনটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লেখ।

দশম অধ্যায়

খ্রিষ্টমণ্ডলী

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১০.১ মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমরা প্রভুর ভোজে মিলিত হয়ে এক পরিবার হই, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১০.১.১ মণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্য হিসেবে প্রভুর ভোজে একত্রে মিলিত হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.২ এক দেহের সদস্য হিসেবে নিজেদের মধ্যে একতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এই অধ্যায়টিকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ৪টি।

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম- "খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি পরিবার"

পাঠ ১ দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে---------- ভাইবোনের মতো মনে করেন।

পৃষ্ঠা ৪৬ - ৪৮

শিখনফল :

১০.১.১ মণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্য হিসেবে প্রভুর ভোজে একত্রে মিলিত হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড-১

উপকরণ

খ্রিষ্টমণ্ডলী একটি পরিবার তা বুঝানোর জন্য খ্রিষ্টযাগের বড় একটি ছবি সামনে রাখা যায়। পোপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও ক্যাথেথিস্ট এদের ছবি এবং তাদের কাজ কর্মের ছবি। মূলত তারা একত্রে মণ্ডলীতে কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে একটি পরিবারের মতো সবাইকে ঘিরে রাখে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন।

প্রয়োজনে শিক্ষার্থদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।	
প্রশ্ন	উত্তর
১. দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কী হই?	ঐশ সন্তান।
২. মানুষ হয়েও আমরা আমরা কোথায় আসতে পেরেছি?	ঈশ্বরের কাছে ও সান্নিধ্যে।
৩. ঈশ্বরকে আমরা কী বলে ডাকি?	পিতা বা আবক্ষা।
৪. কে প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে? ৫. আদি মণ্ডলীর ভক্তগণ কী করতেন?	যে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকে। টাকা পয়সা, খাওয়া দাওয়া এবং সব জিনিস
	সহভাগিতা করতেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থান গুলো পূরণ করতে বলবেন।

১। খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ঈশ্বর আমাদের----- মতো করে ভালোবাসেন। (উত্তর : পিতামাতার)

২। প্রতিদিনই তারা ঈশ্বরের ------ করতেন। (উত্তর : বন্দনা করতেন)।

৩। প্রত্যেক পরিবারে একজন ----- থাকেন। (উত্তর : কর্তাব্যক্তি)

৪। সাধু পল তিমথিকে নিজের ------ মতো মনে করেন। (উত্তর : ছেলের মতো)।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

উপাসনালয়ে ভক্তজনগণ মিলিত হওয়ার আশায় যাচ্ছে তার একটি ছবি অঙ্কন কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম- প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টযাগ

পাঠ ২ খ্রিষ্টযাগে এসে আমরা সকলে মিলে -------রাজার ভূমিকা পালন করতে পারি।

পৃষ্ঠা ৪৮-৫০

শিখনফল

১০.১.১ এক দেহের সদস্য হিসেবে নিজেদের মধ্যে একতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড- ২

উপকরণ

পবিত্র খ্রিষ্টযাগ এর উপকরণ সামগ্রী টেবিলে রাখা যায় এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করা যায়। পবিত্র খ্রিষ্টযাগ পরিচালনাকারী যাজকের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পকে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. খ্রিষ্টযাগে এসে আমরা সকলে মিলে কী করি?	যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি।
২. মণ্ডলীর ভক্তজন হিসাবে আমরা একত্রে কী করি?	প্রার্থনা, প্রভুর বাণী শুনি ও খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করি।
৩. খ্রিষ্টযাগের আগে বা পরে আমরা কী করি?	পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি।
৪. পরিবারে সকলের মধ্যে একতা বিরাজ থাকলে কী হয়?	একসাথে খাওয়া দাওয়ার আনন্দ অনুভব করি।
৫. দীক্ষাস্থানের মধ্যদিয়ে যারা মন্ড-লীতে যুক্ত হয়েছেন তাদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে?	তাদের তিনটি দায়িত্ব রয়েছে। যাজকীয়, রাজকীয় ও প্রবক্তার ভূমিকা।
৬. কীভাবে আমরা যাজক হয়ে উঠি?	দীক্ষাস্থানে পবিত্র তেল দিয়ে লেপনের মাধ্যমে।
৭. প্রবক্তার ভূমিকা কী কী?	সত্য, ন্যায় ও শান্তির পক্ষে কাজ করা।
৮. রাজকীয় ভূমিকা কী?	পরিবার ও সমাজকে সুপরিচালনা দান করা।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্ন লিখিত শূন্যস্থান গুলো পূরণ করতে বলবেন।

ক. পবিত্র খ্রিষ্টযাগ একটি------ অনুষ্ঠান।

খ. আমরা ---- ----- খ্রিষ্টযাগে যোগদান করি না।

গ. খ্রিষ্টযাগ একটি -------- ভোজের মতো।

ঘ. তিনি বারবার বলেছেন, তিনি ---নয় বরং--করতে এসেছেন।

ঙ. খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ হলেন মণ্ডলীর অর্থাৎ এক ---- সদস্য।

চ. তাঁরা খ্রিষ্টের যোগ্যতর ----- হয়ে উঠেন।

উত্তরঃ ক. সামাজিক
খ. একা একা
গ. পারিবারিক
ঘ. সেবা পেতে, সেবা।
ঙ. পরিবারের
চ. সাক্ষী।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২.পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

মণ্ডলীতে বিভিন্ন সদস্যদের দায়িত্বের একটি তালিকা তৈরি কর।

একাদশ অধ্যায়

পাপস্বীকার, খ্রিষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ

খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাতটি সাক্রামেন্ত (সংস্কার) সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। সাক্রামেন্তগুলোর নাম হলো যথাক্রমে : দীক্ষাস্নান, পাপস্বীকার, খ্রিষ্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ, রোগীলেপন, যাজকবরণ ও বিবাহ। এই সাক্রামেন্তগুলো খ্রিষ্টীয় জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত । সাক্রামেন্তগুলো খ্রিষ্টমণ্ডলীতে আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এগুলো আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক। এই সাক্রামেন্তগুলো আমাদের পবিত্রভাবে গ্রহণ করতে হয়। কারণ এগুলোর মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করি, পিতার সাথে একাত্ম হই অর্থাৎ পিতার অনুগ্রহ লাভ করি, যীশুর শিষ্য হয়ে উঠি এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত সদস্য হয়ে উঠি। ইতিপূর্বে আমরা দীক্ষাস্নান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমরা পাপস্বীকার, খ্রিষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সম্পর্কে জানব।

১। পাপস্বীকার

খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাতটি সাক্রামেন্তের মধ্যে দ্বিতীয় সাক্রামেন্তটি হচ্ছে পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন। এটাকে বলা হয় অনুতাপ, ক্ষমাদান, পাপস্বীকার ও মনপরিবর্তনের সাক্রামেন্ত। আমাদের যখন ভালো ও মন্দের তফাৎ বোঝার ক্ষমতা হয়, তখন পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য যত ঘন ঘন সম্ভব পাপস্বীকার করা আমাদের জন্য কল্যাণকর। পাপের কারণে আমরা খ্রিষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা পাপস্বীকার করে মন পরিবর্তন করি।

পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ

এভাবে আমরা যীশুর সঙ্গে থাকতে পারি। পাপস্বীকারে পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপ করার পর পুরোহিতের (যাজকের) কাছে পাপের কথা বলতে হয়। পুরোহিত আমাদের উপদেশ ও দণ্ডমোচন দেন। তিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমাদের পাপ ক্ষমা করেন।

এতে আমরা ঈশ্বর ও মণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। আমরা নরকের শাস্তি থেকে মুক্তি পাই, অন্তরে শান্তি পাই ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করি।

ভালো পাপস্বীকারের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় মনে রাখা দরকার:
(১) পাপস্বীকারের পূর্বে আমার সব পাপ মনে করব
(২) সে সব পাপের জন্য অনুতাপ করব
(৩) "আর পাপ করব না" বলে সংকল্প করব
(৪) যাজকের কাছে গিয়ে সব পাপ খুলে বলব
(৫) যাজক পাপের যে দণ্ডমোচন দেন তা পূরণ করব।

গান করি

আমি ক্রুশের তলে নত হয়ে তাঁকে বলব প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ক্ষমা কর।
কত যে ঘুরেছি পাপের পথে (২) পাই নি তো সুখ, পেয়েছি আঘাত (২) প্রতিনিয়ত।

পরিকল্পিত কাজ

(১) অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে একটি ক্ষমার প্রার্থনা লেখ।
(২) তোমার বিগত দিনগুলো অপরাধ স্মরণ কর এবং যাদের সঙ্গে নানা কারণে তোমার সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাও এবং পুনর্মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

২। খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত

খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা: ধন্যবাদজ্ঞাপক ক্রিয়া, পবিত্র খ্রিষ্টযাগ, প্রভুর ভোজ, প্রভুর স্মরণোৎসব, রুটি খণ্ডন অনুষ্ঠান, বেদীর আরাধ্য সংস্কার ইত্যাদি। খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত হলো রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যীশুর দেহ ও রক্ত। আমরা জানি, যীশু খ্রিষ্টের দুইটি স্বভাব (প্রকৃতি): ঐশ স্বভাব ও মানব স্বভাব। তিনি ঈশ্বরের স্বভাবে সব জায়গায় এবং মানুষের স্বভাবে স্বর্গে ও খ্রিষ্টপ্রসাদে উপস্থিত আছেন। খ্রিষ্টপ্রসাদে আমরা যীশু খ্রিষ্টকেই গ্রহণ করি। কারণ খ্রিষ্টযাগে যাজকের কথার মাধ্যমে রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়ে যায়।

পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ

খ্রিষ্টপ্রসাদে যীশু আমাদের আত্মার জীবন ও আহার হওয়ার জন্য নিজেকে দান করেন। তাই সুযোগ থাকলে প্রতিদিনই খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। যীশু খ্রিষ্টযাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন পুণ্য বৃহস্পতিবার। যে রাতে তিনি শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন সে রাতেই যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে শেষ ভোজ গ্রহণ করেছিলেন। সেই ভোজের সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একখানা রুটি হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। তারপর তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন: "নাও, খাও সকলে, এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে।" তারপর তিনি একটি পানপাত্রে দ্রাক্ষারস নিয়ে শিষ্যদের হাতে দিয়ে

শিষ্যদের সাথে প্রভু যীশুর শেষ ভোজ

"নাও, পান কর সকলে, এ আমার রক্তের পাত্র, নতুন ও শাশ্বত সন্ধির রক্ত। এ রক্ত তোমাদের জন্য আর সকল মানুষের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত হবে। তোমরা আমার স্মরণার্থে এই অনুষ্ঠান করবে।" যীশুর শেষ ভোজের ঘটনাটিই আমরা খ্রিষ্টযাগে স্মরণ করি। এই স্মরণ করা শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ নয়। বরং যতবার খ্রিষ্টযাগ অর্পিত হয় ততবারই যীশু খ্রিষ্ট নিজে বলিকৃত হন।

খ্রিষ্টযাগ হলো খ্রিষ্টমণ্ডলীর জীবনের উৎস। খ্রিষ্টপ্রসাদ সংস্কার হলো ঈশ্বরের জীবনের সঙ্গে তাঁরই জনগণের মিলনের সময়। এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের স্বাদ বা আনন্দ লাভ করি।

খ্রিষ্টপ্রসাদের প্রতি আমাদের সম্মান

খ্রিষ্টপ্রসাদকে আমরা অবশ্যই সম্মান দেখাব। খ্রিষ্টযাগ অনুষ্ঠানের সময় হোক বা অন্য কোনো সময়েই হোক, আমরা যেন খ্রিষ্টের আরাধনা করি। খ্রিষ্টপ্রসাদ যে জায়গায় রাখা হয় তার পাশে সর্বদাই বাতি জ্বালান থাকে। খ্রিষ্টমণ্ডলী অতি যত্নের সাথে খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত সংরক্ষণ করে। সেই খ্রিষ্টপ্রসাদ অসুস্থ ব্যক্তি, যারা খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ ভক্তদের আরাধনার জন্য প্রদর্শন করা হয়। শুধু তাই নয়, খ্রিষ্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় বহন করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফল

১। খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে খ্রিষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে ভক্তের মিলন বৃদ্ধি পায়
২। খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি পায়
৩। খ্রিষ্টভক্তের ভক্তি–ভালোবাসা আরও সবল হয়
৪। পাপ করা থেকে বিরত থাকার শক্তি লাভ করি
৫। অন্যের সাথে জীবন সহভাগিতা করার শক্তি পাই।

পরিকল্পিত কাজ

১। আজ থেকে আমি বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করব
২। সুযোগ পেলে আমি প্রতিদিন খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করব
৩। যারা খ্রিষ্টযাগে যেতে চায় না, তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে খ্রিষ্টযাগে নিয়ে যাব।

৩। হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত

কাথলিক মণ্ডলীতে এই সাক্রামেন্তকে 'হস্তার্পণ' বলার কারণ হলো সাক্রামেন্ত প্রার্থীর মাথায় হাত রেখে পবিত্র আত্মার কৃপা যাচনা করা হয়। এই সাক্রামেন্ত 'দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত' নামেও পরিচিত। কারণ এই সাক্রামেন্তের মাধ্যমে প্রার্থীর অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতিকে দৃঢ়তর করে তোলা হয়। এই সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রার্থীর কপালে অভিষেক তেল লেপন করা। তেল লেপনের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি প্রকৃত খ্রিষ্টান ও যীশুর উপযুক্ত শিষ্য হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। যীশু পবিত্র আত্মার সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর সমস্ত জীবন যাপন ও সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে

প্রেরিতশিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে পেয়ে ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা করেছিলেন। সেই সময় যারা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করত তাদের মাথায় হাত রেখে প্রেরিতশিষ্যগণ সেই একই পবিত্র আত্মাকে প্রদান করতেন। যুগের পর যুগ খ্রিষ্টমণ্ডলী সেই একই পবিত্র আত্মাকে আমাদের মাঝে জীবন্ত করে রাখছে।

বিশপ হস্তার্পণ দিচ্ছেন

হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত দিয়ে থাকেন বিশপ (ধর্মপাল)। তিনিই প্রার্থীর মাথায় হাত রাখেন এবং কপালে তেল লেপন করেন। আর এর মাধ্যমে হস্তার্পণপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। যে কোনো দীক্ষাস্নাত মানুষ হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করতে পারে। এই সংস্কার একজন খ্রিষ্টভক্ত জীবনে মাত্র একবার গ্রহণ করে। এই সংস্কার সার্থকভাবে গ্রহণ করতে গেলে ভক্তকে অন্তরে পবিত্র হতে হয়।

হস্তার্পণ সংস্কারের ফল

১। ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মা নতুনভাবে আগমন করেন
২। আধ্যাত্মিক মুদ্রাঙ্কন দ্বারা চিহ্নিত হয়
৩। ভক্ত আরও দৃঢ়ভাবে খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়
৪। ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মার শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে
৫। ভক্ত বিশেষ শক্তি পায়, যাতে সে খ্রিষ্টের যথার্থ সাক্ষী হতে পারে।

কী শিখলাম

ভালো পাপস্বীকারের উপায়সমূহ জানতে পেরেছি। খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে আমরা আত্মায় বলীয়ান হই। হস্তার্পণের সময় পবিত্র আত্মাকে লাভ করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা পরিপক্ব খ্রিষ্টান হয়ে উঠি।

পরিকল্পিত কাজ

১। বিশপ কর্তৃক হস্তার্পণ প্রদানের একটি চিত্র অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) সাক্রামেন্তগুলো ------ভাগে ভাগ করা যায়।
(খ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের অপর নাম------।
(গ) পাপস্বীকারের মাধ্যমে আমরা ------ করি।
(ঘ) ভালো পাপস্বীকারের জন্য------ বিষয় মনে রাখা দরকার।
(ঙ) খ্রিষ্টপ্রসাদে আমরা----- গ্রহণ করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) যীশু খ্রিষ্টযাগ শুরু করেছেন	ক) জীবনের উৎস।
খ) যীশুর শেষ ভোজের ঘটনাটিই	খ) প্রার্থীর কপালে তেল লেপন করা হয়।
গ) খ্রিষ্টযাগ হলো খ্রিষ্টমণ্ডলী	গ) পুণ্য বৃহস্পতিবার।
ঘ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্তে	ঘ) খ্রিষ্টযাগে স্মরণ করি।
ঙ) যে কোনো দীক্ষাস্নাত মানুষ	ঙ) একবার গ্রহণ করে।
	চ) হস্তার্পণ গ্রহণ করতে পারে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। সাক্রামেন্তগুলো হলো জীবনের–

(ক) পাথেয় (খ) পথপ্রদর্শক
(গ) নিরাময়কারী (ঘ) মিলন সাধনকারী

৩.২ কোন্ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে যাজক পাপের দণ্ডমোচন দেন?

(ক) পাপস্বীকার (খ) বাপ্তিস্ম

(গ) হস্তার্পণ (ঘ) খ্রিষ্টপ্রসাদ

৩.৩ যীশু খ্রিষ্টের কয়টি স্বভাব?

(ক) ৪টি (খ) ৩টি

(গ) ২টি (ঘ) ১টি

৩.৪ যীশু ঈশ্বরের স্বভাবে কোথায় উপস্থিত থাকেন?

(ক) রুটির আকারে (খ) দ্রাক্ষারসের মধ্যে

(গ) আমার অন্তরে (ঘ) সব জায়গায়

৩.৫ খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের মধ্যে কী বৃদ্ধি পায়?

(ক) হিংসা (খ) রাগ

(গ) ভ্রাতৃপ্রেম (ঘ) সহমর্মিতা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) যীশু কবে শেষ ভোজের অনুষ্ঠান করেন?

(খ) খ্রিষ্টপ্রসাদ সংস্কার কী?

(গ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্তে যাজকের কাছে গিয়ে কী করতে হয়?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ৪টি ফল কী কী?

(খ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের ফলগুলো উল্লেখ কর।

একাদশ অধ্যায়

পাপস্বীকার, খ্রিষ্ট প্রসাদ ও হস্তার্পণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১১.১ পাপস্বীকার, খ্রিষ্টপ্রসাদ (প্রভুর ভোজ) ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা করবে।

শিখনফল

১১.১.১ পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১১.১.২ খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১১.১.৩ হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

১১.১.৪ সাক্রামেন্তের শিক্ষানুসারে জীবনযাপন করবে।

এ অধ্যায়টি ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

পিরিয়ড ৩

পাঠের শিরোনাম : পাপস্বীকার

পাঠ ১ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সাতটি ..... শক্তি লাভ করি।

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

পিরিয়ড ১

শিখনফল

১১.১.১ পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপরকরণ

পাপস্বীকার সংস্কার কী তা ব্যাখ্যা করা যায়। শিক্ষক কীভাবে পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে হয় তা পরিষ্কার ভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রকাশ করবেন এবং এর ফল কী তাও ব্যাখ্যা করবেন। চিহ্নস্বরূপ পাপস্বীকার গ্রহণের একটি বড় ছবি সামনে রাখা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে পাপস্বীকার সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

১. সাতটি সাক্রামেন্ত কী?	দীক্ষাস্নান, পাপস্বীকার, হস্তার্পণ, রোগীলেপন, যাজকবরণ ও বিবাহ।
২. সাক্রামেন্তগুলো খ্রিষ্টমণ্ডলীতে কী করে?	আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করে।
৩. পাপস্বীকারে পাপের জন্য কী করতে হয়?	প্রকৃত অনুতাপ করার পর পুরোহিতের কাছে পাপের কথা বলতে হয়।
৪. পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের ফলে আমরা কী পাই?	নরকের শাস্তি থেকে মুক্তি, অন্তরে শান্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করি।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শুদ্ধ/অশুদ্ধ বলতে বলবেন।

ক) সাক্রামেন্ত গুলো আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক নয়।	উত্তর: ক. অশুদ্ধ
খ) পাপস্বীকার সাক্রামন্তের জন্য প্রকৃত অনুতাপ করতে হয়।	খ. শুদ্ধ
গ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে আমাদের মনের পরিবর্তন হয়।	গ. শুদ্ধ
ঘ) যাজক পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমাদের পাপ ক্ষমা করেন।	ঘ. শুদ্ধ
ঙ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণে আমরা অন্তরে শক্তি পাই না।	ঙ. অশুদ্ধ

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা : পূর্বের অনুরূপ।

পরিকল্পিত কাজ

ক) অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে একটি ক্ষমা প্রার্থনা লেখ।

খ) তোমার বিগত দিনগুলো অপরাধ স্মরণ কর এবং যাদের সঙ্গে নানা কারণে তোমার সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাও এবং পুনর্মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম: খ্রিষ্টপ্রসাদ

পাঠ ২ খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত.....সহভাগিতা করার শক্তি পাই।

পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫

শিখনফল

১১.১.২ খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ : প্রথম খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণের বড় একটি ছবি সামনে রাখা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

১. খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত কী কী নামে পরিচিত?	ধন্যবাদজ্ঞাপন ক্রিয়া, পবিত্র খিষ্টযাগ, প্রভুর ভোজ, প্রভুর স্মরণ উৎসব, রুটিখণ্ড অনুষ্ঠান, বেদির আরাধ্য সংস্কার ইত্যাদি।
২. প্রভু যীশুর কয়টি স্বভাব বা প্রকৃতি বিদ্যমান?	২টি। ঐশ্বস্বভাব ও মানব স্বভাব।
৩. খ্রিষ্টযাগে যাজকের কথার মাধ্যমে রুটি ও দ্রাক্ষারস কী হয়ে যায়?	যীশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়ে যায়।
৪. যীশু খ্রিষ্ট কখন খ্রিষ্টযাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন?	পুণ্য বৃহস্পতিবারে খ্রিষ্টযাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
৫. যীশু রুটি হাতে নিয়ে কী বললেন?	নাও খাও সকলে এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে।
৬. খ্রিষ্টযাগ খ্রিষ্টমণ্ডলীর কিসের উৎস?	জীবনের উৎস।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলবেন।

ক) খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত হলো রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যীশুর ....। উত্তর: ক) দেহ ও রক্ত।

খ) সুযোগ থাকলে প্রতিদিনই .... গ্রহণ করা আবশ্যক। খ) খ্রিষ্টপ্রসাদ।

গ) তারপর তিনি একটি পানপাত্রে দ্রাক্ষারস নিয়ে শিষ্যদের হাতে দিয়ে ....। গ) পান কর সকলে।

ঘ) খ্রিষ্টযাগের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের ......লাভ বা .... লাভ করি। ঘ) স্বাদ, আনন্দ।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ক) সুযোগ পেলে আমি প্রতিদিন খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করব।

খ) যারা খ্রিষ্টযাগে যেতে চায় না তাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে খ্রিষ্টযাগে নিয়ে যাব।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম- হস্তাপর্ণ

পাঠ- কাথলিকমণ্ডলীতে এই সাক্রামেন্তকে ....আমরা পরিপক্ক খ্রিষ্টান হয়ে উঠি।

পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬

শিখনফল

১১.১.৩ হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ : পঞ্চাশপ্তমী দিনে শিষ্যগণ ও কুমারী মারিয়া পবিত্র আত্মাকে লাভের ছবি সামনে রাখা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

হস্তার্পণ সাক্রামেন্তে আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করি এবং মণ্ডলীর সেবা ও খ্রিষ্টের সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি। সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেবেন।

১. এই সাক্রামেন্ত আরও কী নামে পরিচিত?	দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত।
২. এই সাক্রামেন্তর মাধ্যমে কার উপস্থিতি দৃঢ়তর করা হয়?	পবিত্র আত্মার উপস্থিতি।
৩. পঞ্চাসপ্তমী পর্ব দিনে শিষ্যগণ কী পেয়েছিলেন?	পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলেন।
৪. পবিত্র তেল লেপনের মাধ্যমে কী হয়?	প্রকৃত খ্রিষ্টান ও যীশুর উপযুক্ত শিষ্য হয়।
৫. যুগের পর যুগ খ্রিষ্টমণ্ডলী কাকে জীবন্ত করে রাখছেন?	পবিত্র আত্মাকে।
৬. হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত কত বার গ্রহণ করা যায়?	জীবনে একবার।
৭. হস্তার্পণ সংস্কারের ফল কয়টি?	৫টি।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর মিল করে দেখাও।

ক) এই সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রার্থীর কপালে	খ) সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।
খ) যীশু পবিত্র আত্মার সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর সমস্ত জীবন-যাপন ও	ক) অভিষেক তেল লেপন করা হয়।
গ) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মাথায় হাত রেখে প্রেরিত শিষ্যগণ	ঘ) বিশপ/ ধর্মপাল।
ঘ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত দিয়ে থাকেন	গ) সেই একই পবিত্র আত্মাকে প্রদান করতেন।
ঙ) ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মার শক্তি	ঙ) সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারো নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিস্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২.পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

বিশপ কর্তৃক হস্তার্পণ প্রদানের একটি চিত্র অঙ্কন কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

পবিত্র বাইবেলে অনেক আদর্শ ব্যক্তি আছেন। তাঁরা আমাদের জীবনের উজ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারেন। আব্রাহাম (অব্রাহাম) হলেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে আমরা বলি বিশ্বাসীদের পিতা। তিনি ঈশ্বরের ওপর এত গভীর বিশ্বাস রেখেছিলেন যে, তাঁর বংশেই মুক্তিদাতার জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবনাদর্শ যদি আমরা অনুকরণ করতে পারি তবে আমরাও ঈশ্বরের আপনজন হতে পারি।

আব্রাহামের আহ্বান

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে আব্রাহাম ও পুত্র ইসায়াক

আব্রাহাম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের উর্ দেশে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সারা। আব্রাহাম ছিলেন একজন পশুপালক। তাঁর ছিল অনেক ভেড়া, গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি পশু। তিনি সারাদিন পশুপালনের জন্য মাঠেই থাকতেন। আব্রাহাম একজন খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে আরও বড় একটা দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি ঈশ্বর যাচাই করতে চাইলেন। তাই ঈশ্বর একদিন আব্রাহামকে বললেন, "তুমি তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়- স্বজন, তোমার পৈতৃক ভিটামাটি ও সমস্ত কিছু ছেড়ে, যে দেশ আমি তোমাকে দেখাব, সেই দেশেই চলে যাও। সেখানে তোমা থেকে আমি একটি মহান জাতির উদ্ভব ঘটাব। আমি তোমাকে আশিসধন্য করব। তোমার নাম মহৎ করে তুলব। তুমি নিজেই হবে জীবন্ত আশীর্বাদ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আমি তাদেরও আশীর্বাদ করব। যে-কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, আমি তাকে অভিশাপ

দিব। এই পৃথিবীর সকল জাতির মানুষেরা তোমার নাম নিয়েই একে অন্যকে আশীর্বাদ জানাবে" (আদি ১২:১–৩)।

এই আহ্বান আব্রাহামের জন্য ছিল বড় এক সিদ্ধান্তের সময়। তিনি সবকিছু বিবেচনা করে ঈশ্বরের এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। এরপর তিনি অচেনা ও অজানা এক নতুন দেশের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে তিনি সিখেম নামে এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ওক্ গাছের নিচে ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।" তখন আব্রাহাম সেখানে প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞবেদী তৈরি করে ঈশ্বরের নামে বলি উৎসর্গ করলেন।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। একদিন ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "ভয় কোরো না, আমি তোমাকে মহামূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করব।" আব্রাহাম ঈশ্বরকে বললেন, 'তুমি আমাকে কী দেবে? আমার তোকোনো ছেলেমেয়ে নেই। কে আমার উত্তরাধিকারী হবে? তখন প্রভু তাঁকে বললেন, "তোমারই সন্তান তোমার উত্তরাধিকারী হবে।" এভাবে প্রভু ঈশ্বর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করে তুলব। তোমার বংশ হবে আকাশের তারা–নক্ষত্র এবং সমুদ্রের বালুকণার মতো। আমি তোমাকে ফলশালী করে তুলব। তোমা থেকে অনেক রাজা বেরিয়ে আসবে। আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমেই তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার এই সন্ধি চিরন্তন সন্ধি রূপেই স্থাপন করব। যেন আমি তোমার ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঈশ্বর হই।"

ইসায়াককে বলিদানে প্রস্তুত পিতা আব্রাহাম

ঈশ্বর সব সময় তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। আব্রাহামের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী সারা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিবেন। ঈশ্বর তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। তাই বৃদ্ধ বয়সেও সারা গর্ভধারণ করে একটি পুত্রের জন্ম দিলেন। আব্রাহাম তাঁর নাম রাখলেন ইসায়াক।

ঈশ্বর জানতেন যে তাঁর প্রতি আব্রাহামের গভীর বিশ্বাস ও আস্থা আছে। তবুও তিনি আব্রাহামকে যাচাই করার জন্য একদিন তাঁকে বললেন, "তোমার একমাত্র সন্তান ইসায়াককে, যাকে তুমি অনেক বেশি ভালোবাস, তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলিদান কর।"

ঈশ্বরের কথামত তিনি ইসায়াককে নিয়ে মোরিয়া দেশে গেলেন। সঙ্গে নিলেন দুইজন কাজের লোক। বলিদানের জন্য নিলেন কাঠ, আগুন এবং খড়্গ। এরপর তারা দুইজনে প্রার্থনা করে নির্দিষ্ট জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

যাত্রাপথে ইসায়াক তাঁর বাবাকে বললেন, 'বাবা! আগুন ও কাঠতো আমরা নিয়েছি কিন্তু বলিদানের মেষ কোথায়?' আব্রাহাম তাঁকে বললেন, 'ঈশ্বরই যোগাড় করে দিবেন।' নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আব্রাহাম বলিদানের জন্য যজ্ঞবেদী সাজালেন। এরপর ইসায়াককে বেঁধে বেদীতে কাঠের উপরে শোয়ালেন। এভাবে আব্রাহাম ইসায়াককে বলিদানে প্রস্তুত করলেন এবং নিজের ছেলেকে বলি দেবার জন্য খড়্গ হাতে তুলে নিলেন। ঠিক এই সময় স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাকে বললেন, ছেলেটির গায়ে তুমি হাত দিও না। ওর কোন ক্ষতি কোরো না। কেননা আমি জানি তুমি তোমার ঈশ্বরকে নিজের একমাত্র ছেলের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাস।

বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে আব্রাহাম মেসোপটেমিয়ার উর্ দেশে বাস করতেন। ঐ সময়ে মেসোপটেমিয়ার লোকজন বহু দেব দেবীর (যেমন, সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র) পূজা ও আরাধনা করত। এক ঈশ্বরকে তারা জানত না। কিন্তু আব্রাহাম সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন। ঈশ্বরের ওপর আব্রাহামের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের কথানুসারে নিজের পৈতৃক ভিটাবাড়ি, ধনসম্পদ, আত্মীয়-পরিজন সব কিছুরই মায়া ত্যাগ করলেন। ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস রেখে তিনি অচেনা অজানা নতুন এক দেশে চলে এলেন। এমনকি তিনি নিজের একমাত্র ছেলে ইসায়াককেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান করতে প্রস্তুত ছিলেন। এভাবে আব্রাহামই সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করলেন। তিনি আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন। তাই আমরা আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা বলে ডাকি।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের উপর আব্রাহামের বিশ্বাস ছিল গভীর। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া তিনি অন্যকোনো দেবদেবীর পূজা ও আরাধনা করতেন না। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সদা প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ভালোবাসার সন্ধি স্থাপন করেছেন।

গান : প্রভু যদি ডাকো মোরে, পণ করেছি ফিরবো না।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের ডাকে আব্রাহামের সাড়াদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) আব্রাহাম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের ----- দেশে বাস করতেন।
(খ) আব্রাহাম ছিলেন একজন -----ব্যক্তি।
(গ) স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে বললেন, -----গায়ে তুমি হাত দিও না।
(ঘ) আব্রাহামকে ----- পিতা বলে ডাকা হয়।
(ঙ) ঈশ্বরের ওপর আব্রাহামের বিশ্বাস ছিল----------।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আব্রাহামের স্ত্রীর নাম ছিল	ক) মাঠে থাকতেন।
খ) আব্রাহাম পশুপালনের জন্য	খ) বহুজাতির পিতা করব।
গ) আব্রাহামের বংশেই	গ) সারা।
ঘ) আমি তোমাকে	ঘ) ইসায়াক।
ঙ) আব্রাহামের একমাত্র সন্তান	ঙ) মেষ।
	চ) মুক্তিদাতার জন্ম।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ আব্রাহামকে কার পিতা বলা হয়?
(ক) জনগণের (খ) ইসায়াকের
(গ) বিশ্বাসীদের (ঘ) অবিশ্বাসীদের

৩.২ আব্রাহাম কাকে বিশ্বাস করতেন?
(ক) প্রকৃতিকে (খ) এক ঈশ্বরে
(গ) দেব দেবীকে (ঘ) অনেক ঈশ্বরে

৩.৩ আব্রাহাম কোন দেশে বাস করতেন?

(ক) মিশর (খ) কানান

(গ) ঊর (ঘ) মেসোপটেমিয়া

৩.৪ কে বৃদ্ধ বয়সে একপুত্রের জন্ম দিলেন?

(ক) রুথ (খ) সারা

(গ) মারীয়া (ঘ) এসথের

৩.৫ আব্রাহাম কাকে বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন?

(ক) যাকোব (খ) যোসেফ

(গ) বেঞ্জামিন (ঘ) ইসায়াক

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আব্রাহামকে কেন বিশ্বাসীদের পিতা বলা হয়?

(খ) আব্রাহাম কেন নিজের দেশ ছেড়ে নতুন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন?

(গ) আব্রাহামের জীবনে বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা কী ছিল?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কী ছিল?

খ) ঈশ্বর আব্রাহামকে কীভাবে আহ্বান করলেন?

একাদশ অধ্যায়
বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১২.১ ঈশ্বরের আহূত ব্যক্তি হিসেবে আব্রাহাম কীভাবে ঈশ্বরের পথে চলেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১২.১.১ আব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের বাড়ি-ঘর ইত্যাদি সবকিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের দেখানো পথে চলে গিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.২- আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.৩- ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য আব্রাহাম নিজ পুত্র ইসায়াককে বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
১২.১.৪- আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এ অধ্যায়কে আমরা ৩টি ভাগে ভাগ করতে পারি।

মোট পিরিয়ড- ৩

পাঠের শিরোনাম : আব্রাহামের আবহান

পাঠ ১ পবিত্র বাইবেল .....ঈশ্বরের নামে বলি উৎসর্গ করেন।

পৃষ্ঠা নং- ৫৯-৬০

শিখনফল

১২.১.১ আব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের বাড়ি-ঘর ইত্যাদি সবকিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরের দেখানো পথে চলে গিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড-১

উপকরণ- আব্রাহম ও ইসায়াক-এর প্রতীকী ছবি রাখা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। অতঃপর তাদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে আব্রাহামের আহ্বান সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান যাচাই করে নেবেন। কিছু কিছু প্রশ্ন পেপার বোর্ডে লিখবেন অতঃপর উত্তরও লিখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করবেন।

১. আব্রাহাম কোন নগরে বাস করতেন?	মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে উর্ নগরে।
২. আব্রাহামের স্ত্রীর নাম কী ছিল?	সারা।
৩. আব্রাহাম কেমন ব্যক্তি ছিলেন?	খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।
৪. আব্রাহামের নাম ঈশ্বর কী করে তুলবেন?	মহৎ করে তুলবেন।
৫. যেতে যেতে আব্রাহামের কোন জায়গায় উপস্থিত হলেন?	শিখেম নামক জায়গায়।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারলো কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলবেন।

ক) আব্রাহাম ছিলেন একজন .....।
খ) ঈশ্বর তাকে একটি বড় ..... দেয়ার পরিকল্পনা করলেন।
গ) ঈশ্বর তাঁর ..... ও ..... যাচাই করতে চাইলেন।
ঘ) সেখানে তোমা থেকে আমি একটি ..... উদ্ভব ঘটাব।
ঙ) এই ..... আব্রাহামের জন্য ছিল বড় এক সিদ্ধান্তের সময়।

উত্তর: ক. পশু পালক।
খ. দায়িত্ব।
গ. বিশ্বাস ও ভক্তি।
ঘ. মহান জাতির।
ঙ. আবহান।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২.পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন।

৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।

৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের ডাকে আব্রাহামের সাড়াদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

পাঠ ২ আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে ..... একমাত্র ছেলের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাস।

পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল

১২.১.২ আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.৩ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য আব্রাহাম নিজ পুত্র ইসায়াককে বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড- ২

উপকরণ : ঈশ্বর আব্রাহামকে দেখা দিলেন এর প্রতীকী ছবি রাখা যায়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

ক তাদের কোন কী ছিল না?	সন্তান ছিল না।
খ ঈশ্বর আব্রাহামকে দর্শন দিয়ে কী বলেছিলেন?	ভয় কর না তোমাকে মহামূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করব।
গ ঈশ্বরের প্রতি আব্রাহামের গভীর কী ছিল?	বিশ্বাস ও আস্থা।
ঘ ঈশ্বর আব্রাহামকে যাচাই করার জন্য কী বলেছিলেন?	তোমার একমাত্র সন্তান ইসায়াককে আমার উদ্দেশ্যে বলিদান কর।
ঙ যাত্রাপথে ইসায়াক তার বাবাকে কী বলেছিলেন?	বাবা আগুন ও কাঠ তো আমরা নিয়েছি কিন্তু বলিদানের মেষ কোথায়?

মূল্যায়ন

শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর।

ক) তোমার বংশ হবে আকাশের তারা-নক্ষত্র এবং সমুদ্রের বালুকণার মতো। উত্তর। ক. শুদ্ধ

খ) তোমা থেকে অনেক রাজা বেরিয়ে আসবে না। খ.অশুদ্ধ

গ) আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিবেন। গ. শুদ্ধ

ঘ) ঈশ্বরের কথামতো আব্রাহাম ইসায়াক নিয়ে মোরিয়া দেশে গেলেন না। ঘ. অশুদ্ধ

ঙ) আমি জানি তুমি তোমার ঈশ্বরকে নিজের একমাত্র ছেলের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাস। ঙ. শুদ্ধ

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্বের অনুরুপ

পরিকল্পিত কাজ

আকাশ ভরা তারা ও সমুদ্র তীর ভরা বালু এবং আব্রাহাম দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কথা শুনছেন এমন একটি ছবি।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

পাঠ ৩ আমরা পূর্বে জেনেছি যে ..... বিশ্বাসীদের পিতা বলে ডাকি।

পৃষ্ঠা ৬১

শিখনফল

১২.১.৪ আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ : সমুদ্রতীরে ঈশ্বর আব্রাহামকে দর্শন দিচ্ছেন তেমন একটি প্রতীকী ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

ক. ঐ সময়ে মেসোপটেমিয়ার লোকজন বহু দেবদেবীর কী করত?	পূজা ও আরাধনা করত।
খ. ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস রেখে আব্রাহাম কোথায় গিয়েছিলেন?	অচেনা অজানা নতুন এক দেশে।
গ. তাই আমরা আব্রাহামকে কী বলে ডাকি?	বিশ্বাসীদের পিতা।

মূল্যায়ন

শূন্যস্থান পূরণ কর-

ক) আব্রাহাম ..... দেশে বাস করতেন।
খ) এক ..... কে তারা জানতো না।
গ) এভাবে আব্রাহামই সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের উপর ..... ও আস্থা স্থাপন করলেন।
ঘ) তিনি আমাদের সামনে এক ..... হয়ে উঠলেন।

উত্তরঃ ক. মেসোপটেমিয়ার উর্।
খ. ঈশ্বর।
গ. গভীর বিশ্বাস।
ঘ. উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।

১. পাঠটি পরিষ্কারভাবে আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২.পাঠটি বারবার অনুশীলন করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
৩. শ্রেণির পারগ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৪. ক্লাস শুরুর আগে বা পরে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করবেন।
৫. শিক্ষার্থী যদি পাঠের প্রতি অমনোযোগী হয় তবে অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে তার কারণ জানার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের ডাকে আব্রাহাম সাড়াদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল

পোপ দ্বিতীয় জন পল ছিলেন কাথলিক মণ্ডলীর একজন ধর্মগুরু। তিনি গোটা বিশ্বমানবজাতির কাছেই ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী, নিরাময়কারী এবং বর্তমান বিশ্বের একজন প্রবক্তা। তিনি প্রায় সাতাশ বছর পর্যন্ত পোপ হিসেবে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী সব ধরনের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন ও প্রশংসনীয়। এমনই এক আদর্শ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদেরও জানা দরকার।

জন্ম ও শৈশব

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই মে পোপ দ্বিতীয় জন পল পোল্যান্ডের ক্রাকৌ–এর ভাইশিন্‌জকি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পোপ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল ক্যারল যোসেফ ভয়তিহ্ওয়া। ছোট্টবেলায় বন্ধুরা তাঁকে ডাকতেন 'ললেক' নামে। তাঁর বাবার নাম ছিল ক্যারল ভয়তিহ্ওয়া (সিনিয়র) এবং মায়ের নাম ছিল এমিলিয়া ভয়তিহ্ওয়া। বাবা ছিলেন সেনা কর্মকর্তা এবং মা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে যোসেফের মা মারা যান। এরপর তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের আদরযত্নে বড় হতে থাকেন। কিন্তু বড় ভাই মাত্র ২৬ বছর বয়সে মারা যান।যোসেফ একজন নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিলেন। ফুটবল, বরফের উপরে স্কিইং ও পাহাড়ে আরোহণ ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। ফুটবল খেলায় গোলরক্ষক তিনি ভালো খেলতেন। পোপ হওয়ার পরও তিনি ১৫ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর ছুটি নিয়ে পর্বতে আরোহণ করতে যেতেন।

ক্যারল যোসেফ ভয়তিহ্ওয়া (ললেক)

পড়াশোনা

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে যোসেফ তাঁর এলাকা থেকে হাই স্কুল পড়া শেষ করেন। এরপর তিনি ক্রাকৌ–এর জাগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। এই পরিস্থিতিতে যোসেফ 'ডেভিড' ও 'যোব' নামে দুইটি নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন।

এগুলোর পাশাপাশি তিনি একজন শ্রমজীবী হিসেবে চুনাপাথর কাটার কারখানায় কাজ করতে থাকেন। এভাবে তিনি নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ থেকে রেহাই পান। একুশ বছর বয়সে, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে যোসেফের বাবা মারা যান। এসময় যোসেফ সমগ্র পোল্যান্ডে একজন নামকরা অভিনেতা হিসাবে পরিচিত হন।

পুরোহিত পদে যোসেফ

তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যোসেফ এ সময় পুরোহিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'গোপন সেমিনারীতে' যোগ দেন। পাশাপাশি সাবান তৈরির কারখানার শ্রমিকের কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে একবার এক মিলিটারি ট্রাক তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে কাঁধে মারাত্মক আঘাত পান। অনেক যুবককে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে বন্দি করে। কিন্তু একজন কার্ডিনাল যোসেফ ও আরও কয়েকজন সেমিনারীয়ানকে আর্চবিশপ হাউসে লুকিয়ে রাখেন। বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এরপর তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন। তিনি রোমে যান ও পড়াশুনা শেষে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফিরেন। নিজ দেশে ফিরে তিনি ঐশতত্ত্বের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে যোসেফ ক্রাকৌ শহরের একটি ধর্মপল্লীতে কাজ করতে শুরু করেন। এখানে তিনি যুবক-যুবতীদের জন্য প্রচুর সময় দিতে থাকেন। একই সময়ে তিনি জাগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিবিদ্যা শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

বিশপ, আর্চবিশপ ও কার্ডিনাল হিসেবে জন পল

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে যোসেফ ক্রাকৌ ধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপপদে অভিষিক্ত হন। এর পাঁচ বছর পর তিনি আর্চবিশপ মনোনীত হন। এরও ছয় বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কার্ডিনাল পদ লাভ করেন।

পোপ হিসেবে জন পল

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তিনি পোপ পদে নির্বাচিত হন। পোপ পদে নির্বাচিত হয়ে রোমের সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে প্রথম খ্রিষ্টযাগের উপদেশে তিনি বিশ্বমণ্ডলীকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না।' এটাই ছিল তাঁর জীবনের এক নম্বর মূলমন্ত্র।

মানুষকে একত্রিতকরণ

পোপ দ্বিতীয় জন পলের দ্বিতীয় মূলমন্ত্রটি ছিল "যুদ্ধ নয়, শান্তি "। বিশ্বব্যাপী সকলেই শান্তি চায়, শান্তি ন্যায্যতা ছাড়া শান্তি আসে না। আর ন্যায্যতার অর্থই হলো যার যা

পাওনা তাকে তা দেওয়া। এজন্য পোপ ২য় জন পল সকলের মানবাধিকার রক্ষার প্রতি খুব যত্নবান হন। তিনি নৈতিকতার পক্ষ সমর্থন করেন। সর্বদা তিনি দরিদ্র, নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের পক্ষ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিগ্রহ চলাকালে যুদ্ধে জড়িত দেশগুলোকে তীব্র নিন্দা করেন ও শান্তি স্থাপনের আহ্বান জানান। বিশেষত ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইরাক ও কুয়েত যুদ্ধ এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সময়।

ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে পোপ দ্বিতীয় জন পল লোকদের সাথে দেখা করছিলেন। আর সেই সময় হঠাৎ মুহম্মদ আলী আজ্জা নামে এক তুর্কি নাগরিক পোপকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে পোপ মহোদয়কে হাসপাতালে নেওয়া হয়। অন্যদিকে সন্ত্রাসী আলী আজ্জাকেও পুলিশেরা ধরে কারাগারে নিয়ে যায়। পোপকে ছয়ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হয় মোট ২২ দিন। এরপর তিনি ঘরে গিয়ে আলী আজ্জার মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। দুই সপ্তাহ পরে তিনি আবার হাসপাতালে যান দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের জন্য। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় কারাগারে বন্দী আলী আজ্জাকে দেখতে যান এবং তাকে ক্ষমা করেন ও তার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান মুহম্মদ আলী আজ্জাকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া না হয়। তাঁর এই অতি মহান ক্ষমার আদর্শ দেখে বিশ্ববাসী সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

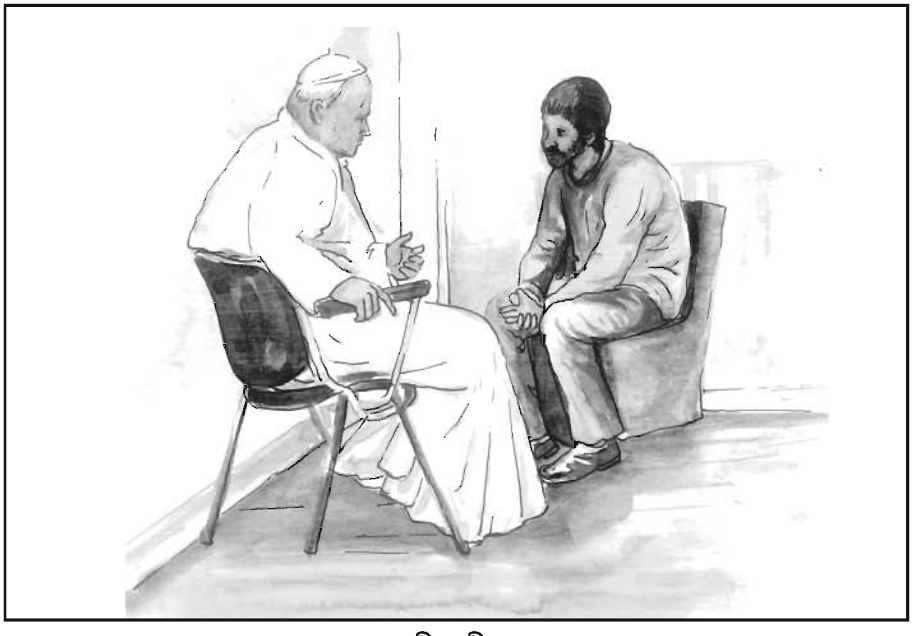

কারাগারে আততায়ী আলী আজ্জার সাথে সাক্ষাৎ

সকলকে সমান চোখে দেখা

পোপ দ্বিতীয় জন পল ছোটবড়, ধনীগরিব, নারীপুরুষ, খ্রিষ্টান অখ্রিষ্টান সকলকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি পোপ হিসেবে ১০৪ বার বিদেশ যাত্রা করে ১৪২টিরও বেশি দেশে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। অতীতের সকল পোপদের চাইতে পোপ দ্বিতীয় জন পলই বেশি সংখ্যক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। আবার তিনিই বিশ্বে যুবদিবস পালন করার রীতি গড়ে তুলেছেন। তিনি যুবক-যুবতীদের এতই ভালোবাসতেন যে, তাঁকে যুবক-যুবতীদের পোপ বলে অনেকে সম্বোধন করতেন।

বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পল

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ এ নভেম্বর তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে পোপ দ্বিতীয় জন পল বাংলাদেশে এক সংক্ষিপ্ত সফরে আসেন। সেদিন তিনি ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে পঞ্চাশ হাজার খ্রিষ্টভক্তের জন্য খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। ঐ খ্রিষ্টযাগে তিনি ১৭ জন বাংলাদেশি যুবককে যাজক পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে বাংলাদেশের মাটি চুম্বনরত পোপ মহোদয়

জন পলের ধন্য শ্রেণিভুক্তকরণ

সিস্টার মারী সাইমন পীয়ের নামক ফরাসি দেশের একজন সিস্টার পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পোপ জন পলের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পোপ দ্বিতীয় জন পল একজন পবিত্র ও সাধু ব্যক্তি। একদিন তিনি সাধু শ্রেণিভুক্ত হবেন। এই লক্ষ্যে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের পহেলা মে তারিখে পোপ ২য় জন পলকে ধন্য শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এই মহান পোপকে আমরা এখন বলি ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল।

কী শিখলাম

পোপ দ্বিতীয় জন পল একজন নাট্যকার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, শ্রমিক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক শক্তিধর সেবক ছিলেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমার আদর্শ স্থাপন ও দেশে দেশে মিলনসমাজ গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পরিকল্পিত কাজ

পোপ দ্বিতীয় জন পলের হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে ক্ষমাদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) পোপ দ্বিতীয় জন পল কাথলিক মণ্ডলীর একজন ----- ছিলেন।
(খ) পোপ দ্বিতীয় জন পল ছিলেন বিশ্বের একজন ----------।
(গ) পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ----- জন্মগ্রহণ করেন।
(ঘ) পোপ দ্বিতীয় জন পলের বাবা ছিলেন -----কর্মকর্তা।
(ঙ) পোপ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল --------।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ছোটবেলায় বন্ধুরা যোসেফকে	ক) স্কুল শিক্ষিকা।
খ) তাঁর মা ছিলেন	খ) ক্রাকৌ এর ভাইশিন্‌জকিতে জন্মগ্রহণ করেন।
গ) ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে যোসেফের	গ) গোপন সেমিনারীতে যোগ দেন।
ঘ) পোপ দ্বিতীয় জন পল	ঘ) আর্চবিশপ হাউজে লুকিয়ে রাখেন।
ঙ) ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি	ঙ) ললেক বলে ডাকতেন।
	চ) মা মারা যান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ যোসেফ কোন কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন?

(ক) কয়লার (খ) সাবানের

(গ) লোহার (ঘ) ইস্পাতের

৩.২ কত খ্রিষ্টাব্দে মিলিটারি ট্রাক যোসেফকে ধাক্কা দেয়?

(ক) ১৯৪৪ (খ) ১৯৪৫

(গ) ১৯৪৬ (ঘ) ১৯৪৭

৩.৩ যাজক পদে অভিষিক্ত হবার পর যোসেফ কোথায় যান?

(ক) জার্মান (খ) রোম

(গ) পোল্যান্ড (ঘ) ফ্রান্স

৩.৪ পোপ দ্বিতীয় জন পল কোন বিষয়ে রোম থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন?

(ক) মণ্ডলীর আইন (খ) দর্শন

(গ) বাইবেল (ঘ) ঐশতত্ত্ব

৩.৫ পোপ দ্বিতীয় জন পল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দিতেন ?

(ক) উর্বানা (খ) পন্টিফিক্যাল

(গ) জাগিলোনিয়ান (ঘ) নটর ডেম

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল কোন সেমিনারীতে যোগ দেন?

(খ) যোসেফ কত খ্রিষ্টাব্দে ক্রাকৌ শহরের একটি ধর্মপল্লীতে কাজ করেন?

(গ) পোপ দ্বিতীয় জন পল কোথা থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কোন ঘটনার মাধ্যমে এবং কীভাবে তিনি ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ হতে পেরেছেন?

(খ) বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পলের আগমন বিষয়ে ব্যাখ্যা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৩.১ পোপ দ্বিতীয় জন পলের জীবন থেকে ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মূল্যবোধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৩.১.১ ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পলের জন্ম ও শৈশবকালের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১৩.১.২ পোপ দ্বিতীয় জন পলের পুরোহিত, বিশপ ও পোপ হওয়ার বিষয় বর্ণনা দিতে পারবে।
১৩.১.৩ জগতের সব ধর্মের মানুষকে এক করার জন্য পোপ দ্বিতীয় জন পলের কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৩.১.৪ নিজের হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে ক্ষমা করে পোপ দ্বিতীয় জন পল যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৩.১.৫ সকল ধর্মের লোককে সমান চোখ দেখবে।

এই অধ্যায়টিকে ৪টি পাঠে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড : ৪

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম

- **জন্ম ও শৈশব**
- **পড়াশোনা**

পাঠ ১ পোপ দ্বিতীয় ..... অভিনেতা হিসাবে পরিচিত হন।

পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

শিখনফল

১৩.১.১ ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পলের জন্ম ও শৈশবকালের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোন দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. পোপ দ্বিতীয় জন পলের একটি বড় ছবি।
২. বিশ্বের মানচিত্র।
৩. পাঠ্যপুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার ছবি।
৪. খেলোয়াড়দের ছবি : জাতীয় ফুটবল দল, বরফের ওপর স্কিইংরত, পাহাড়ে আরোহণের ছবি।
৫. কারখানায় কর্মরত একজন শ্রমিকের ছবি।
৬. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় কোনো অভিনেতার ছবি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে পোপ দ্বিতীয় জন পল সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান কে?	প্রধান শিক্ষক ।
২. কাথলিক মণ্ডলীর সর্বপ্রধান ধর্মগুরু কে?	পোপ ।
৩. পোপ কী করেন?	ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করেন ।
৪. বর্তমান পোপের নাম কী?	পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট ।
৫. পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট আগে কে পোপ ছিলেন?	পোপ দ্বিতীয় জন পল ।(এ সময় পোপের ছবি দেখাতে পারেন) ।
৬. পোপ দ্বিতীয় জন পল কি একবারে পোপ হতে পেরেছিলেন নাকি একদিন তোমাদের মতো ছোট ছিলেন?	(পাঠ্যপুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার ছবি দেখাবেন) । না, আমাদের মতোই ছোট ছিলেন ।
৭. আর কী কী ভাবে তিনি তোমাদের মতো ছিলেন?	বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিতে পারে, যেমন: ক) একটি দেশের নাগরিক খ) তাঁর বাবা ও মা ছিলেন গ) তাঁর বন্ধু ছিল ঘ) তাঁর ডাক নাম ছিল ঙ) তিনি স্কুলে পড়াশোনা করতেন চ) তিনি খেলা করতে ভালবাসতেন ইত্যাদি ।
৮. পড়াশোনার পাশাপাশি তোমরা আর কী কী করতে পার?	বিভিন্নজন ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিতে পারে, যেমন গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকা, ছোট ছোট কাজ, সেলাই ইত্যাদি ।

এরপর আজকের পাঠটি "জন্ম ও শৈশব এবং পড়াশোনা" উপস্থাপন করবেন ও ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন । শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন । কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন । সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন । যেমন

১.বিশ্বের মানচিত্র দেখিয়ে পোল্যান্ডের অবস্থান নির্দেশ করবেন ।

২.খেলোয়াড়দের ছবি যেমন জাতীয় ফুটবল দল, বরফের উপর স্কিইংরত খেলোয়াড় ও পাহাড়ে আরোহণের ছবির সাহায্যে পড়াশোনার পাশাপাশি পোপের শৈশব ও কৈশোর জীবনের শখ ও আগ্রহের বিষয়গুলো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন ।

৩.কারখানা শ্রমিক ও জনপ্রিয় অভিনেতার ছবি দেখিয়ে পোপের যৌবনকালের বৈচিত্র্যময় ছাত্রজীবন, শ্রম ও অভিনয় দক্ষতা ব্যাখ্যা করবেন ।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. পোপ দ্বিতীয় জন পল কে ছিলেন?
২. পোপ দ্বিতীয় জন পল কত তারিখে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৩. পোপ হওয়ার আগে তাঁর নাম কী ছিল?
৪. শৈশবে বন্ধুরা পোপ দ্বিতীয় জন পলকে কী নামে ডাকতেন?

৫. মা মারা যাবার পর কে তাঁকে বড় করে তোলেন?
৬. পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি আর কী কী করতেন?
৭. তিনি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন?
৮. তিনি কী কী নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন?
৯. তিনি কিসের কারখানায় কাজ করতেন?
১০. পোপ দ্বিতীয় জন পল সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার কেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

তোমার কাছে যে যে নাম ও শব্দ নতুন ও কঠিন বলে মনে হয় সেগুলো দেখে দেখে পাঁচবার করে খাতায় লেখ।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম

- **পুরোহিত পদে যোসেফ।**
- **বিশপ, আর্চবিশপ ও কাডিনাল হিসেবে জন পল।**
- **পোপ হিসেবে জন পল।**

পাঠ ২ তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ..... এক নম্বর মূলমন্ত্র।

পৃষ্ঠা ৬৫

শিখনফল

১৩.১.২ পোপ দ্বিতীয় জন পলের পুরোহিত, বিশপ ও পোপ হওয়ার বিষয় বর্ণনা দিতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

১. পোপ দ্বিতীয় জন পলের একটি বড় ছবি।
২. বাংলাদেশের যে কোন একটি সেমিনারীর ছবি।
৩. পুরোহিত অভিষেক অনুষ্ঠানের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে পুরোহিত হতে হলে একজনকে কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়, কীভাবে অভিষেক অনুষ্ঠান হয় ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা কেন পড়াশোনা কর?	ক) বাবা ও মা বলেছেন। খ) আমরা অনেক বড় হতে চাই। গ) আমরা জ্ঞান অর্জন করতে চাই ইত্যাদি।
২. বড় হয়ে তোমরা কে কী হতে চাও?	বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিতে পারে, যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, পুরোহিত, পালক, ব্রাদার, সিস্টার ইত্যাদি।
৩. এজন্য তোমাকে কোথায় কোথায় পড়াশোনা করতে হবে?	প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।
৪. তোমাদের মধ্যে কে কে পুরোহিত, যাজক, পালক, ব্রাদার বা সিস্টার হতে চাও হাত তোল দেখি।	কেউ কেউ হাত তুলতে পারে। (কোন কোন প্রোটেস্টান্ট মণ্ডলীতে মহিলারাও পুরোহিত বা পালক হিসেবে অভিষিক্ত হতে পারেন, তাই মেয়েরাও হাত তুলতে পারে)
৫. তোমরা কী জান এজন্য তোমাদের কোথায় থেকে পড়াশোনা করতে হবে?	সেমিনারি বা ধর্মতত্ত্ব কলেজে।
৬. শুধু পড়াশোনা করলেই কী হবে?	না, অভিষিক্ত হতে হবে বা ব্রতগ্রহণ করতে হবে। (অভিষেক অনুষ্ঠানের ছবি দেখাবেন)

এরপর আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, আজকের পাঠের মাধ্যমে পোপ দ্বিতীয় জন পল কীভাবে বিশ্বযুদ্ধকালীন নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও পুরোহিত হন, আরও পড়াশোনা করেন ও পুরোহিত থেকে পোপ হন, তা সকলে জানতে পারবে।

মূল পাঠে যাবার পূর্বে তিনি শিক্ষার্থীদের একজনকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন যেন পোপের জীবন পাঠ করে আমরা আমাদের জীবন গঠনের জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমত বুঝতে পারলো কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন:

১.যোসেফ কত খ্রিষ্টাব্দে সেমিনারীতে যোগ দেন?
২.যাজক পদে অভিষিক্ত হবার পর যোসেফ কোথায় যান?
৩.যোসেফ কোন্ কোন্ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন?
৪.যোসেফ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিবিদ্যা শিক্ষা দেন?
৫.যোসেফ কত বছর বয়সে পোপ পদে নির্বাচিত হন?
৬.পোপ দ্বিতীয় জন পলের জীবনের প্রথম মূলমন্ত্র কী ছিল?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

একটি লম্বা পথ আঁকবে ও এর বিভিন্ন স্টেশনে ধারাবাহিকভাবে পোপ দ্বিতীয় জন পলের পুরোহিত থেকে পোপ হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ঘটনাগুলো নির্দেশ করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম

- **মানুষকে একত্রিতকরণ।**
- **ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ।**

পাঠ ৩ পোপ দ্বিতীয় জন পল ..... স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

শিখনফল

১৩.১ জগতের সব ধর্মের মানুষকে এক করার জন্য পোপ দ্বিতীয় জন পলের কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৩.১.৪ নিজের হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে ক্ষমা করে পোপ দ্বিতীয় জন পল যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ

সহজপ্রাপ্য যে কোন দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. খেলনা কামান, পিস্তল, সৈন্য ইত্যাদি।
২. যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি (মা ও শিশু বিষয়ক হলে ভালো)
৩. "যুদ্ধ নয়, শান্তি" লেখা ফেস্টুন।
৪. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। অতঃপর পূর্বদিনের পাঠ থেকে কতটুকু তাদের মনে আছে তা পরীক্ষা করে দেখবেন, বিশেষ করে পোপের জীবনের এক নম্বর মূলমন্ত্র সম্বন্ধে। অতঃপর নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করে যুদ্ধের ভয়াবহতা, শান্তি ও ক্ষমা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা বন্ধুরা কী সবসময় মিলেমিশে থাক, নাকি মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি, মারামারি কর?	মাঝে মাঝে ঝগড়া করি, আবার মারামারিও করি ।
২. তোমাদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি হয় কেন?	বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম উত্তর দিতে পারে, যেমন ক) কেউ আমার জিনিস নিয়ে নিলে খ) কেউ কোন খারাপ কথা বললে গ) কেউ আমার নামে মিথ্যা কথা বললে ঘ) কারো ওপরে খুব রাগ হলে ইত্যাদি ।
৩. ঝগড়া করা, মারামারি করা কী ভালো?	না, ভালো নয় ।
৪. কেন ভালো নয়?	ক) এতে মন খারাপ হয়, খ) আমরা ব্যথা পেতে পারি গ) বন্ধুত্ব নষ্ট হয় ঘ) বড়রা বকা দেয়
৫. তাহলে আমাদের কী করা উচিত?	যেসব কারণে ঝগড়া হয়, সেগুলো না করা, যেমন
	ক) অন্যায়ভাবে কারো কিছু না নেওয়া খ) খারাপ কথা ও মিথ্যা কথা না বলা গ) রাগ না করা
৬. তারপরও কেউ যখন আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে তখন আমরা কী কী করতে পারি?	ক) আমরা তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি যে সে যেটি করেছে সেটি ভালো নয় খ) তাকে ক্ষমা করতে পারি গ) আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি
৭. ক্ষমা করলে কী হয়?	মনে শান্তি ফিরে আসে ও আবার ভালোবাসা ও সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ।

এরপর আজকের পাঠটি "মানুষকে একত্রিতকরণ ও ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ" উপস্থাপন করবেন ও ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন । শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন । কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন । সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন, যেমন

১. খেলনা যুদ্ধ সরঞ্জাম ও যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি দেখিয়ে যুদ্ধের খারাপ দিকসমূহ (বিশেষত নারী, শিশু, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর) ব্যাখ্যা করবেন ।

২. একজন শিক্ষার্থী "যুদ্ধ নয়, শান্তি" লেখা ফেস্টুন হাতে সামনে দাঁড়াবে, বাম দিকের শিক্ষার্থীরা বলবে, "যুদ্ধ নয়", ডান দিকের শিক্ষার্থীরা বলবে, "শান্তি" অথবা "শান্তি চাই" ।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.পোপ দ্বিতীয় জন পলের জীবনের দ্বিতীয় মূলমন্ত্রটি কী ছিল?

২.ন্যায্যতার অর্থ কী?

৩. পোপ দ্বিতীয় জন পল সর্বদা কাদের পক্ষ গ্রহণ করতেন?
৪. কে পোপ দ্বিতীয় জন পলকে গুলি করেন?
৫. পোপ দ্বিতীয় জন পল আলী আজ্জার জন্য প্রার্থনা করেন কেন?
৬. পোপ দ্বিতীয় জন পল কারাগারে গেলেন কেন?
৭. পোপ দ্বিতীয় জন পল সরকারের প্রতি কী অনুরোধ করেন?
৮. আলী আজ্জাকে ক্ষমা করার মাধ্যমে পোপ দ্বিতীয় জন পল বিশ্ববাসীর সামনে কিসের দৃষ্টান্ত দেখালেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

পোপ দ্বিতীয় জন পলের হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে ক্ষমাদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৪

পাঠের শিরোনাম

- সকলকে সমান চোখে দেখা।
- বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পল।
- জন পলের ধন্য শ্রেণিভুক্তকরণ।

পাঠ ৪ পোপ দ্বিতীয় জন পল ..... ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল।

পৃষ্ঠা ৬৭

শিখনফল

১৩.১.৫ সকল ধর্মের লোককে সমান চোখ দেখবে।

পিরিয়ড ৪

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কোন দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।
২. কয়েকজন সাধু-সাধ্বীর ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। অতঃপর পূর্বদিনের পাঠ থেকে কতটুকু তাদের মনে আছে তা পরীক্ষা করে দেখবেন, বিশেষ করে ন্যায্যতা, শাস্তি ও ক্ষমাদান সম্বন্ধে। অতঃপর নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করে আজকের পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা কি কখনো কোন গরিব ছেলেমেয়েকে দেখেছ?	হ্যাঁ।
২. তারা কী করে?	কেউ কেউ অন্যের বাড়িতে কাজ করে,
	কেউ কেউ হোটেলে কাজ করে, কেউ কেউ বাবা-মায়ের সাথে কাজ করে, কেউবা আবার ভিক্ষা করে।
৩. তারা স্কুলে আসে না কেন?	তাদের ঘরে খাবার নেই, তাই তারা টাকার জন্য কাজ করে, যেন খাবার কিনতে পারে।
৪. তাদের দেখে তোমাদের কেমন লাগে?	ভালো লাগে না।
৫. তোমরা কি কখনো তাদের কারো সাথে কথা বলেছ?	না।
৬. ধর, তোমরা যদি ওদের সাথে কথা বল, তাহলে কী বলবে?	ওদের স্কুলে আসতে বলব।
৭. ওরা স্কুলে এলে তোমাদের কেমন লাগবে?	খুব ভালো লাগবে।

এরপর আজকের পাঠ উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, পোপ দ্বিতীয় জন পল কেবল সকল মানুষকে ভালোবাসতেন না, তিনি সকলের কাছে যেতেন, তাদের সাথে কথা বলতেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন।

একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন যেন ঈশ্বর আজকের পাঠটি বুঝতে সকলকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.পোপ দ্বিতীয় জন পল কাদের সমান চোখে দেখতেন?

২.বিশ্ব যুবদিবস পালন করার রীতি কে গড়ে তুলেছেন?

৩.পোপ দ্বিতীয় জন পল কবে বাংলাদেশ সফরে আসেন?

৪.বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পল কতজনকে যাজক পদে অভিষিক্ত করেন?

৫.সিস্টার মেরী সাইমন পীয়ের কোন রোগে আক্রান্ত হন?

৬.পোপ দ্বিতীয় জন পলকে কেন ধন্য শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে?

৭.বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পলের আগমন সম্বন্ধে তুমি কী জান?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করে একটি প্রার্থনা রচনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বর্গ ও নরক

ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। তাঁর কাছেই একদিন আমাদের ফিরে যেতে হবে। সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরপর হবে শেষ বিচার। তখন ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিবেন আমাদের কোথায় পাঠাবেন। এই পৃথিবীতে আমাদের বর্তমান জীবন যাপনের ওপর নির্ভর করবে আমরা স্বর্গে যাব না কি নরকে যাব। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই একটা ধারণা পেয়েছি। আমরা সকলেই স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে চিরদিন সুখে বাস করতে চাই। তাই এখন আমাদের আরও ভালোরূপে জানা দরকার স্বর্গ কী এবং কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়। আরও জানা দরকার মানুষ কেন নরকে যায় এবং কীভাবে নরকের পথ এড়িয়ে যীশুর পথে চলা যায়।

স্বর্গ কী

স্বর্গ হলো ঈশ্বরের আবাসস্থল। এটি সর্বোচ্চ সুখময় স্থান। স্বর্গে সাধুসাধ্বীগণ ও স্বর্গদূতবাহিনী, পবিত্র ও ধার্মিক বিশ্বাসীগণ সর্বদা ঈশ্বরকে ঘিরে থাকেন। সেখানে তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা করেন ও চিরকালীন সুখে বাস করেন। কিন্তু স্বর্গটি ঠিক কোন্ স্থানে তা আমরা কেউ বলতে পারি না। আমরা বলি ঈশ্বর যেখানে, সেখানেই স্বর্গ। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, স্বর্গ হলো আমাদের অনেক উপরে, নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে। কারণ প্রভু যীশু পুনরুত্থান করার পর স্বর্গে আরোহণ করেছেন। একটা মেঘবাহন এসে তাঁকে বহন করে নিয়ে গেছে। তিনি উপরের দিকেই উঠে গিয়েছেন। এই পৃথিবীতে আমরা দৈহিক চোখ দিয়ে ঈশ্বরকে সরাসরি দেখতে পাই না। কিন্তু স্বর্গে আমরা ঈশ্বরকে নিজের চোখে সরাসরি দেখতে পাব। সেখানে আমরা ঈশ্বরের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব। স্বর্গে আমরা তাঁর রাজত্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে পারব। আর আশ্রয় নিব ঈশ্বরের কোলে।

এ পৃথিবীতেও আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করে থাকি। আমরা ভালো ও মজার মজার খাবার খাই, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরি। অনেক আনন্দদায়ক খেলাধুলা করি, মন মাতানো গানবাজনা ও নৃত্য করি। কখনো আবার বনভোজন করি, মজার মজার গল্প পড়ি ও শুনি। টেলিভিশন ও সিনেমা হলে নানা ধরনের নাটক ও চলচ্চিত্র উপভোগ করি। বড়দিন, পাস্কা ও অন্যান্য পর্বে অনেক আনন্দ করি। কিন্তু স্বর্গসুখের তুলনায় এসব জাগতিক সুখ

একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ ঈশ্বরের কাছে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে থাকা। ঈশ্বর আমাদের সবকিছুর দাতা, আমাদের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তাঁর সাথে আমরা যখন এক হয়ে যেতে পারব, তখন আমাদের আর কোনো দুঃখকষ্টই থাকবে না। আমাদের আর কোনদিন চোখের জল ফেলতে হবে না। স্বর্গে নেই কোনো রাগ, অহংকার, ঝগড়াঝাটি, মারামারি, হিংসাবিদ্বেষ। সেখানে আছে শুধু অনেক অনেক ভালোবাসা ও স্বর্গীয় সুখ। সেখানে আছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। স্বর্গই আমাদের আসল আবাসস্থল। স্বর্গে আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিষ্ট এবং পিতা ঈশ্বর থাকেন। সেখানে দূতবাহিনী, সাধুসাধ্বীগণ এবং মারীয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

স্বর্গে যাওয়ার উপায়

স্বর্গে যাওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে আমাদের ভালো ও পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। ভালো ভালো কাজ করতে হবে। পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সামনে ঈশ্বর তাঁর বাণী রেখেছেন। তাঁর আজ্ঞাগুলো আমরা যদি সঠিকভাবে পালন করি, তাঁর প্রিয় পুত্রের দেখানো পথে চলি, তবে আমরা পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিষ্টই আমাদের পথ, সত্য ও জীবন। তিনি আমাদের সামনে অষ্টকল্যাণবাণী রেখেছেন।

স্বর্গের দরজা

ভালোবাসা ও ক্ষমার আদর্শ দেখিয়েছেন। তিনি নানাবিধ শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের সেবা করতে বলেছেন। ক্ষুধার্তকে আহার দান, তৃষ্ণার্তকে পানীয় দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, অসুস্থকে সেবা, বন্দীকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি উপায়ে আমরা ভালো ভালো কাজ করতে পারি। এগুলো হলো ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি আমাদের

ভালোবাসার প্রকাশ। প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে এসে একটি মণ্ডলী স্থাপন করে গেছেন। তিনি তাঁর আত্মার মাধ্যমে এই মণ্ডলীতে উপস্থিত রয়েছেন। মণ্ডলীর পরিচালকদের তিনি ক্ষমতা দিয়েছেন তাঁর ভক্ত মানুষদেরকে পরিচালনার জন্য। কাজেই মণ্ডলীর পরিচালনা মেনে, সাক্রামেন্তগুলো সঠিকভাবে গ্রহণ করে আমরা পবিত্রতার সাধনা করতে পারি। মণ্ডলীর পরিচালনায় আমাদের প্রথমে ভালো মানুষ হতে হবে। এরপর আমাদের ভালো খ্রিষ্টান হতে হবে। আমরা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে চলতে থাকব।

নরক ও নরকে যাওয়ার কারণ

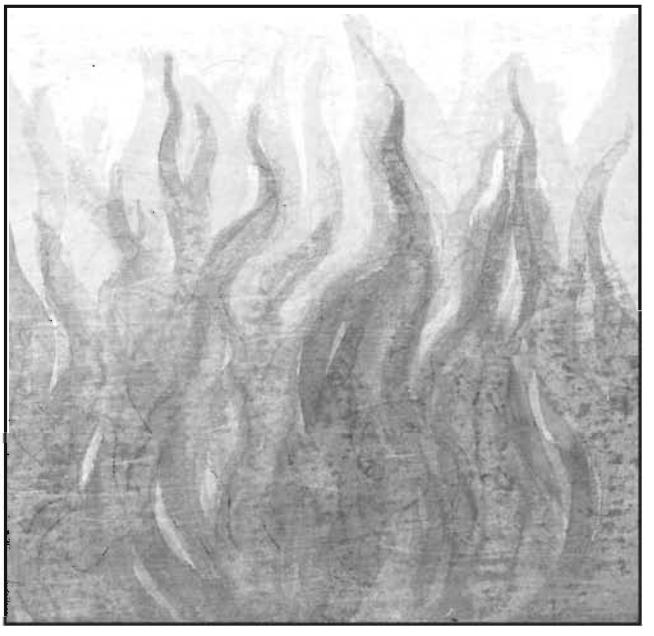

নরকের আগুন

নরক হলো অভিশপ্তদের বাসস্থান। যারা মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে যীশুর প্রতি ভালোবাসা ও সেবা প্রকাশ করে নি তারা নরকে যাবে। যীশু বলেছেন, নরক হলো এমন একটি স্থান যেখানে সর্বদা আগুন জ্বলছে। তাঁর কথানুসারে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং কোনো কোনো অঙ্গ হারানোই ভালো। মারাত্মক পাপের অবস্থায় যারা মারা যায়, তারা মৃত্যুর পর পরই নরকে যায়। সেখানে তারা নরকের শাস্তি অর্থাৎ এমন আগুনে পুড়তে থাকে যে আগুন কখনো নিভে না।ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই নরকে বাস করা। কোনো কোনো মানুষ আছে যারা স্বেচ্ছায় অর্থাৎ জেনেশুনে ভালোবাসারপথ ত্যাগ করে ও ঘৃণার পথ বেছে নেয়। তারা সকলের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। মৃত্যু পর্যন্ত তারা সেইভাবেই চলে। এই মানুষেরা মারাত্মক পাপের মধ্যে জীবন যাপন করে। তারাই নরকে যায়। ঈশ্বর কাউকে নরকে যাবার জন্য আগেই ঠিক করে রাখেন না। জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে হয় ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। যারা তা করে না তারাই নরকে যায়।

যীশুর দেখানো পথে চলা

যে কোনো মানুষ মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করলে স্বর্গে যেতে পারবে। যীশু বলেন, "সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, কেননা যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়, সেই দরজা চওড়া ও প্রশস্ত। কিন্তু যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, সেই দরজা সরু এবং সেই পথ সংকীর্ণ। অল্প মানুষেই সেই পথের সন্ধান পায়" (মথি ৭:১৩–১৪)।

আমাদের মণ্ডলীর শিক্ষা হলো এই যে, আমরা আমাদের মৃত্যুর দিন বা ক্ষণ জানি না। তাই আমাদের প্রভু যীশুর উপদেশ মেনে চলা দরকার। সব সময় সজাগ থাকতে হবে। যাতে যখন আমাদের এই পার্থিব জীবন শেষ হয়ে যাবে, তখন যেন আমরা স্বর্গীয় পিতার কোলে আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য হতে পারি। আমরা যেন বাইবেলে উল্লিখিত সেই দুষ্ট ও অলস কর্মচারীর মতো নরকে নিক্ষিপ্ত না হই। কারণ নরকে গেলে সর্বদা আগুনে জ্বলতে হবে। সেখানে থেকে কান্নাকাটি করলেও ঈশ্বর রক্ষা করতে আসবেন না। বরং আমরা যেন নিজ নিজ গুণগুলো ব্যবহার করে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করি। তখন মনিব আমাদের প্রশংসা করবেন ও স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দিবেন।

কী শিখলাম

স্বর্গ হলো ঈশ্বরের আবাসস্থল আর নরক হলো অভিশপ্তদের আবাসস্থল। যারা ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসে ও সেবা করে তারা স্বর্গে যাবে। যারা স্বেচ্ছায় ভালোবাসতে ও সেবা করতে অস্বীকার করে ও ঘৃণার মধ্যে বাস করে তারা নরকে যাবে। মারাত্মক পাপের মধ্যে থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে তারা নরকে যায়। কিন্তু পাপ থেকে মন ফিরালে স্বর্গে যাওয়া যায়।

পরিকল্পিত কাজ

কী কী ভাবে জীবন যাপন করলে স্বর্গে যাওয়া যায় দলের সকলের সাথে মিলে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) আমরা সকলেই ------ ঈশ্বরের সাথে সুখে বাস করতে চাই।

(খ) স্বর্গ হলো ঈশ্বরের ----------।

(গ) আমরা বলি ঈশ্বর যেখানে সেখানেই ---------- ।

(ঘ) প্রভু যীশু -------- করার পর স্বর্গে অরোহণ করেছেন।

(ঙ) স্বর্গে যাওয়ার অর্থ হলো ------- সাথে মিলিত হওয়া।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) নরক হলো	ক) অষ্ট কল্যাণ বাণী রেখেছেন।
খ) তিনি আমাদের সামনে	খ) পিতা ঈশ্বর থাকেন।
গ) যীশু খ্রিষ্ট আমাদের	গ) রক্ষা করতে আসবেন।
ঘ) স্বর্গে আমাদের মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট ও	ঘ) একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য।
ঙ) স্বর্গ সুখের তুলনায় জাগতিক সুখ	ঙ) পথ, সত্য ও জীবন।
	চ) অভিশপ্তদের বাসস্থান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ স্বর্গ কেমন স্থান?
(ক) সর্বোচ্চ সুখময় (খ) সুখময়
(গ) দুঃখময় (ঘ) সর্বোচ্চ দুঃখময়

৩.২ স্বর্গে আমরা কার সৌন্দর্য উপভোগ করব?
(ক) মানুষের (খ) দিয়াবলের
(গ) ঈশ্বরের (ঘ) স্বর্গ দূতদের

৩.৩ ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে বিছিন্ন করে রাখাই হলো–
(ক) নরক বাস (খ) স্বর্গবাস
(গ) পৃথিবীর আনন্দ (ঘ) স্বর্গের আনন্দ

৩.৪ মণ্ডলীর শিক্ষা হলো সবসময়–
(ক) ঘুমিয়ে থাকা (খ) সজাগ থাকা
(গ) প্রার্থনা করা (ঘ) মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া

৩.৫ স্বর্গ সুখের তুলনায় জাগতিক সুখ হলো–
(ক) ভালো ও আনন্দদায়ক (খ) তুচ্ছ ও ঘৃণ্য
(গ) ভালো ও নগণ্য (ঘ) তুচ্ছ ও নগণ্য

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) যীশুর দেখানো পথ কোনটি?
(খ) পাপ থেকে মন ফেরালে কোথায় যাওয়া যায়?
(গ) আমাদের নিজেদের গুণ ব্যবহার করে আমরা কাদের সেবা করতে পারব?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) স্বর্গ কী ব্যাখ্যা কর।
(খ) নরকে যাওয়ার কারণ কী?

চর্তুদশ অধ্যায়
স্বর্গ ও নরক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১৪.১ স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল
১৪.১.১ স্বর্গ কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.২ কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায় তা বাখ্যা করতে পারবে।
১৪.১.৩ নরক কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৪ মানুষের নরকে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৫ যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে স্বর্গের পথে চলবে।

এই অধ্যায়টিকে ৩টি পাঠে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : স্বর্গ কী

পাঠ ১ ঈশ্বরের কাছ থেকে ..... অপেক্ষা করছেন।

পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল
১৪.১.১ স্বর্গ কী তা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ
সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. প্রভু যীশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের ছবি।
২. পিতা বা মাতার কোলে একটি শিশুর ছবি।
৩. স্বর্গের কাল্পনিক ছবি যেখানে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট স্বর্গীয় দূতবাহিনী, সাধুসাধ্বীগণ ও মা মারিয়া (মরিয়ম) পরিবেষ্টিত সিংহাসনে বসে আছেন।
৪. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি
শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে "স্বর্গ" সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরাতো সারাদিন কতজনের সঙ্গে থাকো, তাদের মধ্যে কার্ সঙ্গে থাকতে তোমাদের সবচাইতে ভালো লাগে?	বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম উত্তর দিতে পারে, যেমন বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, কাকা-পিসি ইত্যাদি ।
২. তাঁদের সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগে কেন?	বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম উত্তর দিতে পারে, যেমন ক) আমাকে খুব ভালোবাসেন খ) আমাকে যত্ন করেন গ) আমার প্রয়োজনের সব কিছু দেন ঘ) আমরা একসঙ্গে খেলা করতে পারি ঙ) আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান ইত্যাদি ।
৩. কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, রাতের বেলায় তোমরা কার্ সঙ্গে এবং কোথায় থাকতে ভালোবাসো?	সবাই বলবে, বাড়িতে বাবা ও মায়ের সঙ্গে ।
৪. রাতের বেলায় বাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসো কেন?	রাতের বেলা অন্ধকার, সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ কোথাও থাকে না, তাই বাবা মায়ের সঙ্গে থাকলে আমাদের ভয় লাগে না । বাবা মায়ের সঙ্গে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি আর আমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে চাইবার আগেই বাবা মা আমাদের দিয়ে থাকেন ।
৫. তাহলে দিনের বেলায় আমরা যার সঙ্গেই থাকি না কেন, দিনের শেষে আমরা কার সঙ্গে থাকতে চাই?	নিজেদের বাড়িতে, বাবা মায়ের সঙ্গে ।
৬. আচ্ছা বলত, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট পুনরুত্থানের ৪০ দিন পরে কীভাবে, কোথায় ও কার কাছে গেলেন?	মেঘবাহনে চড়ে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে ।
৭. কেন তিনি স্বর্গে পিতার কাছে গেলেন?	দিনের শেষে আমরা যেমন বাড়িতে বাবা মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে চাই, তেমনি এ জগতের জীবন শেষে তিনিও স্বর্গে তাঁর পিতার সঙ্গে থাকতে চান ।
৮. বলত, আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা কোথায় যাব?	স্বর্গে । প্রভু যীশু বলেছেন, তিনি তাঁর শিষ্যদেরও স্বর্গে নিয়ে যাবেন ।
৯. আমরা সকলেই কি স্বর্গে যাব?	না, শেষ বিচারে যারা উত্তীর্ণ হবে, কেবল তারাই স্বর্গে যাবে ।
১০. স্বর্গে আমরা কার সঙ্গে থাকব?	পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে ও প্রভু যীশুর সঙ্গে ।
১১. সেখানে আর কারা কারা আছেন ?	স্বর্গদূতবাহিনী, সাধুসাধ্বীগণ, পবিত্র ও ধার্মিক বিশ্বাসীগণ ।

এরপর আজকের পাঠটি "স্বর্গ কী" উপস্থাপন করবেন, ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন, শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন । এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন ।

১. প্রভু যীশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের ছবি দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবেন যে, স্বর্গ নভোমন্ডলের ঊর্ধ্বে, কারণ প্রভু যীশু উপরের দিকেই উঠে গিয়েছেন ।

২. পিতা বা মাতার কোলে একটি শিশুর ছবি দেখিয়ে বলবেন যে, স্বর্গে যাওয়ার অর্থ হলো অনন্তকালের জন্য পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা আর তাঁর সঙ্গে থাকার অর্থ হলো আর কোনো দুঃখকষ্ট না থাকা।
৩. প্রভু যীশু খ্রিষ্ট স্বর্গীয় দূতবাহিনী, সাধুসাধ্বীগণ ও মা মারীয়া (মরিয়ম) পরিবেষ্টিত সিংহাসনে বসে আছেন, স্বর্গের এই কাল্পনিক ছবি দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবেন পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে কারা কারা স্বর্গের বাড়িতে থাকেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. মৃত্যুর পরে আমাদের কার্ কাছে ফিরে যেতে হবে?
২. স্বর্গ কী?
৩. স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কী?
৪. স্বর্গে কী কী আছে?
৫. স্বর্গে কী কী নেই?
৬. স্বর্গ কী ব্যাখ্যা কর।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

৫. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
৬. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বোঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৭. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৮. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

স্বর্গের ছবি আঁক, যেখানে স্বর্গদূতদের সাথে মানুষেরাও ঈশ্বরের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছে।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : স্বর্গে যাওয়ার উপায়

পাঠ ২ স্বর্গে যাওয়ার অর্থ ..... নির্ভর করে চলতে থাকব।

পৃষ্ঠা ৭১-৭২

শিখনফল

১৪.১.২ কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায় তা বাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

১. পবিত্র বাইবেল।
২. দয়া ও সেবামূলক কাজের ছবি।
৩. একটি বড় কাগজে হাতে লেখা সাতটি সাক্রামেন্তের নাম।
৪. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পূর্ব পাঠ "স্বর্গ কী" এর উপর দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ স্বর্গের ছবি আঁকার কাজটি করেছে কি না তা দেখবেন। অতঃপর আজকের নির্ধারিত পাঠ "স্বর্গে যাওয়ার উপায়" সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা কোথায় যাব?	যারা শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হবে, তারা স্বর্গে যাবে।
২. স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কী?	পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে ও প্রভু যীশুর সঙ্গে থাকা।
৩. সেখানে আর কারা কারা আছেন?	স্বর্গদূতবাহিনী, সাধুসাধ্বীগণ, পবিত্র ও ধার্মিক বিশ্বাসীগণ।
৪. সাধুসাধ্বীগণ, পবিত্র ও ধার্মিক বিশ্বাসীগণ কারা?	যারা এ জগতে প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করে জীবন যাপন করেছে, পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা পালন করেছে, যারা মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবেসেছে ইত্যাদি।
৫. তারা কীভাবে স্বর্গে গিয়েছেন?	শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হয়ে।
৬. শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হতে হলে আমাদের কী কী করতে হবে?	সাধুসাধ্বীগণ, পবিত্র ও ধার্মিক বিশ্বাসীগণের ন্যায় সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি "স্বর্গে যাওয়ার উপায়" উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে এই পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব কীভাবে আমরা সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করে স্বর্গে যেতে পারি। তিনি ছোট প্রার্থনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি যাচঞা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. পবিত্র বাইবেল দেখিয়ে বলবেন যে, বাইবেল পাঠ করে আমরা প্রভু যীশুর আজ্ঞা ও তাঁর দেখানো পথ সম্বন্ধে জানতে পারি, যা পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি।

২. দয়া ও সেবামূলক কাজের ছবি দেখিয়ে কীভাবে মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায় তা ব্যাখ্যা করবেন।

৩. একটি বড় কাগজে হাতে লেখা সাতটি সাক্রামেন্তের নাম দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সাক্রামেন্তগুলো স্মরণ করতে সাহায্য করবেন ও বলবেন যে, নিয়মিতভাবে সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্রতার পথে চলতে পারি।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.স্বর্গে যাওয়ার অর্থ কী?
২.পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সামনে ঈশ্বর কী রেখেছেন?
৩.কে পথ, সত্য ও জীবন?
৪.কী কী উপায়ে আমরা ভালো কাজ করতে পারি?
৫.প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে কী স্থাপন করে গেছেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্ব পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

কী কী ভাবে জীবন যাপন করলে স্বর্গে যাওয়া যায় দলের সকলের সাথে মিলে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম

- **নরক ও নরকে যাওয়ার কারণ ।**
- **যীশুর দেখানো পথে চলা ।**

পাঠ ৩ নরক হলো ..... স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দিবেন ।

পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল

১৪.১.৩ নরক কী তা বর্ণনা করতে পারবে ।
১৪.১.৪ মানুষের নরকে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবে ।
১৪.১.৫ যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে স্বর্গের পথে চলবে ।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ : সহজপ্রাপ্য যে কেনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন ।

১. ধনী ও লাসারের ছবি (শিশুদের জন্য লেখা বাইবেলে পাওয়া যাবে) ।
২. নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করছে এমন একজনের ছবি (সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় বড় পোস্টার পাওয়া যাবে) ।
৩. নারী ও শিশু নির্যাতনের ছবি (সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এ জাতীয় বড় পোস্টার পাওয়া যাবে) ।
৪. পাঠ্যপুস্তকের ছবি ।
৫. দুষ্ট ও অলস কর্মচারীর নরকে নিক্ষিপ্ত হবার ছবি (শিশুদের জন্য লেখা বাইবেলে পাওয়া যাবে) ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পূর্ব পাঠ "স্বর্গে যাওয়ার উপায়" এর ওপর দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা দেখবেন । অতঃপর আজকের নির্ধারিত পাঠ "নরক ও নরকে যাওয়ার কারণ এবং যীশুর দেখানো পথে চলা" সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন । প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, আমাদের মৃত্যুর পরে আমরা কোথায় যাব?	যারা শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হবে, তারা স্বর্গে যাবে ।
২. আর যারা উত্তীর্ণ হবে না তারা কোথায় যাবে?	নরকে ।
৩. কারা শেষ বিচারে উত্তীর্ণ হবে না বা নরকে যাবে?	যারা স্বর্গে যাওয়ার উপায়গুলো মেনে চলে না অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের বাণী মেনে চলে না, পবিত্র জীবন যাপন করে না, মানুষকে ভালোবাসে না, মানুষের সেবা করে না, ভালো মানুষ নয় তারা নরকে যাবে ।
৪. নরকে যাওয়ার অর্থ কী?	পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে থাকা ।

৫. যারা নরকে যায় তাদের জীবন কী রকম হয়?	তাদের জীবন দুঃখকষ্টে ভরে যায়। সেখানে তাদের ভালোবাসার জন্য কেউ থাকে না। তাদের জীবনের আর কোনো আশা থাকে না।
৬. নরক সম্বন্ধে তোমরা আর কী জান?	(পাঠ্যপুস্তকের নরকের আগুন ছবিটি দেখাতে পারেন) নরকে সবসময় আগুন জ্বলতে থাকে যা কখনও নিভে না।
৭. নরকের আগুনে কী হয়?	মানুষ পুড়তে থাকে কিন্তু পুড়ে শেষ হয়ে যায় না অর্থাৎ মানুষ অনন্তকাল ধরে শাস্তি পেতে থাকে।
৮. আমরা সবাইতো পাপ করি, তাহলে নরকে যাওয়ার হাত থেকে আমরা কীভাবে রক্ষা পেতে পারি?	মন পরিবর্তন করলে এবং ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পাপ স্বীকার করে পাপের ক্ষমা গ্রহণ করলে আমরা নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে এই পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব কারা নরকে যাবে, নরকে তাদের কী শাস্তি হবে এবং কীভাবে আমরা যীশুর দেখানো পথে চলে নরকে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। শিক্ষক ছোট প্রার্থনা করবেন ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরে পরে বলবে। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। তারপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. ধনী ও লাসারের ছবি দেখিয়ে স্বর্গ ও নরকের মধ্যকার জীবনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করবেন। (লূক ১৬:১৯-২৬)

২. নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করছে এমন একজনের ছবি দেখিয়ে যারা স্বেচ্ছায় অর্থাৎ জেনে শুনে ভালোবাসার পথ ত্যাগ করে, ঘৃণার জীবন বেছে নেয় ও সকলের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তাদের জীবনের পরিণতি ব্যাখ্যা করবেন।

৩. নারী ও শিশু নির্যাতনের ছবি দেখিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ব্যাখ্যা করবেন।

৪. দুষ্ট ও অলস কর্মচারীর নরকে নিক্ষিপ্ত হবার ছবি দেখিয়ে গল্পটি সংক্ষেপে বলবেন। (মথি ২৪:৪৫-৫১ বা লুক ১২:৪২-৪৭)

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.নরক কাদের বাসস্থান?
২.কারা নরকে যাবে?
৩.নরকের শাস্তি বর্ণনা কর।
৪.নরকে বাস করার অর্থ কী?
৫.মানুষ কীভাবে স্বর্গে যেতে পারবে?
৬.মথি ৭:১৩-১৪ পদে কী লেখা আছে?
৭.আমরা কীভাবে যীশুর দেখানো পথে চলতে পারি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি কী কী বিশেষ গুণ পেয়েছ যা ব্যবহার করে তুমি ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করতে পার এবং কীভাবে তা ব্যবহার করবে, তা দলের সকলকে বল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র রচিত হয়েছে পবিত্র বাইবেলের আলোকে। এগুলো আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলবিষয়। এই বিষয়গুলো একসাথে সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এগুলো আমরা বিশ্বাস করি ও পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই কারণ এগুলো বিশ্বাস ও পালন করা বাধ্যতামূলক। এই বিশ্বাস মন্ত্রটি খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি ও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা। বিশ্বাসমন্ত্রটির মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন: ধর্মবিশ্বাসসূত্র, প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র এবং খ্রিষ্ট বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি হলো এই : স্বর্গ–মর্ত্যের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে এবং তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু সেই যীশু খ্রিষ্টে আমি বিশ্বাস করি, যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ, গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হইলেন, পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিলেন। স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। সেই স্থান হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করিবেন। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবন বিশ্বাস করি। আমেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

আমাদের বিশ্বাসমন্ত্রটি ইতিমধ্যে আমরা মুখস্থ করেছি। কিন্তু এর সব অর্থ আমরা এখনো জানি না। এই কারণে আমরা এই অধ্যায়ে বিশ্বাসমন্ত্রের বিভিন্ন অংশের অর্থ সম্পর্কে জানব।

জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে বিশ্বাস স্বীকার

১। "স্বর্গমর্ত্যের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি"

সৃষ্টির সূচনালগ্নে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু, মানুষ, জগৎ ও যত জীবজন্তু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর "শক্তিমান পরাক্রমী," তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তাঁর শক্তি সর্বব্যাপী ও রহস্যময়। ভালোবাসার কারণে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

২। "যীশু খ্রিষ্ট পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়ার হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন"

ঈশ্বর পুত্র মানুষ হলেন মানবজাতির জন্য, আমাদের পরিত্রাণের জন্য। 'আমরা পাপী' আমরা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারি। আমাদের পাপের পরিত্রাণ সাধনের জন্য ঈশ্বর পুত্র সত্যিকারে 'রক্ত মাংসের' মানুষ হলেন। এই কথা বিশ্বাস করা খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোথাও নেই।

৩। "পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মৃত্যুবরণ করিলেন ও সমাধিস্থ হইলেন।"

যীশু আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা বহন করতে ক্রুশীয় মৃত্যুই মেনে নিলেন। যীশু খ্রিষ্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর দেহ কবরে সমাহিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নি।

৪। "পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিলেন"

যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে যেসব ধার্মিক মারা গিয়েছিলেন তাঁরা পাতালে মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্ট প্রথমে শয়তানের সকল শক্তিকে জয় করেছেন। এরপর পাতালে নেমে গিয়ে সেখানে অপেক্ষমাণ ধার্মিকদের তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁদের জন্যও তিনি স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন।

যীশু মৃত্যুর তিন দিন পর পুনরুত্থান করলেন অর্থাৎ মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন। পুনরুত্থিত যীশুকে প্রথমে দেখেছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন কয়েকজন নারী। তারপর যীশু দেখা দিয়েছেন পিতরকে এবং পরে অন্য শিষ্যদের। যীশুর পুনরুত্থানে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈশ্বর এবং তাঁর কাজকর্ম ও শিক্ষা সবই সত্য।

৫। "স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন"

পিতার ডান পাশে যীশুর স্থান হওয়ার অর্থ হলো, তিনি পিতার সব ইচ্ছা পূরণ করেছেন। মানব জাতির পরিত্রাণ এনেছেন। মৃত্যুকে জয় করেছেন। পিতা তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি এখন স্বর্গ ও পৃথিবীর 'প্রভু'। তিনি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।

৬। "সেখান থেকে তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আগমন করিবেন"
যীশু খ্রিষ্ট পিতার কাছ থেকে একটা অধিকার পেয়েছেন। সেই অধিকার নিয়ে তিনি মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য কাজ করেছেন। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা হয়েছেন। এই অধিকার নিয়ে তিনি জগতের শেষ দিন সকল মানুষের বিচার করতে আসবেন।

৭। "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি"
এই কথা বলে খ্রিষ্টমণ্ডলী স্বীকার করে যে, পবিত্র আত্মা হলেন ঐশ ত্রিব্যক্তির তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি পিতা ও পুত্র থেকে আগমন করেছেন। তিনি পিতা ও পুত্রের সমতুল্য। তিনি আরাধনা ও স্তুতির যোগ্য। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সেই পরম আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে পাঠিয়েছেন।

৮। "পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী"
খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো সেই জনগণের সমাজ, যাদের ঈশ্বর জগতের সকল প্রান্ত থেকে আহ্বান করে একত্রিত করেন। তারা যেন খ্রিষ্টের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে। এভাবে তারা যেন ঈশ্বরের সন্তান এবং যীশু খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়। তারা যেন পবিত্র আত্মার মন্দির হতে পারে।

৯। "সিদ্ধগণের সমবায়"
সিদ্ধগণের সমবায় হলো খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল সদস্য মণ্ডলীর পুণ্য সবকিছুর সহভাগী হন। তাঁরা ধর্মবিশ্বাস, খ্রিষ্টযাগ ও খ্রিষ্টপ্রসাদ এবং আধ্যাত্মিক দানগুলোর সহভাগী হন। সেই ভালোবাসা যেখানে থাকবে না কোন স্বার্থপরতা, লোভলালসা বা কামনাবাসনা।

১০। "পাপের ক্ষমায় বিশ্বাস করি"
খ্রিষ্ট নিজেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর হাতে পাপ ক্ষমা করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদের বলেছেন: 'তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর, তা ক্ষমা না করাই থাকবে।"

১১। "শরীরের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি"
খ্রিষ্ট সেই শেষ দিনে আমাদের পুনর্জীবিত করবেন। তখন যারা পবিত্র জীবন যাপন করেছে ও ভালো কাজ করেছে তারা নব জীবন লাভ করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা পাপের শাস্তি পাবে।

১২। "অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি"
অনন্ত জীবন হলো সেই জীবন যা মৃত্যুর পর শুরু হবে। সেই জীবন অসীম। তার আগে

প্রত্যেকটি মানুষকে জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা যীশু খ্রিষ্টের সামনে ব্যক্তিগত বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে। সেখানেই নির্ধারিত হবে তার অন্তিম স্থান।

১৩। "আমেন"

আমেন কথাটির অর্থ হলো, তাই হোক বা সত্যি সত্যি হ্যাঁ। প্রার্থনার শেষে আমেন বলার মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি, যা আমরা প্রার্থনায় বলেছি তা অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে সত্যি জেনেই বলেছি।

বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য প্রতিদিন এই প্রার্থনাটি বলবে

হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তুমি তোমার পবিত্র আত্মার আলো আমাদের দান কর। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি। আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা তুমি ক্ষমা কর ও বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল। আমরা যেন কখনো বিশ্বাসে দুর্বল না হই। আমরা যেন কোনদিন প্রার্থনা করতে ভুলে না যাই। আমাদের এমন উৎসাহ দান কর, যেন আমরা তোমাকে ও প্রতিবেশীদের সব সময় ভালোবাসতে পারি। ভালো কাজের দ্বারা যেন আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। আমেন।

কী শিখলাম

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র হলো পবিত্র বাইবেল থেকে নেওয়া আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলবিষয় সমূহ। এগুলো আমরা বিশ্বাস করি ও পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। এই বিশ্বাসমন্ত্রটি খ্রিষ্টমণ্ডলীর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা। বিশ্বাসমন্ত্রটির মাধ্যমে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

গান করি

বিশ্বাসে ভরো মন তবে পাবে দরশন জীবিত যীশুর পরিচয়,
উঠেছেন যীশু বেঁচে আয় তোরা নেচে নেচে (২) আনন্দে বল সবে জয় জয়।
মাগদালিনী মেরী পেয়েছে দেখা তাঁর, প্রিয়জনে তাঁরে দেখেছে কতবার (২)
তুমিও দেখা পাবে ধন্য জীবন হবে (২) যীশু প্রেমে হবে মধুময়।

পরিকল্পিত কাজ

কী কী উপায়ে বিশ্বাসের পথে অটল থাকা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিস্টমণ্ডলীর একটা গুরুত্বপূর্ণ--------।

(খ) ঈশ্বরের শক্তি সর্বব্যাপী ও --------।

(গ) আমাদের পাপের পরিত্রাণ সাধনের জন্য ------ সত্যিকারের মানুষ হলেন।

(ঘ) ধার্মিকের পাতালে---------- অপেক্ষায় ছিলেন।

(ঙ) খ্রিস্টমণ্ডলী হলো জনগণের--------।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) পবিত্র আত্মা হলেন ঐশ	ক) মৃত্যুর পর যা শুরু হবে।
খ) অনন্ত জীবন হলো সেই জীবন	খ) বধূ বলা হয়।
গ) আমেন কথাটির অর্থ হলো	গ) ত্রিব্যক্তির তৃতীয় ব্যক্তি।
ঘ) খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে যীশু খ্রিষ্টের	ঘ) সবকিছুর সহভাগী হন।
ঙ) সিদ্ধগণের সমবায় হলো–	ঙ) তাই হোক।
	চ) খ্রিষ্টভক্তগণের পুণ্য সংযোগ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কিসের প্রেরণায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন?

(ক) ভালোবাসার (খ) ভালো লাগার

(গ) অনুভতির (ঘ) প্রশংসার

৩.২ যীশুকে 'প্রভু ' বলে ডাকার সত্যিকার অর্থ হলো–

(ক) ঈশ্বর বলে স্বীকার করা (খ) শ্রদ্ধা করা

(গ) সম্মান করা (ঘ) মেনে চলা

৩.৩ কাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর পুত্র মানুষ হলেন?

(ক) শয়তানের (খ) স্বর্গদূতদের

(গ) মানবজাতির (ঘ) সকল সৃষ্টির

৩.৪ যীশু আমাদের পাপের বোঝা বহন করতে কী করেছেন?

(ক) জন্ম নিয়েছেন (খ) যাতনা ভোগ করেছেন

(গ) ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন (ঘ) পুনরুত্থিত হয়েছেন

৩.৫ যীশু মৃত্যুর কতদিন পর পুনরুত্থান করেছেন

(ক) ১দিন (খ) ৩ দিন

(গ) ৫ দিন (ঘ) ৭ দিন

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কে পাতালে অবরোহণ করলেন?

(খ) প্রভু যীশু খ্রিষ্ট কিসের শক্তিকে প্রথম জয় করেছেন?

(গ) যীশুকে কার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) " আমি পবিত্রতায় বিশ্বাস করি" এর অর্থ ব্যাখ্যা কর।

(খ) বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য একটি প্রার্থনা লেখ।

পঞ্চাশ অধ্যায়

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৫.১ বিশ্বাসমন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখনফল

১৫.১.১ বিশ্বাসমন্ত্র কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৫.১.২ বিশ্বাসমন্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫.১.৩ বিশ্বাসের পথে অটল থাকার চেষ্টা করবে।

এই অধ্যায়টিকে ৩ টি পাঠে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম : বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

পাঠ ১ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র রচিত ..... তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি।

পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬

শিখনফল

১৫.১.১ বিশ্বাসমন্ত্র কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৫.১.২ বিশ্বাসমন্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ

সহজপ্রাপ্য যে কোন দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. একটি পবিত্র বাইবেল।
২. সৃষ্টির বর্ণনার ছবি বা এদেন (এদন) উদ্যানের ছবি।
৩. যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ছবি বা বড়দিনের কার্ড।
৪. ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রিষ্টের ছবি।
৫. পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে বিশ্বাসমন্ত্র সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় তুমি কী খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ করেছিলে?	কেউ কেউ হ্যাঁ বলবে, কেউ কেউ না বলবে।
২. কার্ কার্ মুখস্থ আছে, হাত তোল দেখি।	কেউ কেউ হাত তুলবে।
৩. যাদের মনে নেই, তাদের জন্য তুমি (একজন একজন করে মোট দু'জনকে নির্দেশ করে) দাঁড়িয়ে বিশ্বাসমন্ত্রটি বল?	শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে বলবে (প্রয়োজনে শিক্ষক সাহায্য করবেন)।
৪. এতক্ষণ যারা শুনেছ, এবার তাদের মধ্যে দু'একজন বল, বিশ্বাসমন্ত্রের মধ্যে তোমরা কী কী শুনলে?	ক) সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে খ) যীশু খ্রিষ্টের জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান,স্বর্গারোহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে গ) পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে ঘ) পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী সম্বন্ধে * কাথলিক শব্দের অর্থ সার্বজনীন।
৫. বিশ্বাসমন্ত্রের এ বিষয়গুলো মানুষ কোথা থেকে জানতে পেরেছে?	পবিত্র বাইবেল থেকে।
৬. পবিত্র বাইবেলের কোন্ বিষয়গুলো বিশ্বাসমন্ত্রে স্থান পেয়েছে?	আমাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রধান প্রধান বিষয়।
৭. বিশ্বাস আসলে কী?	আমরা দেখতে বা স্পর্শ করতে না পারলেও যখন কোন কিছুকে সত্য বলে মেনে নিই, তাকে বিশ্বাস বলে।
৮. বিশ্বাসমন্ত্রটি কী?	এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা যা আমরা বিশ্বাস ও পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।
৯. আমরা কেন প্রতিজ্ঞা করি?	কারণ আমরা যা বিশ্বাস করি সেগুলো আমাদের জীবন, কথা ও কাজের মধ্যে প্রকাশ করা একজন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।
১০. কোন কিছু পালন করতে হলে প্রথমে আমাদের কী করতে হবে?	সেটি ভালো করে জানতে ও বুঝতে হবে।

এরপর আজকের পাঠটি "বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ ্যা" উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, বিশ্বাসমন্ত্রে আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের প্রধান বিষয়গুলো পবিত্র বাইবেল থেকে নিয়ে একসাথে সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে লেখা হয়েছে। এর প্রতিটি বাক্য তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস ও গভীর অর্থ প্রকাশ করে। তাই প্রকৃত খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের জন্য এর প্রতিটি বাক্যের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা আমাদের কর্তব্য, যা আজকের পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব। এজন্য আমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রয়োজন। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট প্রার্থনা উৎসর্গ করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে আজকের নির্ধারিত পাঠটি অংশ অংশ করে সরব পাঠ করাবেন, কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। অতঃপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।

১. পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকের কোথায় সৃষ্টির বর্ণনা আছে তা দেখাবেন, তবে পাঠ করবেন না (১ম ও ২য় অধ্যায়)। এ সময় সৃষ্টির ছবি বা এদেন/এদন উদ্যানের ছবি দেখাবেন।

২. পবিত্র বাইবেলের মথি, মার্ক, লূক ও যোহন মঙ্গল সমাচার বা সুসমাচার কোথায় আছে তা দেখাবেন ও বলবেন যে, এই চারটি মঙ্গল সমাচারে যীশু খ্রিষ্টের জীবন, শিক্ষা ও কাজকর্মের প্রধান প্রধান বিষয় লেখা আছে।

৩. যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ছবি বা বড়দিনের কার্ড দেখিয়ে যীশুর জন্ম কেন কোথায় ও কীভাবে হয়েছিল ব্যাখ্যা করবেন।

৪. ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রিষ্টের ছবি দেখিয়ে আমাদের পাপের জন্য তাঁর যাতনাভোগ ও প্রায়শ্চিত্ত, তাঁর মৃত্যু ও সমাধিস্থ হওয়া ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র কী?
২. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র কিসের আলোকে লেখা হয়েছে?
৩. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রকে কী কী নামে আখ্যায়িত করা হয়?
৪. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র পালন করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই কেন?
৫. আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
৬. ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেন?
৭. যীশু খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল কেন?
৮. খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য কী যা অন্য কোথাও নেই?
৯. কার্ শাসনকালে যীশু খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ ও মৃত্যুবরণ করলেন?
১০. ঈশ্বরের শক্তিতে কবরে কার্ দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বোঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

১. সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও যীশু খ্রিষ্ট আমাদের জন্য কী কী করেছেন, তার একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত কর।
২. নিজ নিজ মণ্ডলীর বই থেকে বিশ্বাসমন্ত্র বা বিশ্বাসসূত্র খাতায় লিখে মুখস্থ কর।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম : বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা।

পাঠ ২ "পাতালে অবরোহণ করিলেন ..... কামনাবাসনা"।

পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

শিখনফল : ১৫.১.২বিশ্বাসমন্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

১. যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের ছবি।
২. যীশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের ছবি।
৩. পবিত্র আত্মার অবতরণ বা পঞ্চাশত্তমীর ছবি।
৪. খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজের উপাসনার ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, পূর্ব পাঠের উপর দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা দেখবেন। এরপর যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, পবিত্র আত্মার অবতরণ ও খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কী মনে আছে, পুনরুত্থান কী?	হ্যাঁ, পুনরুত্থান হলো পুনরায় উঠা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়া।
২. কে প্রথম পুনরুত্থান করলেন? ৩. পুনরুত্থান করে তিনি কোথায় গেলেন?	যীশু খ্রিষ্ট। তিনি পুনরুত্থান করে ৪০ দিন শিষ্যদের দেখা দিলেন, তারপর মেঘবাহনে করে নভোমন্ডলের ঊর্ধ্বে স্বর্গে চলে গেলেন।
৪. এখন যীশু কোথায় আছেন?	স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ বা ডান পাশে বসে আছেন।
৫. আমাদের সঙ্গে কী তিনি আছেন?	হ্যাঁ, যীশু স্বর্গে গিয়ে পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যেন পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গেও তিনি থাকতে পারেন।
৬. জগতে এসে পবিত্র আত্মা কী কী করলেন?	শিষ্যদের শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দিলেন যেন তাঁরা মঙ্গলসমাচার প্রচার ও মণ্ডলী স্থাপন করতে পারেন।
৭. মণ্ডলী কী?	খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণের সমাজ যার প্রধান প্রভু যীশু খ্রিষ্ট।

এরপর আজকের পাঠটি "বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা" উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, বিশ্বাসমন্ত্রের প্রতিটি বাক্য তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস ও গভীর সত্য প্রকাশ করে। তাই প্রকৃত খ্রিষ্টীয় জীবন যাপনের জন্য আমাদের কর্তব্য এর প্রতিটি বাক্যের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা, যা আজকের পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব। এজন্য আমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রয়োজন। তারপর তিনি একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করবার জন্য বলবেন যেন বিশ্বাসমন্ত্রটি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য ঈশ্বর সকলকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে আজকের নির্ধারিত পাঠটি অংশ অংশ করে সরব পাঠ করাবেন, কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। তারপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।

১. যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের ছবি দেখিয়ে যীশুর পুনরুত্থান পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। তিনি বলবেন যে, এসব ঘটনা যীশুর নিজের জীবন, শিক্ষা, কাজকর্ম ও মানুষের পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করে।

২. যীশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের ছবি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন যে, যীশু খ্রিষ্ট স্বর্গে গেলেন ও পিতার দক্ষিণ পাশে আসন গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ পাশে বসার অর্থ হলো পিতা ঈশ্বর পৃথিবী ও স্বর্গের সকল ক্ষমতা যীশু খ্রিষ্টকে দিয়েছেন। শেষ দিনে তিনিই সকলের বিচার করবেন।

৩. পবিত্র আত্মার অবতরণ বা পঞ্চাশত্তমীর ছবি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রিষ্টের পরম আত্মাকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, যেন পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে বাস করতে পারেন।

৪. খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজের উপাসনার ছবি দেখিয়ে যীশু খ্রিষ্টের উপস্থিতি বিশ্বাসীদের সহভাগিতা ও একাত্মতা ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.যীশু খ্রিষ্ট পাতালে অবরোহণ করলেন কেন?

২.কারা পুনরুত্থিত যীশুকে প্রথম দেখেছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন?

৩. পিতার ডান পাশে যীশুর স্থান হওয়ার অর্থ কী?
৪. কে সকল মানুষের বিচার করবেন?
৫. পবিত্র আত্মা কে?
৬. পিতা ও পুত্রের সমতুল্য কে?
৭. খ্রিষ্টমণ্ডলী কি?
৮. কারা খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজের সহভাগী হন?
৯. সিদ্ধগণের সমবায় কী?
১০. দীক্ষাস্নান বা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা কী হই?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্ব পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

সকলে মিলে "বিশ্বাসে ভরো মন ..." গানটি অথবা বিশ্বাস সম্বন্ধে অন্য কোন গান করবে।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম

- **বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা**
- **বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য প্রতিদিন এই প্রার্থনাটি বলবে।**

পাঠ ৩ পাপের ক্ষমায় বিশ্বাস ..... প্রকাশ করতে পারি। আমেন।

পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮

শিখনফল

১৫.১.২. বিশ্বাসমন্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১৫.১.৩. বিশ্বাসের পথে অটল থাকার চেষ্টা করবে।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ

সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

৬. পুনরুত্থিত যীশু খ্রিষ্ট শিষ্যদের সাথে কথা বলার ছবি (শিশুদের জন্য লেখা বাইবেলে পাওয়া যাবে)।
৭. পুরোহিতের কাছে ব্যক্তিগত পাপ স্বীকারের ছবি অথবা প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর প্রার্থনাপুস্তক যার মধ্যে সমবেত পাপ স্বীকারের প্রার্থনা আছে।
৮. পূর্বের অধ্যায়ে ব্যবহৃত স্বর্গের ছবি।
৯. সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে ছোট মোমবাতি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পাঠ সম্পর্কে দু'একটি প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে পাপ স্বীকার, পাপের ক্ষমা, অনন্ত জীবন, বিশ্বাসের পথে অটল থাকা ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
তোমাদের কি মনে আছে, মৃত্যুর পরে মানুষের কী হবে?	মানুষ পুনরুত্থান করবে, তারপর তার বিচার হবে।
বিচারে কী ঠিক করা হবে? তোমাদের কী মনে হয়, কে কে স্বর্গে যাবে আর কে কে নরকে যাবে?	কে কে স্বর্গে যাবে আর কে কে নরকে যাবে। যারা পাপ করেনি তারা স্বর্গে যাবে আর যারা পাপ করেছে তারা নরকে যাবে।
তাহলে আমরা সবাইতো পাপ করেছি, আমরা কীভাবে স্বর্গে যাব?	মন পরিবর্তন করলে এবং ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পাপ স্বীকার করে পাপের ক্ষমা গ্রহণ করলে আমরাও স্বর্গে যাব।
কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?	প্রভু যীশু খ্রিষ্ট।
আমরা কীভাবে তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করব?	তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে। যীশু খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের পাপ শোনা ও ক্ষমা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।
পাপের ক্ষমা গ্রহণ করার পর আমাদের কী করতে হবে?	চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা আর পাপ না করি।
আমাদের চেষ্টা কীভাবে সফল হবে?	বিশ্বাসে অটল থাকা ও প্রতিদিন প্রার্থনা করার মাধ্যমে।

এরপর আজকের পাঠটি "বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য প্রতিদিন এই প্রার্থনাটি বলবে" উপস্থাপন করবেন। তারপর শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন যেন বিশ্বাসমন্ত্রটি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য ঈশ্বর সকলকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন এবং বিশ্বাসের পথে অটল থাকবার জন্য ঈশ্বর প্রয়োজনীয় শক্তি দেন। এরপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে আজকের নির্ধারিত পাঠটি অংশ অংশ করে সরব পাঠ করাবেন, কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখবেন। তারপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন।

১. পুনরুত্থিত যীশু খ্রিষ্ট শিষ্যদের সাথে কথা বলার ছবি দেখিয়ে বলবেন যে, যীশু প্রেরিত শিষ্যদের উপর ফুঁ দিয়ে তাঁদের পবিত্র আত্মা ও মানুষের পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা দিলেন।

২. পুরোহিতের কাছে ব্যক্তিগত পাপ স্বীকারের ছবি অথবা প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীর প্রার্থনাপুস্তক যার মধ্যে সমবেত পাপ স্বীকারের প্রার্থনা আছে তা দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন যে, আমরা বিশ্বাস করি আজও বিশপ ও পুরোহিতগণ অভিষেকের মধ্য দিয়ে পাপ করার সেই ক্ষমতা লাভ করেছেন।

৩. স্বর্গের ছবি দেখিয়ে শিক্ষক পুনরুত্থানের পর অনন্ত জীবন ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

৮. খ্রিষ্টমণ্ডলীর হাতে পাপ ক্ষমা করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা কে দান করেছেন?
৯. শেষ দিনে কারা নব জীবন লাভ করবে?
১০. অনন্ত জীবন কী?
১১. শেষ বিচারের জন্য আমাদের কার্ সামনে দাঁড়াতে হবে?
১২. "আমেন" কথাটির অর্থ কী?
১৩. প্রার্থনার শেষে আমেন বলার মাধ্যমে আমরা কী স্বীকার করি?
১৪. বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য তুমি কী প্রার্থনা করবে?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

১. কী কী উপায়ে বিশ্বাসের পথে অটল থাকা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
২. সকলে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে বিশ্বাসমন্ত্রটি বলবে।

ষোড়শ অধ্যায়

বন্যা ও খরা

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন সবকিছুর ওপর প্রভুত্ব করতে অর্থাৎ সবকিছুর যত্ন ও দেখাশুনা করতে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, মানুষ তার কর্তব্য ঠিকভাবে করছে না। সৃষ্টিকে দেখাশুনা না করে সে বরং এগুলো ধ্বংস করছে। এ কারণে পৃথিবীর নানা দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এদেশে প্রতিবছর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, মহামারীসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে বন্যা ও খরা অন্যতম।

বন্যার কারণ

ক) হঠাৎ পানির চাপ বৃদ্ধি পেয়ে নদীর দুই কূল প্লাবিত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই বন্যা বলা হয়। অতিবৃষ্টিতে শহরের পানিও অনেক সময় নর্দমা দিয়ে সরে যেতে বিলম্ব হলে রাস্তাঘাট ডুবে যায়। সেটাও এক ধরনের বন্যা। শহরের বন্যা অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী থাকে। তবে কোন কোন সময় শহরের বন্যা দীর্ঘস্থায়ীও হয়ে থাকে। যেমন, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের বন্যা ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি অঞ্চল প্রায় মাসখানেক প্লাবিত করে রেখেছিল।

খ) আমাদের দেশের সমতলভূমির পাশেই ভারতের পাহাড়ি এলাকা। সেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির সব পানি বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে চলে আসে। এর ফলে বাংলাদেশ বন্যাকবলিত হয়। আমাদের দেশেও অতিমাত্রায় বৃষ্টি হলেও বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ) দিন দিন আমাদের দেশের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এই অতিরিক্ত লোকের বাসস্থানের জন্য পর্যাপ্ত সমতল ভূমি না থাকায় নিম্নাঞ্চল ভরাট করা হচ্ছে। যার ফলে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ) নদীমাতৃক এদেশে অসংখ্য নদী রয়েছে। কিন্তু ময়লা আবর্জনা ফেলতে ফেলতে এবং বালুর আস্তরণ জমতে জমতে অনেক নদী ভরাট হয়ে গেছে। কিন্তু নদী পুনর্খননের ব্যবস্থা না থাকায় এদেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়।

ঙ) এছাড়াও প্রতিবছর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব, হিমালয়ের বরফ গলা পানি, অবৈধভাবে বনাঞ্চল উজাড় করা বা গাছ কাটা, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ করে বাঁধ দেয়া, নদীর

গতিপথ পরিবর্তন করা, ছোট ছোট নদীনালা, খালবিল ভরাট করে বড় বড় শিল্প কলকারখানা তৈরি করার কারণে আমাদের দেশে প্রতিবছর বন্যা দেখা দিচ্ছে।

চ) কলকারখানা, গাড়িঘোড়া, নানা স্থানের আগুন ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক স্থানের হাজার হাজার বছরের জমা বরফ গলে পানি হয়ে সমুদ্রে পতিত হচ্ছে। এভাবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থান পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে।

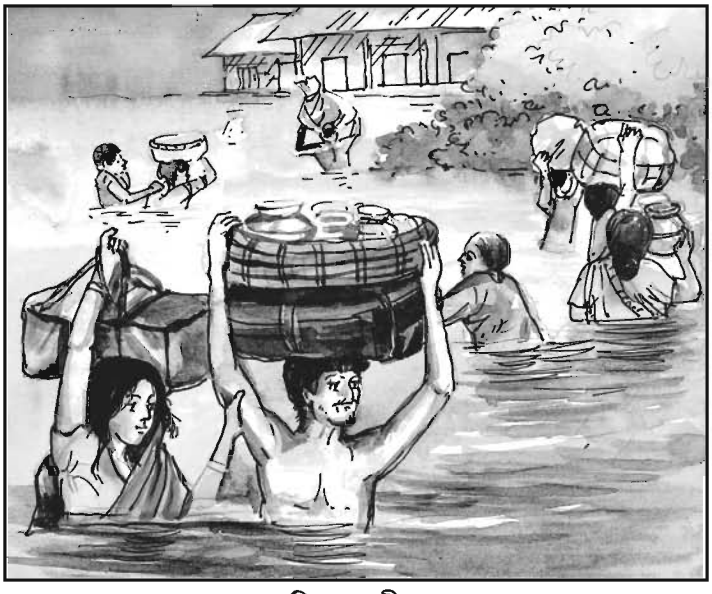

বন্যাকবলিত জনজীবন

বন্যার ফল

বন্যার ফলে নিম্নলিখিত ফলগুলো দেখা দেয়: লোকেরা কাজকর্ম করতে পারে না। অনেকের ঘরে খাবার থাকে না। অনেক ঘরবাড়ি পানির নিচে ডুবে থাকে। অতিরিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যায় কৃষকের ফসলাদি নষ্ট করে দেয়। গবাদি পশুপাখি মারা যায়। ব্যাপকভাবে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। অনেক পানিবাহিত রোগ (কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়) প্রকট আকার ধারণ করে। বেকারত্বের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্যাদি নষ্ট করে দেয়। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে যায়। মৌলিক মানবিক চাহিদার (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। বাসস্থান ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মানুষের মনে ব্যাপক নিরাশা ও হতাশার সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক মানুষের প্রাণহানিও ঘটে।

খরার কারণ

দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে খরা বলে।নানা কারণে আমাদের দেশে খরার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের চেয়ে শুষ্ক আবহাওয়ার পরিমাণ বেশি হলে খরার সৃষ্টি হয়। নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি শুকিয়ে গেলে

পানির অভাবে খরা পরিলক্ষিত হয়। বনাঞ্চল উজাড় করা বা গাছ কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যায় এবং দেশে খরা দেখা দেয়। ছোট ছোট নদীনালা, খালবিল ভরাট করে বড় বড় শিল্প কলকারখানা তৈরি করার কারণে এবং নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশের নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশে খরার সৃষ্টি হচ্ছে।

খরার ফল

খরার ফলও আমাদের দেশে খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খরার কারণে দেশে প্রচণ্ড শুষ্ক আবহাওয়া, প্রখর সূর্যের তাপ ও গরম অনুভূত হয়। প্রচণ্ড গরমে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। খরার কারণে মানুষের মধ্যে অনেক রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করে। আমাদের দেশের আবাদি ও অনাবাদি জমি শুকিয়ে যায়। সেই জমিতে কোনো রস থাকে না।

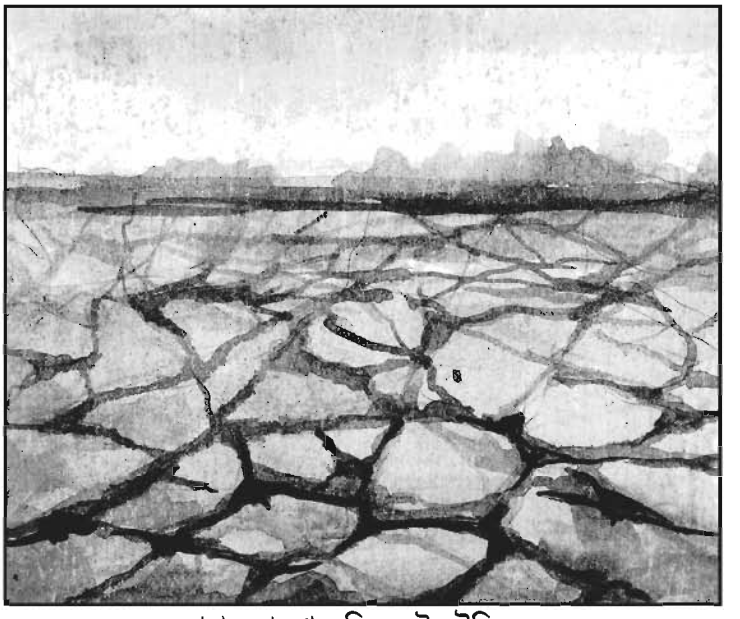

খরার কারণে জমি ফেটে চৌচির

ফলে ফসলও ফলে না। কুয়ো, খালবিল, নদনদী শুকিয়ে যায়। পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং পানির অভাব দেখা দেয়। ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ও গবাদি পশুপাখির খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হয়। শারীরিক শ্রমে অনেক বেশি ক্লান্তি নেমে আসে।

বন্যা ও খরায় আমাদের করণীয়

১। ঈশ্বর আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সবকিছু দেখাশুনা ও যত্ন করার সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করা।

২। সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে কী কীভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার উপায় বের করা ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩। বন্যা বা খরা হয় না, এমন সব এলাকার লোকজন বন্যা ও খরাকবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করা। অন্যদের কাছ থেকে টাকা পয়সা, খাদ্য, জামাকাপড়, চিকিৎসা ও ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করেও ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশ–গ্রহণ করা।

৪। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

৫। খরা বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নৈতিক সমর্থন দান করা।

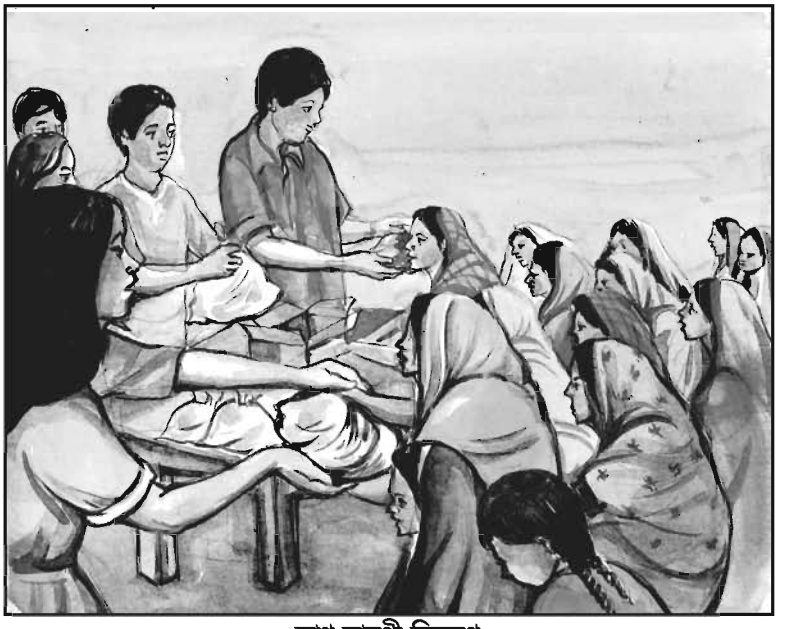

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

কী শিখলাম

প্রকৃতিকে আমরাই যত্ন নিয়ে বাঁচাতে পারি। বন্যা ও খরার সময় আমরা মানুষকে সাহায্য করব।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) আমাদের দেশে ---------- প্রচণ্ড অভাব।

(খ) শহরের বন্যা অনেক সময় ----- থাকে।

(গ) আমাদের দেশের ----- পাশেই ভারতের পাহাড়ি এলাকা।

(ঘ) খরার কারণে মানুষের মধ্যে অনেক -------- বিস্তার লাভ করে।

(ঙ) আমাদের দেশের আবাদি ও ---------জমি শুকিয়ে যায়।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) অতিরিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যায়	ক) অনুপযোগী হয়ে পড়ে।
খ) বাসস্থান ব্যবহারের	খ) বন্যার খবর রাখতে হবে।
গ) শুষ্ক আবহাওয়ার পরিমাণ বেশি হলে	গ) কৃষকের ফসলাদি নষ্ট করে।
ঘ) দৈনিক সংবাদ পড়ে	ঘ) খরার সৃষ্টি হয়।
ঙ) বন্যার প্রস্তুতির জন্য	ঙ) ঘরবাড়ি বানাতে হবে।
	চ) জনগণকে সচেতন করতে হবে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। বাংলাদেশের বন্যার কারণ কী?

(ক) অনাবৃষ্টি (খ) অতিবৃষ্টি (গ) অপর্যাপ্ত বৃষ্টি (ঘ) পর্যাপ্ত বৃষ্টি

৩.২ শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে কিসের সৃষ্টি হয়?

(ক) বন্যা (খ) খরা (গ) অতিবৃষ্টি (ঘ) অনাবৃষ্টি

৩.৩ কী কারণে আমাদের দেশে খরা সৃষ্টি হয়?

(ক) বন্যার কারণে (খ) সূর্যের তাপ (গ) পানির অভাবে (ঘ) গাছ কাটার কারণে

৩.৪ খরার কারণে আমাদের জমিতে–

(ক) রস থাকে না (খ) গাছ থাকে না (গ) পানি থাকে না (ঘ) সার থাকে না

৩.৫ বন্যার সময় প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিস কোথায় রাখতে হয়?

(ক) কলসিতে (খ) বালতিতে (গ) গর্তে (ঘ) পুকুরে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) বন্যার খবরাখবর কীভাবে মানুষকে জানাতে হয়?

(খ) বন্যার প্রস্তুতির জন্য মানুষকে কীভাবে সচেতন করতে হয়?

গ) কীভাবে বন্যার সময় ত্রাণকাজে সাহায্য করা যায়?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কীভাবে বন্যার সৃষ্টি হয়?

(খ) বন্যার ফলাফল লেখ।

ষোল অধ্যায়

বন্যা ও খরা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৬.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও খরা, এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব, দুর্যোগগুলোর সময় আমাদের করণীয় ও এগুলো মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৬.১.১ বন্যার কারণ ও রূপ বর্ণনা করতে পারবে।
১৬.১.২ খরার কারণ ও রূপ বর্ণনা করতে পারবে।
১৬.১.৩ বন্যা ও খরার সময় আমাদের করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।
১৬.১.৪ বন্যা মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

এই অধ্যায়টিকে ৩ টি পাঠে ভাগ করা যায়।

মাট পিরিয়ড : ৩

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম

- **বন্যার কারণ**
- **বন্যার ফল**

পাঠ ১ সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর ..... প্রাণহানিও ঘটে।

পৃষ্ঠা ৮১-৮২

শিখনফল

১৬.১.১ বন্যার কারণ ও রূপ বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ

সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. বিশ্বের মানচিত্র বা গ্লোব ।
২. পাঠ্যপুস্তকের ছবি ও বন্যার সময়ের আরও ছবি ।
৩. ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর ছবি (স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যাবে)।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমরা কি জানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী কী?	বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি ।
২. এগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয় কেন?	এগুলো প্রকৃতিতে ঘটে এবং যখন ঘটে তখন এগুলোতে মানুষের কোন হাত থাকে না ।
৩. এগুলো কেন ঘটে?	মানুষ যখন সৃষ্টিকে যত্নের সাথে ব্যবহার না করে নিজেদের স্বার্থে ধ্বংস করে তখন প্রকৃতিতে দুর্যোগ ঘটে ।
৪. বাংলাদেশে প্রতিবছর ও সবচেয়ে বেশি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে?	বন্যা । আমাদের দেশে প্রতিবছরই কোনো না কোনো এলাকায় বন্যা হয় ।
৫. বন্যা বলতে আমরা কী বুঝি?	যখন কোন এলাকায় পানি জমে সে এলাকা পানির তলায় ডুবে যায় এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পানির তলায় ডুবে থাকে, তখন আমরা তাকে বন্যা বলি ।
৬. বন্যা হলে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়?	আমাদের ঘরের ভিতরে পানি ঢুকে পড়ে, রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না, স্কুলে ক্লাস করা সম্ভব হয় না, বাজারে কোন কিছু পাওয়া যায় না, জমির ফসল পচে যায়, নানা রকম অসুখ হয় ইত্যাদি ।
৭. বন্যা যেন না হয়, সেজন্য আমরা কী করতে পারি?	যেসব কারণে বন্যা হয়, সেগুলো যদি আমরা না করি, তাহলে একেবারে বন্যা বন্ধ করতে না পারলেও এত ঘন ঘন বন্যা হবে না ।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি "বন্যার কারণ ও বন্যার ফল" উপস্থাপন করবেন । তিনি বলবেন যে, আমরা আজকের পাঠ থেকে জানতে পারব কী কী কারণে আমাদের দেশে প্রতিবছর এবং বারবার বন্যা হয়, যেন আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি । এছাড়া বন্যার কারণে আমাদের কী কী ক্ষতি হয় তাও আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারব । এরপর শিক্ষক সমগ্র সৃষ্টি রক্ষা ও আমরা সকলে যেন দায়িত্ববান হই সেজন্য ছোট প্রার্থনা করবেন । অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন । কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখে দেবেন । এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন ।

১. বিশ্বের মানচিত্র বা গ্লোব দেখিয়ে গ্রীনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড নির্দেশ করবেন ।

২. পাঠ্যপুস্তকের ছবি ও বন্যার সময়ের আরও ছবি দেখিয়ে বন্যার সময় কী কী ঘটে ব্যাখ্যা করবেন ।

৩. ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর ছবি দেখিয়ে পানিবাহিত রোগসমূহ ও সেগুলোর কুফল ব্যাখ্যা করবেন ।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর মানুষকে কী কী দায়িত্ব দিয়েছেন?

২.পৃথিবীতে প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে কেন?

৩.নদীর দুই কূল প্লাবিত হলে তাকে কী বলা হয়?

৪. শহরে বন্যা হয় কেন?
৫. নিম্নাঞ্চল ভরাট করার কারণ কী?
৬. কেন নদী পুনর্খনন করা প্রয়োজন?
৭. কিসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে?
৮. পানিবাহিত রোগগুলোর নাম বল ।
৯. মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো কী কী?
১০. কীভাবে বন্যার সৃষ্টি হয়?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারেনি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন ।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন ।
২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বোঝাতে চেষ্টা করতে পারেন ।
৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন ।
৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন ।

পরিকল্পিত কাজ

১. বন্যার ফলে কী কী ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর ।
২. বন্যার দৃশ্য অঙ্কন কর ।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম

- **খরার কারণ ।**
- **খরার ফল**

পাঠ ২ দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ..... ক্লান্তি নেমে আসে ।

পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

শিখনফল

১৫.১.২. খরার কারণ ও রূপ বর্ণনা করতে পারবে ।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

১. একটি মাটির টবের গাছের গোড়ায় কয়েকদিন পানি না দিয়ে রেখে দিতে হবে যেন গাছটি একটু নেতিয়ে পড়ে ।
২. একটি ফুলদানিতে সাজানো কয়েকটি সজীব ফুল ও আরেকটি ফুলদানিতে শুকিয়ে যাওয়া ফুল ।
৩. পাঠ্যপুস্তকের ছবি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর প্রারম্ভিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পূর্ব পাঠ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যার কারণ ও বন্যার ফলাফল সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করবেন ও সকলে পূর্ব দিনের পরিকল্পিত কাজ করেছে কি না তা দেখবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন ও মাঠের চারদিকে রোদে হাঁটতে হাঁটতে আজকের পাঠ খরার কারণ ও ফল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবার জন্য নিম্নলিখিত ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, বন্যা কেন হয়?	যখন কোন এলাকায় পানি জমে সে এলাকা পানির তলায় ডুবে যায় এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পুরো এলাকা পানির তলায় ডুবে থাকে, তখন আমরা তাকে বন্যা বলি।
২. বন্যার প্রধান কারণ কী?	অতিবৃষ্টি। যখন এক নাগাড়ে অনেকদিন বৃষ্টি হয় এবং নদীনালা, খালবিলে বৃষ্টির সেই পানি ধরে না।
৩. আচ্ছা, যদি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটে অর্থাৎ একেবারেই বৃষ্টি না হয়, তখন কী হবে?	নদীনালা, খালবিল শুকিয়ে যাবে, মাছ মরে যাবে, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে যাবে, টিউবওয়েলে পানি উঠবে না ইত্যাদি।
৪. এ অবস্থাকে কী বলে?	খরা।
৫. টবের নেতিয়ে পড়া গাছটি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, বলতো, এই গাছটি শুকিয়ে মরে যাচ্ছে কেন?	কেউ গাছের গোড়ায় পানি দেয়নি বলে।
৬. একজন শিক্ষার্থীকে গাছের গোড়ায় পানি দিতে বলবেন ও অন্যদের প্রশ্ন করবেন, পানি না দিলে গাছ মরে যায় কেন?	পানি হলো গাছের খাবার, তাই পানির অভাব হলে গাছ শুকিয়ে ধীরে ধীরে মরে যায়।
৭. আমরা কী পানি ছাড়া বাঁচতে পারব? আমরাও	না, পানি ছাড়া কোনো প্রাণিই বাঁচতে পারে না। বাঁচতে পারব না।
৮. আচ্ছা, রোদে হাঁটতে হাঁটতে ক্লাস করতে তোমাদের কেমন লাগছে?	ভীষণ গরম লাগছে ও পানি তৃষ্ণা পেয়েছে।

প্রশ্নোত্তর পর্বটির শেষের দিকে দু'একজন গরমে একটু একটু ঘামতে শুরু করলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি গাছের তলায় বসতে পারেন অথবা শ্রেণিকক্ষে ফিরে আসতে পারেন। এরপর আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। শিক্ষক বলবেন যে, অতিবৃষ্টিতে যেমন বন্যা হয়, তেমনি অনাবৃষ্টিতে খরা হয়। বন্যা ও খরা দুটোই ক্ষতিকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আজকে আমরা খরা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব, যেন যেসব কারণে খরা হয় সেগুলো সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারি। এরপর শিক্ষার্থীদের একজনকে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন। একটি ফুলদানিতে সাজানো কয়েকটি সজীব ফুল ও আরেকটি ফুলদানিতে শুকিয়ে যাওয়া ফুল দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবেন কেন ফুলদানিতে পানি দিতে হয়।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১. খরা কাকে বলে?
২. খরা হয় কেন?
৩. খরার সময় আবহাওয়া কেমন থাকে?
৪. খরার সময় ফসল হয় না কেন?
৫. খরার সময়ে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে কেন?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

১. খরার ফলে কী কী ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর ।
২. খরার ছবি অঙ্কন কর ।

পাঠ ৩

পাঠের শিরোনাম : বন্যা ও খরায় আমাদের করণীয় ।

পাঠ ৩ ঈশ্বর আমাদের ..... সমর্থন দান করা ।

পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪

শিখনফল

১৬.১.৩ বন্যা ও খরার সময় আমাদের করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।
১৬.১.৪ বন্যা মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে ।

পিরিয়ড ৩

উপকরণ

১. পাঠ্যপুস্তকের ছবি ।
২. ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের আরও ছবি ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বের দুটি ক্লাসের পরিকল্পিত কাজগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের কতটুকু মনে আছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন । অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে বন্যা ও খরার ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী এবং কীভাবে বন্যা ও খরার সময় মানুষকে সাহায্য করা যায়, সেগুলো সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন । নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন ।

প্রশ্ন	উত্তর
১. বন্যা হলে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়? থাকে	লোকেরা কাজকর্ম করতে পারে না, ক্ষেতের ফসল ও শাক সবাজি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে অভাব দেখা দেয়, ঘরে খাবার না, গবাদি পশুপাখি মারা যায়, পানিবাহিত রোগ ছড়ায়, এমনকি প্রাণহানিও ঘটে ।
২. খরা হলে আমাদের কী কী ক্ষতি হয়?	খরার কারণে জমির ফসল শুকিয়ে যায়, সূর্যের তাপ ও অতিরিক্ত গরমে মানুষ কাজ করতে পারে না, মানুষ ও পশুপাখির খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়, রোগজীবাণুর বিস্তার লাভ করে, ফলে লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়ে ইত্যাদি ।
৩. বন্যা ও খরা কেন হয়?	মানুষ যখন সৃষ্টিকে যত্নের সাথে ব্যবহার না করে নিজেদের স্বার্থে ধ্বংস করে তখনই প্রকৃতিতে এসব দুর্যোগ ঘটে ।
৪. বন্যা ও খরা যেন না হয়, সেজন্য আমরা কী কী করতে পারি?	যেসব কারণে বন্যা ও খরা হয়, সেগুলো যদি আমরা না করি, তাহলে একেবারে বন্যা ও খরা বন্ধ করতে না পারলেও এত ঘন ঘন বন্যা ও খরা হবে না । তাই আমাদের আরও সচেতন ও দায়িত্ববান হতে হবে ।
৫. কীভাবে আমরা আরও সচেতন ও দায়িত্ববান হতে পারি?	ঈশ্বর আমাদের যেসব আজ্ঞা দিয়েছেন সেগুলো পালন করে ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ইত্যাদি ।
৬. বন্যা ও খরার সময় আমাদের করণীয় কী?	মানুষের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ।
৭. আমরা কেন তা করব?	কারণ যীশু খ্রিষ্ট আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে আদেশ করেছেন ।

এরপর আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন । শিক্ষক বলবেন যে, বন্যা ও খরার সময় আমাদের অবশ্যই মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে । এছাড়া প্রকৃতিতে যেন ভারসাম্য বজায় থাকে, সেজন্য আমাদের আরও দায়িত্বশীলতার সাথে প্রকৃতির সবকিছু ব্যবহার করা উচিত । ঈশ্বর চান যেন আমরা সমগ্র সৃষ্টির যত্ন নিই, তাই এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে । এরপর শিক্ষার্থীদের একজনকে সমগ্র সৃষ্টি রক্ষার জন্য ও আমাদের সচেতনতার জন্য ঈশ্বরের কাছে ছোট প্রার্থনা করতে বলবেন । অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও পাঠ্যপুস্তকের ছবি ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের আরও ছবি ব্যবহার করে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন ।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.কে আমাদের সৃষ্টির সবকিছু দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন?
২.সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী?
৩.আমরা কীভাবে ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি?
৪.বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয় কেন?
৫.বন্যা ও খরায় আমাদের করণীয় কী কী?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রথম পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

বন্যা ও খরার সময় কী কী ভাবে মানুষকে সহায়তা করা যায় তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের দেশ স্বাধীন করার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের জন্য আমরা সত্যিই গর্বিত। আমরা জানি, সেই মুক্তিযুদ্ধে দেশের সকল মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে কোনো ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। অনেক খ্রিষ্টান মানুষও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার আমরা তাঁদের বিষয়ে জানব।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ দুই রকমের ছিল। কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন আবার কেউ কেউ পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছিলেন। আমাদের দেশের অনেক খ্রিষ্টান যুবক প্রতিবেশী দেশ ভারতে গিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর অস্ত্র নিয়ে দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, কিন্তু অনেক মুক্তিযোদ্ধার নাম সেখানে বাদ পড়েছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রায় ১৫০০ জন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন কাথলিক যাজকসহ অন্তত ২৪ জন যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদ হয়েছেন, কেউ কেউ পরে মৃত্যুবরণ করেছেন আবার অনেকে কখনো বেঁচে আছেন।

পরোক্ষভাবে অগণিত বাঙালি খ্রিষ্টান লোক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। পরোক্ষ অংশগ্রহণগুলো নিম্নলিখিত ধরনের ছিল:

১। নিজের সন্তানদের বা ভাইবোনদের বা স্বামীদের মুক্তিবাহিনীতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে, ত্যাগস্বীকার করার মাধ্যমে

২। মুক্তিবাহিনীদের আশ্রয় ও খাওয়াদাওয়া সরবরাহ করে

৩। অসুস্থ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করার মাধ্যমে

৪। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে

৫। মুক্তিবাহিনীদের কাছে গোপন সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে

৬। নিজের আত্মীয়স্বজন এবং বিষয়সম্পদ হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তা সহ্য করার মাধ্যমে

৭। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিয়ে

৮। মুক্তিবাহিনীদের সফলতা কামনা করে প্রার্থনা করার মাধ্যমে

৯। মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণামূলক গান গেয়ে
১০। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সংবাদ প্রচার করে।

মাতৃভূমিকে রক্ষা করা

মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। মাতৃভূমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের দান। কারণ:

১। এই মাটির উৎপাদিত ফসলাদি খেয়ে আমরা বাঁচি।
২। পানির আর এক নাম জীবন। এই মাটি থেকে পানি তুলে আমরা পান করি।
৩। এই খনিজ পদার্থ আমাদের জীবন নির্বাহের জন্য আবশ্যক।
৪। এই দেশের আলো - বাতাস আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।
৫। এই দেশের সৌন্দর্য আমাদের নয়ন জুড়ায়।

মাতৃভূমি রক্ষা কাজে আমরা কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি

মাতৃভূমিকে রক্ষা করার কর্তব্য শুধু মুখে মুখে বললেই শেষ হয়ে যায় না। কাজের মাধ্যমে এর প্রমাণ দেখাতে হবে।

অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধা

নিম্নোক্তভাবে আমরা মাতৃভূমির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি:

(ক) ভালোভাবে পড়াশুনা করে নিজেকে দেশসেবার জন্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে

(খ) মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন করে

(গ) দেশের সম্পদ নষ্ট না করে বরং সম্পদ রক্ষা করে

(ঘ) দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করার মাধ্যমে

(ঙ) দুর্বলদের পড়াশুনার ব্যাপারে সহায়তা করার মাধ্যমে

(চ) বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

(ছ) যারা দেশ শাসন ও পরিচালনা করে, যারা বিদেশি শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে তাদের জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য------খ্রিষ্টাব্দে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের জন্য আমরা গর্বিত।

(খ) মুক্তিযুদ্ধে কোনো ------ ভেদাভেদ ছিল না।

(গ) অনেক খ্রিষ্টান মানুষ ও -------- অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ------ রকমের ছিল।

(ঙ) প্রায় ------ জন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আমাদের দেশের অনেক খ্রিষ্টান যুবক	ক) অংশগ্রহণ করেছিলেন।
খ) মুক্তিযুদ্ধে দেশের সকল মানুষ	খ) সাহায্য করার মাধ্যমে।
গ) ১৫০০ জন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২৪ জন শহিদ হয়েছেন	গ) প্রতিবেশী দেশ ভারতে গিয়েছিলেন।
ঘ) মাতৃভূমি আমাদের জন্য	ঘ) সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠন করা যায়।
ঙ) মূল্যবোধ শেখার মাধ্যমে	ঙ) তাদের মধ্যে তিনজন কাথলিক যাজক ছিলেন।
	চ) ঈশ্বরের দান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ কিসের মাধ্যমে আমরা মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য প্রকাশ করি

(ক) ব্যবহারে (খ) কাজে

(গ) ব্যবহার ও কাজে (ঘ) সেবার মাধ্যমে

৩.২ মুক্তিযুদ্ধে কতজন খ্রিষ্টান শহিদ হয়েছেন

(ক) ২০ জন (খ) ২৪ জন

(গ) ২৮ জন (ঘ) ৩২ জন

৩.৩ কতজন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন?

(ক) ১৫০০ জন (খ) ১২০০ জন

(গ) ১০০০ জন (ঘ) ৮০০ জন

৩.৪ কতজন যাজক মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন?

(ক) ১ জন (খ) ২ জন

(গ) ৩ জন (ঘ) ৪ জন

৩.৫ প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধাগণ কী নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন?

(ক) অস্ত্র (খ) লাঠি

(গ) খালি হাতে (ঘ) পতাকা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কত খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল?

(খ) খ্রিষ্টান যুবকেরা কেন ভারতে গিয়েছিলেন?

(গ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী প্রচার করা হতো?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) মাতৃভূমি রক্ষার কাজে আমরা কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি?

(খ) পরোক্ষভাবে কীভাবে বাঙালি খ্রিষ্টানেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে?

সপ্তদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১৭.১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল

১৭.১.১ প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.২ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.৩ ঈশ্বরের দান মাতৃভূমিকে ভালোবাসবে।

এই অধ্যায়টিকে ২ টি পাঠে ভাগ করা যায়।

মোট পিরিয়ড ৪

পাঠ ১

পাঠের শিরোনাম

- **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা।**
- **পরোক্ষভাবে অগণিত বাঙালি খ্রিষ্টান লোক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। পরোক্ষ অংশগ্রহণগুলো নিম্নলিখিত ধরনের ছিল**

পাঠ ১ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ..... সংবাদ প্রচার করে।

পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭

শিখনফল

১৭.১.১ প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে খ্রীষ্টানদের অংশগ্রহণের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৭.১.২ পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

পিরিয়ড ১

উপকরণ

সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১.বাংলাদেশের মানচিত্র।

২.বাংলাদেশের পতাকা।

৩.মুক্তিযুদ্ধের ছবি।

৪.পাঠ্যপুস্তকের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, প্রয়োজন হলে আসন পুনর্বিন্যাস করবেন ও পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ বা বাড়ির কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. তোমাদের কি মনে আছে, মুক্তিযুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল?	১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে।
২. তার আগে কোন রাষ্ট্র আমাদের দেশকে শাসন করছিল?	পাকিস্তান।
৩. আমরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম?	দেশকে স্বাধীন করার জন্য।
৪. কতদিন যুদ্ধ হয়েছিল?	প্রায় নয় মাস।
৫. দেশকে স্বাধীন করার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের কী বলা হয়?	মুক্তিযোদ্ধা।
৬. মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের কী বলা হয়?	শহিদ।
৭. কারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল?	জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের নারী-পুরুষ সকলে অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলে।
৮. তারা কীভাবে যুদ্ধ করেছে?	প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি গোলা বারুদ নিয়ে আবার পরোক্ষভাবে আড়ালে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে।
৯. মহিলারা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে?	মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রেখে, তাদের জন্য রান্না করে, ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে।
১০. তোমরা কি জান যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে কতজন শহিদ হয়েছেন?	তিন জন পুরোহিত বা যাজকসহ কমপক্ষে ২৪ জন।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, আমরা আজকের পাঠ থেকে জানতে পারব, কী কী ভাবে মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানরা অংশগ্রহণ করেছিল। এরপর শিক্ষক ছোট প্রার্থনা করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন। কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন ও সেগুলো বোর্ডে বড় করে লিখে দেবেন। এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. বাংলাদেশের মানচিত্র ও পতাকা দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অর্জন এবং খ্রিষ্টানরা কেন দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্যাখ্যা করবেন।

২. মুক্তিযুদ্ধের আরও ছবিসহ পাঠ্যপুস্তকের ছবিটি দেখিয়ে মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানরাও যে একইভাবে অংশগ্রহণ করেছে তা ব্যাখ্যা করবেন।

৩. তালিকাভুক্ত খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধাদের নাম বলবেন যেমন, ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি, ফাদার লুকাস মারান্ডী, ফাদার মারিও ভেরোনেসি এসএক্স, আশীষ শহিদ হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা ফাদার ফ্রান্সিস অরুনেষ পান্ডে বর্তমানে অক্সফোর্ড মিশন, বরিশালে আছেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.কারা কারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

২.মুক্তিযোদ্ধারা কী কী ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

৩.কাদের প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বলা হয়?

৪.পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা কারা?

৫.খ্রিষ্টান যুবকরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য কোন্ দেশে গিয়েছিলেন?

৬.কতজন খ্রিষ্টান মুক্তিযোদ্ধা প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

৭.যারা অসুস্থ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন, তাদের কী বলে?

৮.কতজন যাজক শহিদ হয়েছেন?

৯.কাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে?

১০.স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী প্রচার করা হতো?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে পাঠটি বুঝতে পারে নি বা যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।

১. পাঠটি আবার ব্যাখ্যা করবেন।

২. যেসব শিক্ষার্থী পাঠটি বুঝতে পেরেছে, তাদের সাহায্যে পাঠটি বুঝাতে চেষ্টা করতে পারেন।

৩. ক্লাসের পর ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

৪. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অমনোযোগিতার কারণ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিকল্পিত কাজ

দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাঁচজন খ্রিষ্টান অংশগ্রহণকারীর নাম লেখ।

পাঠ ২

পাঠের শিরোনাম

- **মাতৃভূমিকে রক্ষা করা।**
- **মাতৃভূমি রক্ষাকাজে আমরা কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি।**

পাঠ ২ মাতৃভূমিকে রক্ষা করা ..... প্রার্থনা করার মাধ্যমে।

পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮

শিখনফল

১৭.১.৩ ঈশ্বরের দান মাতৃভূমিকে ভালোবাসবে।

পিরিয়ড ২

উপকরণ

সহজপ্রাপ্য যে কোনো দু'একটি উপকরণ ব্যবহার করবেন।

১. কৃষিকাজের ছবি অথবা ধানক্ষেতের ছবি।

২. নলকূপ বা নদীর ছবি।

৩. একক বা সমবেতভাবে প্রার্থনারত ব্যক্তিদের ছবি।

৪. সেবামূলক কাজের ছবি।

৫. সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ছবি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন, তাদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোন গাছের তলায় অথবা প্রকৃতির মাঝে উপযুক্ত কোনো স্থানে নিয়ে যাবেন। সেখানে গিয়ে বসে পূর্বদিনের পরিকল্পিত কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে খোঁজখবর নেবেন ও প্রয়োজনে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করে মাতৃভূমি বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং মাতৃভূমি রক্ষাকাজে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। নিম্নোক্ত ধরনের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন ও প্রয়োজনে উত্তর দিতে সাহায্য

প্রশ্ন	উত্তর
১. মাতৃভূমি বলতে আমরা কী বুঝি?	যে ভূমি বা মাটি আমাদের মায়ের মতো। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের মায়ের ভূমি।
২. আমাদের মাতৃভূমির নাম কী?	বাংলাদেশ।
৩. আমরা কীভাবে বাংলাদেশের সন্তান হয়েছি?	এ দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে।
৪. কার ইচ্ছাতে আমরা বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করেছি? অনুসারে।	আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা
৫. মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে আমরা কী কী পেয়েছি?	বেঁচে থাকা ও বড় হয়ে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু, যেমন আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নাগরিক সুবিধা, মানুষের ভালবাসা ইত্যাদি।
৬. মাতৃভূমির প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কী কী?	মাতৃভূমিকে ভালবাসা, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা, মাতৃভূমির সেবার জন্য নিজের জীবন গঠন করা, দেশের মানুষের সেবা করা, এমনকি মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য জীবন দেয়া।

এরপর শিক্ষক আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবেন। তিনি বলবেন যে, আমরা আজকের পাঠ থেকে জানতে পারব, মাতৃভূমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের দান, তাই মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। মাতৃভূমি থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু গ্রহণ করি, তাই মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও কাজ করাই হলো আমাদের বর্তমান সময়ের প্রধান যুদ্ধ। এরপর শিক্ষক মাতৃভূমির জন্য ছোট প্রার্থনা করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্ধারিত অংশটুকু সরব পাঠ করাবেন ও কঠিন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সাহায্য করবেন। এরপর সংগৃহীত বাস্তব উপকরণগুলোর সাহায্যে পাঠের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবেন।

১. কৃষিকাজের ছবি, ধানক্ষেতের ছবি, নলকূপ বা নদীর ছবি দেখিয়ে মাতৃভূমি থেকে আমরা কী কী পাই ব্যাখ্যা করবেন।

২. একক বা সমবেতভাবে প্রার্থনারত ব্যক্তিদের ছবি, সেবামূলক কাজের ছবি ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ছবি দেখিয়ে মাতৃভূমি রক্ষাকাজে আমরা কী কী ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি ব্যাখ্যা করবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীরা পাঠটি ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন :

১.আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

২.আমরা কী খেয়ে বাঁচি?

৩.দেশের আলো বাতাস আমাদের কী কাজে লাগে?

৪.দেশসেবার জন্য আমরা কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি?

৫.যারা দেশ শাসন ও পরিচালনা করে, তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি?

৬.মাতৃভূমি রক্ষাকাজে আমরা কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি?

নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

পূর্ব পাঠের অনুরূপ

পরিকল্পিত কাজ

সকলে মিলে "ধনধান্য পুষ্পভরা ..." অথবা অন্য কোন দেশের গান কর।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধরা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জাগে।
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

লেখক : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সমাপ্ত